উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১১ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 28 October 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 158

তন্ময়কে সাসপেন্ড করল সিপিএম

পাঁচের পাতায়

ডাক্তারদের সমালোচনায় শুভেন্দুরা

পাঁচের পাতায়

খোঁজাখুঁজি

জোট মর্ম ভুলে গেলে সাফল্য দূর অস্ত ভাইবোনের

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া ওয়েনাড আসনটিতে প্রার্থী হয়েছেন প্রিয়াংকা গান্ধি। রায়বরেলির মতোই এই ওয়েনাড আসনটিও এই মুহূর্তে গান্ধিদের কাছে অত্যন্ত নিরাপদ একটি আসন। এই আসনে প্রিয়াংকার জয় একপ্রকার সময়ের অপেক্ষা। এরপর লোকসভায় ভাই-বোনের যুগলবন্দি দেখার অপেক্ষায় থাকব আমরা।

রাহুলের ছেড়ে যাওয়া এই নিশ্চিত আসনটিতে প্রিয়াংকার প্রার্থী হওয়ার পিছনে কংগ্রেসের একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমেই আশাবাদী হয়ে উঠছে। কংগ্রেস মনে করছে, পায়ের নীচে যে জমিটি তারা হারিয়ে ফেলেছিল, সেই জমিটি আবার ফিরে পাচ্ছে তারা এবং পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই জমিটি যদি আরও দ্রুত ফিরে পেতে হয় তাহলে এই গান্ধি পরিবারই একমাত্র ভরসা তাদের।

পরিবারবাদ নিয়ে যতই সমালোচনা উঠুক না কেন, এটা মানতেই হবে, কংগ্রেস সমর্থকদের কাছে এখনও গান্ধি পরিবারের যে আবেদনটি আছে সেটা অন্য আর কোনও কংগ্রেস নেতার নেই। কংগ্রেস কর্মীরা এখনও তাঁদের দলের নেতৃত্বে গান্ধি পরিবারের কাউকেই দেখতে চান। রাহুলকে নেতৃত্বে আনার দাবি কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের কর্মীদের ভিতর থেকেই এসেছিল। তারও আগে প্রিয়াংকাকে নেতৃত্বে আনার দাবি তুলেছিলেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

রাহুল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াতে অপরিপক্বতার পরিচয় দিলেও ক্রমে ধীরস্থির সিরিয়াস রাজনীতিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে ভারত জোড়ো যাত্রার পর্ব থেকে রাহুল নিজেকে অনেকটাই মাটির কাছাকাছি থাকা নেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। অবশ্য দিল্লির রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বলে থাকেন, বরাবরই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা রাহুলের থেকে প্রিয়াংকার বেশি। এমনও অনেকে এক সময় ভেবেছিলেন, এরপর দশের পাতায়

প্রতিমাকে মুণ্ডমালা পরাচ্ছেন শিল্পী। রবিবার চম্পাসারি কুমোরটুলিতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

শিশুমৃত্যু নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ফের বিতর্কে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। কয়েকদিন আগে মৃত সদ্যোজাতর দেহ লেবার ওয়ার্ড থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবার চিকিৎসার গাফিলতিতে সাত বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর অভিযোগ। এই অভিযোগে রবিবার হাসপাতালে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় শিশুটির পরিবার। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে দফায় দফায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ শিশুটিকে জরুরি বিভাগে আনা হলে প্রথমবার চিকিৎসক ভালোভাবে না দেখেই বাচ্চা সুস্থ বলে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু জরুরি বিভাগ থেকে বের হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শিশুটি খিঁচুনি দিয়ে শরীর ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার শিশুটিকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় চিকিৎসক দ্রুত শিশুটিকে ওয়ার্ডে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে না যেতেই শিশুটি মারা যায়।

শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, প্রথমবার চিকিৎসক ভালোভাবে পরীক্ষা করলে হয়তো তাঁদের সন্তানকে এভাবে হারাতে হত না। অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে বেশ কয়েক ঘণ্টা হাসপাতালে বিক্ষোভ চলে। তারপর শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই সময় কর্মরত চিকিৎসক অমিত দত্ত বলেছেন, 'প্রথমবার শিশুটিকে দেখে আমাদের খারাপ কিছু মনে হয়নি। তাকানো, কথা বলা, হাত-পা নাড়ানো সবকিছুই ঠিক ছিল। তাই আমি বলেছি যে, শিশুটি ভালোই রয়েছে। এখন বাড়ি নিয়ে যান। প্রয়োজন হলে সোমবার বহির্বিভাগে দেখিয়ে নেবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফের শিশুটিকে নিয়ে এলে আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিভাগে ভর্তি করাতে বলি। সেখানেই শিশুটি মারা যায়।' শিশুটির মৃত্যুর কারণ হিসাবে শংসাপত্রে কার্ডিও রেসপিরেটরি ফেলিওর লেখা রয়েছে।

গলায় ব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোলাইবকতরির তুলসীনগরের বাসিন্দা সাত বছরের হামিদ রাজাকে গত বুধবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চারদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার তাকে ছুটি দেওয়া হয়।

শিশুর বাবা মহম্মদ রুবেল বলেন, 'রাতে বাচ্চা ভালোই ছিল। সকাল থেকে আবার শরীর খারাপ হয়। তাই ফের এদিন হাসপাতালে নিয়ে আসি। রবিবার বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় সরাসরি জরুরি বিভাগে দেখাই। সেখানকার চিকিৎসক এরপর দশের পাতায়

ফের বিতর্কে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল

হাসপাতালে শিশুমৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ।

ঘটনাক্রম

- অসুস্থ শিশুটিকে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সুস্থ বলে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেন
- জরুরি বিভাগ থেকে বের হতে না হতেই শিশু খিঁচুনি দিয়ে শরীর ছেড়ে দেয়
- আবার জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে দ্রুত ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- ভর্তির প্রক্রিয়া সেরে ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে না যেতেই শিশুটি মারা যায়

ঠিকাদারদের মর্জিতে উন্নয়নের প্রস্তাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : সরকারি কাজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন ঠিকাদাররা। কোথায় রাস্তা প্রয়োজন, কোন রাস্তা পাকা করতে হবে, কোথায় পেভার্স ব্লক বসাতে হবে, কোথায় সেতু তৈরি হওয়া দরকার- এসবের জন্য প্রস্তাব স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভার তরফে খুব বেশি পাঠাতে হয় না। মানুষের সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্য জেলায় জেলায় চষে বেড়াচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদার সংস্থা। তারা সরাসরি এসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের কাছে তথ্য দিচ্ছে। সেখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে প্রস্তাব যাচ্ছে। পরের ধাপে নিয়ম রক্ষার্থে পঞ্চায়েত বা পুরসভাকে ওই কাজের জন্য একটা লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে বলা হচ্ছে। তারপরেই দ্রুত টেন্ডার করে কাজের বরাত মিলছে।

এখানে শেষ নয়। যেখানে পিচের রাস্তা দরকার, দপ্তর থেকে সেখানে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরির জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। দিনের পর দিন এমন কর্মকাণ্ড চলছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অন্দরে। কাটমানি আর সিন্ডিকেটরাজ জাঁকিয়ে বসেছে রীতিমতো। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ যদিও দপ্তরের কোথাও বেআইনি কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'দপ্তরে সমস্ত কাজ স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ করার জন্য উত্তরবঙ্গের আট জেলায় প্রচুর এজেন্সি রীতিমতো মুখিয়ে থাকে। তাদের কোটি কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়ার মতো ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুটিকয়েক এজেন্সিকে বারবার বরাত দেওয়া হয়। পুরো বিষয়টি আগে থেকে এমনভাবে ছক কষা হয় যে, অনলাইনে টেন্ডার আপলোড হওয়ার পর বিভিন্ন এজেন্সি প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেও কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে টেন্ডার পেপার বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে।

অভিযোগ, অনলাইনে বিভিন্ন এজেন্সি টেন্ডার জমা করার পর, সেগুলো কত শতাংশ কমে কাজ করার কথা লিখেছে, সেই তথ্য নির্দিষ্ট এজেন্সিগুলো খবর পেয়ে যায় আগেভাগে। সেইমতো তারা আরও ০.৫ অথবা ১ শতাংশ কম দর দিয়ে টেন্ডার জমা করছে। এই চক্রের দাপটে টেন্ডারে অংশ নিয়েও হাত গুটিয়ে ফিরতে হয় অধিকাংশ এজেন্সিকে। অভিযোগ, আগের দুই মন্ত্রীর আমলে টেন্ডার নিয়ে কিছুটা প্রতিযোগিতা হত। এখন অবশ্য সবটা চলছে সেটিংয়ে।

সরকারি নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা পরিষদ (শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে মহকুমা পরিষদ) হোক বা কোনও পুরসভা এলাকার উন্নয়নের জন্য এই দপ্তরের কাছে কাজের প্রস্তাব পাঠাবে। সেই প্রস্তাব আসার পর দপ্তর মনে করলে ডিটেলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে কাজের জন্য কত টাকা খরচ হতে পারে, তা খতিয়ে দেখবে। এরপরে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে হবে কাজের টেন্ডার। কিন্তু দপ্তর সূত্রের খবর, এখন পঞ্চায়েত বা পুরসভা নয়, সবচেয়ে বেশি উন্নয়নের প্রস্তাব দপ্তরের আধিকারিকদের ঘনিষ্ঠ কয়েকটি এজেন্সি ঠিক করে দেয়। আট জেলায় এজেন্সির লোকজন ঘুরে ঘুরে রাস্তা, সেতু থেকে স্কুলের প্রাচীর সহ যে সমস্ত কাজ প্রয়োজন, তার একটা হিসাব তৈরি করে উত্তরকন্যায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত বা পুরসভাকে ওই কাজের প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়। এরপর দশের পাতায়

চরমে স্বজনপোষণ

- ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গুটিকয়েক এজেন্সিকে বারবার বরাত
- বহু এজেন্সি প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেও বাতিল হচ্ছে টেন্ডার পেপার
- কে কত শতাংশ কমে কাজের কথা লিখেছে, সেই তথ্য আগেই ফাঁস
- পেভার্স ব্লকের রাস্তায় কমিশন বেশি, তাই পিচের বদলে ওই কাজে জোরাজুরি

একনজরে

মিঠুনের মন্তব্যে বিতর্কের আঁচ

রবিবার সল্টলেকের বিজেপির মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্য প্রসঙ্গে মিঠুন একসময় বলেন, 'আপনাকে কেটে আপনার জমিতেই ফেলে দেব।'

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বলির অবসান হলেও আগের মতো আবেগ

জোতদারবাড়ির প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী। পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে।

মায়ের শেষ ইচ্ছায় ইতি প্রথায়

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : সমবেত সিদ্ধান্তে জীবনের জয়গান!

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের জোতদার প্রয়াত জগদীশচন্দ্র রায় ওরফে 'খোকাবাবু'র বাড়ির কালীপুজোয় ৭৫ বছর ধরে পাঁঠাবলি হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ঊষারানি ২০২২ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর যেন বলি বন্ধ হয় বলে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে ঊষারানি ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও গতবার ভক্তদের অনুরোধে বলি হয়। কিন্তু এবার আর তা হবে না। জোতদারবাড়ির এই পুজো সর্বজনীন। বাধ্য হয়ে স্থানীয়রাও তা মেনে নিচ্ছেন। পশুপ্রেমী ও বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিরা এই উদ্যোগকে সবথেকে বেশি সাধুবাদ জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য ডঃ প্রবীর রায় চৌধুরীর কথায়, 'বহু বড় মন্দিরেই এখন বলিপ্রথা উঠে গিয়েছে। দেরিতে হলেও জোতদারের বংশধররা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' ফালাকাটার পশুপ্রেমী শুভদীপ নাগের বক্তব্য, 'নিরীহ বহু পশু রক্ষা পেল। এমন সিদ্ধান্তের জন্য ওই পরিবারকে ধন্যবাদ।'

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি জোতদার জগদীশচন্দ্র রায় 'খোকাবাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন। দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন তিনি প্রায় ৩৫০ বিঘা জমির মালিক। নিজের পরিবার ও প্রজাদের মঙ্গল কামনার্থেই তিনি কালীপুজো শুরু করেন। শুরু থেকেই এই পুজোয় পঞ্চবলি অর্থাৎ পাঁঠা, পায়রা, চালকুমড়ো, মানকচু ও আখ বলি দেওয়ার নিয়ম ছিল। অমাবস্যা তিথিতে অসমের পুরোহিতরা রাতভর পুজো করতেন। আর পুজোর পরদিন এলাকার বহু মানুষ প্রসাদ খেতেন।

এরপর দশের পাতায়

আশঙ্কায় ভাটা ফেলে বাড়বে ভিড়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরের খুব কাছাকাছি থাকা ঐতিহ্যবাহী সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে কালীপুজোয় বলির ইতিহাস অনেকটাই পুরোনো। সেই বলি নিয়ে বহু সমালোচনার জেরে গত বছর থেকেই ওই প্রথা বন্ধ রয়েছে। একটা সময় মনে করা হয়েছিল এর জেরে এই মন্দিরে ভক্তদের আগমনে ভাটা পড়তে পারে। সেই আশঙ্কায় রংয়ের কাজ চলছে। মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ। বর্তমানে শুধুমাত্র দেবীর ছবিতে পুজো দেওয়া যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার পুজোর দিন সকালে ভক্তদের জন্য মন্দিরের মূল ফটকটি খুলে দেওয়া হবে।

দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে কালীপুজো হয়ে আসছে। আগে প্রতিবছরই পুজোর রাতে বলি হত। মন্দির সূত্রে খবর, প্রতিবার পুজোর রাতে ৬০-৭০টি পাঁঠাবলি দেওয়া

সেবকেশ্বরী কালী মন্দির। এবার এখানে নিয়মরক্ষায় চালকুমড়ো নিবেদন।

অবশ্য ভক্তরা নিজেরাই জল ঢেলেছেন। গত বছর কালীপুজোর পরদিন সকাল থেকে ১২-১৩ হাজার ভক্ত দিনভর মন্দিরে হাজির হয়েছিলেন। এ বছর সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা বলেই এই পুজোর সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে তাঁদের ধারণা। আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ায় এবারের পুজোর আগে গোটা মন্দির রং করা সম্ভব হয়নি। মন্দিরের যে ঘরে সেবকেশ্বরী কালী মায়ের মূর্তি রয়েছে, জোরকদমে সেই ঘরটি হত। কিন্তু গতবার থেকে পাঁঠাবলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিয়মরক্ষার্থে শুধুমাত্র চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। তবে এতে এখানে কালীপুজোর সময় ভক্তদের আগমনে কোনও ভাটা পড়েনি। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত স্বপন ভাদুড়ি বললেন, 'গতবার বরং মন্দিরে ভক্তদের সমাগম অন্যবারের থেকে বেশিই হয়। এবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে ১৫ হাজারের মতো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

মাঝেরডাবরি চা বাগানে কালীপুজোর মণ্ডপ। -সংবাদচিত্র

প্রথা ভেঙে অসুররা কালীপুজোয়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অক্টোবর : দুর্গার মুখদর্শন ওদের সংস্কৃতিতে নেই। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কেনাকেটা, বেড়ানো দূরে থাক, ঘর থেকে না বেরোনোই দস্তুর অসুর জনগোষ্ঠীর। ব্যতিক্রমী কালীপুজো। অন্তত মাঝেরডাবরি চা বাগানে তো বটেই। এই বাগানে অসুর জনগোষ্ঠীর চল্লিশ ঘরের বাস। স্থানীয় শ্রমিক ক্লাবের পুজোয় তারা সকলেই অংশ নেয়। সাধ্যমতো চাঁদাও দেয়। অনেকে পুজোর দায়িত্ব সামলায়, প্রসাদ গ্রহণ করে।

প্রচলিত বিশ্বাস হল পৌরাণিক কাহিনীর অসুরদের বংশধর এই অসুর জনগোষ্ঠী। ওই কাহিনীতেই দুর্গার হাতে নিধন হয় তাদের পূর্বপুরুষ। সেজন্য দুর্গোৎসব অসুর সমাজে শোকের বার্তা বয়ে আনে। তবে হাল আমলে সেই সংস্কার বদলাচ্ছে। দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ না করলেও কালীপুজোয় শামিল হতে দেখা যাচ্ছে তাদের। অসুর জনগোষ্ঠীর রামকুমার টোপ্পো বলেন, 'প্রায় পনেরো বছর কালীপুজোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। পুজোর কাজকর্ম ছাড়াও ক্লাবের দায়িত্বে থাকি।'

মাঝেরডাবরি চা বাগানের শ্রমিক ক্লাবের পুজো প্রায় ৫৭ বছরের পুরোনো। বাগানে আদিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। আজকাল কালীপুজোয় অসুর পরিবারের অনেকে জামাকাপড় কেনে। ছেলেরা পুজোয় মাতে। এখন আর অসুর পরিবারের প্রবীণরা ছোটদের দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় অংশ নিতে বারণ করেন না। অঞ্জলি না দিলেও পুজোর বিভিন্ন কাজে অংশ নেয় অসুর পরিবার। মাঝেরডাবরি শ্রমিক ক্লাবের সভাপতি বাবলু চিকবড়াইক বলেন, 'কালীপুজোয় সব শ্রমিক যুক্ত হয়। অসুর জনগোষ্ঠীও থাকে।' অসুর জনগোষ্ঠীর খ্রিস্টানরা অবশ্য কালীপুজোয় অংশ নেন না। তিতুস্মা টোপ্পো খ্রিস্টান হলেও গোয়ালিপুজো করেন। প্রদীপ জ্বালান।

করিডরে মদের ঠেক, বিপদ হাতির

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মাসদুয়েক আগে ধূপঝোরার নাথুয়াতে হাতির পায়ে ভাঙা বোতলের কাচ ঢুকে বিপত্তি ঘটেছিল। সে যাত্রায় সময়ে হাতিটির চিকিৎসা করে শেষরক্ষা হয়। ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের চালসার কাছে টিয়াবন ও খড়িয়ার বন্দর এলাকায় হাতির করিডরে মাঝেমাঝেই এইরকম ঘটনার কথা শোনা যায়। হাতির করিডরে মদের আসর বন্ধ না করতে পারলে এইরকম বারবার ঘটবে বলে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের আশঙ্কা।

লাটাগুড়ি থেকে চালসা যাওয়ার পথে পড়ে খড়িয়ার বন্দর ও টিয়াবন। গাছগাছালিতে ভর্তি জায়গাটি বিশ্রামের আদর্শ জায়গা। যদিও জঙ্গলটি হাতির করিডর বলে বন দপ্তরের তরফে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায়দিনই সেখানে বসছে নেশার আসর। আনন্দ করার পর মদের বোতল, চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিকের ব্যাগ যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হচ্ছে। হাতি সহ অন্য বন্যপ্রাণীদের পায়ে ঢুকে যাচ্ছে সেই ভাঙা বোতলের কাচ। পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। অভিযোগ, বনবিভাগ সব জেনেও নীরব দর্শক। চালসা নেচার সংগঠনের সুমন চৌধুরী জানান, লাটাগুড়ির ঘিঞ্জি পরিবেশ ছেড়ে

ডুয়ার্সের টিয়াবনের কাছে হাতির করিডরে বিয়ারের বোতল।

মানুষ-ত্রাস

- ■ খড়িয়ার বন্দর ও টিয়াবন এলাকাটি হাতির করিডর
- ■ সেখানে দাঁড়ানোও নিষিদ্ধ, অথচ বসছে মদের আসর
- ■ ফেলে রাখা সেই ভাঙা বোতলের কাচ পায়ে ঢুকে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুও ঘটছে

এখন অনেকেরই পছন্দ খড়িয়ার বন্দর এবং টিয়াবনের জঙ্গল। একদিকের জঙ্গল থেকে অন্যদিকের জঙ্গলে হাতি চলাচল করে। ফলে সেখানে মদের বোতল ফেলে রাখলে বন্যপ্রাণীদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়। তারপর সেই কাচ পায়ে ফুটে হাতিদের প্রাণহানি ঘটছে।

২০১৫ সালের পর মূর্তি নদীতট এবং সংলগ্ন পিকনিকস্পটে পিকনিক বন্ধ করা হয়েছে। মূর্তির সেতুও বন্ধ যাতায়াতের জন্য। নাথুয়ার জঙ্গলের ঘটনাটির মতো কয়েক বছর আগে মূর্তি এলাকাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। আরেক পরিবেশকর্মী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'লাটাগুড়ি থেকে চালসার মধ্যে একাধিক এলিফ্যান্ট করিডর রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়ানোই নিষিদ্ধ। সেখানে জঙ্গলের করিডরে বসে মানুষ ফুর্তি করার সাহস পায় কী করে?' বন দপ্তরকে এসব রুখতে কঠোর হতে হবে বলে তাঁর দাবি।

এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমরা এলাকায় নজরদারি এবং টহল বাড়াচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে নিয়ে জঙ্গলে এধরনের কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতার জঙ্গলের রাস্তায় বন দপ্তরের কাউন্টার ও নজরদারি ক্যাম্প বসানো আছে। ফলে জঙ্গলের রাস্তায় কারা ঢুকছে বা বেরোচ্ছে, তার হিসেব রাখা যাচ্ছে। কিন্তু খড়িয়ার বন্দর এবং টিয়াবনের জঙ্গলের ওপর জলপাইগুড়ি বন বিভাগের কোনও নজরদারি নেই। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কয়েকজন প্রায় প্রতিদিন সেখানে মদের আসর বসাচ্ছে। যত্রতত্র ফেলে রাখছে মদের বোতল এবং প্লাস্টিকের জিনিস। এতে পরিবেশ দূষণও ঘটছে।

লালপুল থেকে সূর্যাস্ত। রবিবার লাটাগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

সৌন্দর্যায়নে উদ্যোগ প্রশাসনের

লালপুলে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্তের ছবি ক্যামেরাবন্দির আনন্দ কিংবা জঙ্গল থেকে বেরোনো একপাল হাতির নেওড়া নদী পারাপারের দৃশ্য দেখতে প্রায় প্রতিদিন লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া লালপুলে পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন। তাই প্রশাসনের তরফে লালপুল ও সংলগ্ন এলাকাগুলিকে সাজিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে এলাকাটিকে কীভাবে পর্যটন সহায়ক করা যায় সেই চিন্তাভাবনা চলছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বলেন, 'ওই এলাকাটির রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামোর উন্নয়ন করলে পর্যটকদের কাছে জায়গাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সেবিষয়ে কাজ করার চেষ্টা চলছে।'

গরুমারার অপরূপ জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখার জন্য সারাবছর হাজার হাজার পর্যটক লাটাগুড়িতে ভিড় জমান। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী দেখার পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া লালপুল। নিউ মাল থেকে চ্যাংরাবান্ধাগামী রেলপথের মাঝে নেওড়া নদীতে এই লালপুল অবস্থিত। পুলের একপাশে লাটাগুড়ির জঙ্গল। সেখানে দাঁড়িয়ে খরস্রোতা নেওড়ার পাশে ময়ূরের নাচ অথবা একপাল হাতির নদী পার হওয়ার দৃশ্য অনায়াসে পর্যটকরা চাক্ষুষ করতে পারবেন। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'লালপুল সংলগ্ন ওই স্থানটি অফুরন্ত সৌন্দর্যে ভরপুর। অনেক পর্যটক সেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন।' লাটাগুড়ি নেওড়া মোড় হয়ে বড়দিঘি যাওয়ার পথে নেওড়া চা বাগান হয়ে কিছুটা পথ পেরোলেই পর্যটকরা এই অপরূপ সুন্দর স্থানে পৌঁছে যাবেন। পথে সবুজ চা বাগান, সঙ্গে গোলমরিচের লতানো গাছ পর্যটকদের বাড়তি পাওনা। পাশাপাশি রয়েছে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য। এই এলাকাটি ক্রমে জনপ্রিয় হওয়ায় অনেক টোটোচালক সামান্য অর্থের বিনিময়ে পর্যটকদের লালপুলে নিয়ে আসছেন। এতে তাঁরা আয়ের এক নতুন দিশার খোঁজ পেয়েছেন। কলকাতার পর্যটক সুধীর সরকার, দেবস্মিতা দে'রা জানান, নেওড়া নদীতে পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্তের যে রূপ তাঁরা দেখলেন, তা তাঁদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আগুন ঠেকাতে বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৭ অক্টোবর : রবিবার গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আওতায় থাকা বিভিন্ন বনবাংলোর কর্মী ও বনকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করল দমকল বিভাগ। সোমবার পর্যন্ত চলবে এই শিবির। গরুমারার কালীপুর, রামশাই, ধূপঝোরা, লাটাগুড়ি, মূর্তি, পানঝোরা এলাকাতে বহু পুরোনো কাঠের বাংলো রয়েছে। যদিও সেগুলো পর্যটকদের জন্য এখনও খুলে দেওয়া হয়নি। বন দপ্তরের তরফে দ্রুত ওইসব বাংলো খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোনও বাংলোতে হঠাৎ আগুন লাগলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দমকলকর্মী আসার আগেই বনকর্মী ও বাংলোর কর্মীরা কীভাবে ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন মূর্তি টেন্টে মালবাজার ও বীরপাড়া অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের তরফে হাতেকলমে যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাল অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের ওসি বিচিত্র তরফদারের কথায়, 'কোনও বাংলোতে আগুন লাগলে কী করে তার প্রাথমিক মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয়েই হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।'

মাসকয়েক আগে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলো। আগামীতে সেরকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এড়াতে কর্মীদের প্রশিক্ষণ জরুরি। আগুন লাগলে বাংলোর ভেতরে থাকা পর্যটকদের কীভাবে নিরাপদে বের করতে হবে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগলে তা নেভানোর উপায় ইত্যাদি বিষয়ও শেখানো হয়। কোথায়, কী ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে সেটাও এদিন দেখানো হয়। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'বাংলোগুলি খুলে দেওয়ার আগে এই সমস্ত প্রশিক্ষণ সহ অগ্নিনির্বাপণের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মূলত অগ্নিনির্বাপণের বিষয়ে বাংলোর কর্মী ও বনকর্মীদের ধারণা দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ।' এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গরুমারার এডিএফও নিমা শেরপা, বীরপাড়া অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের ওসি কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ও সুদীপ দে সহ অন্যরা।

আজ টিভিতে

প্রাইমাল সারভাইভাল : এসকেপ দ্য অ্যামাজন
রাত ১০টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ সোহাগ চাঁদ, ১০.৩০ ফেরারি মন, রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.১০ পাগলু, সন্ধ্যা ৭.৩৫ হাঙ্গামা, রাত ১০.৫০ সংগ্রাম

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধ্যা ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ দান প্রতিদান, দুপুর ২.৫০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.৩০ জোয়ারভাটা, রাত ৮.০০ দাদার কীর্তি, রাত ১১.০৫ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাখে হরি মারে কে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেমসাহেব

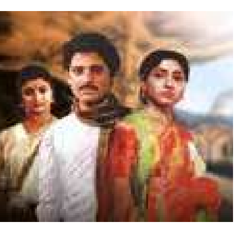

দাদার কীর্তি রাত ৮টায়
জি বাংলা সিনেমায়

ব্যাটম্যান বিগিনস দুপুর ১টায়
সোনি পিক্সে

বরেলি কি বরফি সন্ধ্যা ৭.০৯ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

শিলতোর্ষার পাড়ে সম্প্রীতির নজির

ঢাক বাজান, চাঁদা তোলেন মকসেদুলরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : কালীপুজো করার আগ্রহটা বেশি মহাবুল আলম, সাদ্দাম মিয়াঁদেরই। পুজোয় ঢাক বাজাতে দেখা যায় মকসেদুল আলমকে। আবার কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা, পুজোয় রাত জেগে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়া, অনুষ্ঠান পরিচালনা, চাঁদা দেওয়া, চাঁদা সংগ্রহ করা থেকে বিসর্জনের ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকায় থাকেন মাফি মিয়াঁ, জাহাঙ্গির হোসেনদের মতো স্থানীয়রা। দীপাবলিতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়ি ঘাটপাড় এলাকা এমনই এক সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত বহন করে।

এই ক্লাব চত্বরে সম্প্রীতির কালীপুজো। -সংবাদচিত্র

শিলতোর্ষা নদীর পাড়ে এই পুজো শুরুর নেপথ্যে মুসলিমদের ভূমিকাই বেশি। চার দশক আগে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের শিলতোর্ষা নদীর ওপর সেতু ছিল না। তখন শীতকালে অস্থায়ীভাবে কাঠের সেতু তৈরি করা হত। আর বছরের বাকি সময়ে নৌকায় নদী পারাপার করতেন হাজার হাজার মানুষ। তাই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলতোর্ষা-ঘাটপাড়ের বাসিন্দাদের একাংশের পেশা ছিল খেয়া চালানো। আবার কিছু মানুষ নদী থেকে বালি, পাথর তোলার কাজ করতেন। তিন দশক আগে এভাবেই মাঝি ও শ্রমিকদের উদ্যোগে নদীর ধারে তোর্ষা ইউনাইটেড নামে ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মাঝেমধ্যে নৌকোডুবির ঘটনাও ঘটত। তাই নদীতে যাতে কোনও বিপদ না ঘটে সেই প্রার্থনায় এখানে কালীপুজো শুরু করেন মাঝি, শ্রমিকরা।

এই নদী সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এভাবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া কালীপুজো এবার ৩৪ বছরে পড়ল। এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবার যে কমিটি গঠিত হয় তাতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমরাও মূল দায়িত্বে থাকেন।

ঘাটপাড় এলাকায় প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ের। বাকি ৩০ শতাংশ হিন্দু। এখানে মুসলিমদের ইসালে সওয়াব, ইদের অনুষ্ঠানে হিন্দুরা শামিল হন। আবার হিন্দুদের কালীপুজোতেও মুসলিমরাই মূল উদ্যোক্তা। পুজো হয় নদী সংলগ্ন তোর্ষা ইউনাইটেড ক্লাবের সামনেই। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য গোপাল অধিকারী বলেন, 'বছরে দুই ধর্মের দুটি বড় উৎসব হয়। একটি ইসালে সওয়াব, আরেকটি কালীপুজো। আর দুই উৎসবেই সবাই শামিল হই।' মহাবুল আলমের বলেন, 'উৎসবে কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। কালীপুজোর যাবতীয় কাজ মিলেমিশে করা হয়।' রাত জেগে প্রসাদ খাওয়া, আনন্দ করাও হয় বলে মাফি মিয়াঁ, সাদ্দাম মিয়াঁরা জানালেন।

মর্টারের শেল তিস্তার চরে

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : তিস্তায় জল কমতেই শনিবার ফের চর এলাকা থেকে উদ্ধার হল মর্টার শেল। এদিন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াপাড়ার বাসিন্দারা তিস্তার চর এলাকায় মর্টার শেলটি দেখতে পান। এরপর তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশের তরফে খবর সেনার কাছে পৌঁছালে ভারতীয় সেনার একটি দল সেটিকে তিস্তার চর এলাকার ফাঁকা জায়গায় নিষ্ক্রিয় করে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এর আগে তিস্তার বিভিন্ন চর এলাকা থেকে মর্টার শেল উদ্ধার হয়। পরে তা নিষ্ক্রিয় করে সেনারা। পুলিশের অনুমান সেসময়কার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেসে আসা মর্টার শেল ফের উদ্ধার হল।

ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সে ধনতেরাস অফার

নিউজ ব্যুরো

২৭ অক্টোবর : শুভ ধনতেরাস উপলক্ষ্যে আপনাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় অফার নিয়ে এল ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স। এই অফারে গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন সোনার গহনার মজুরির উপর ৫০% পর্যন্ত ছাড় এবং হিরের গহনার মজুরিতে ১০০% ছাড়। এছাড়াও পুরোনো সোনা এক্সচেঞ্জে পেয়ে যাবেন ১% অতিরিক্ত ভ্যালুয়েশন। সার্টিফায়েড জেম স্টোনের উপর ১০% পর্যন্ত ছাড়। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। এই অফার সব শাখাতে আগামী ১ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। শর্তাবলি প্রযোজ্য।

কর্মখালি

Need cook & Room service boy. Darjeeling:- 9641287950. (C/113047)

•

Sister Nivedita D.Ed Training Institute, Urgently required B.Ed : Immediate vacancies for qualified candidates: (1). Principal-1 (2). Asst. Professor-English -1 (3). Asst. Professor-Bengali-1 (4). Asst. Professor-Mathematics-1 (5). Asst. Professor-Geography-1 (6). Asst. Professor-Education (Method), Office : (1). Office Administrator-1 (2). Chief Accounting Officer, Eligibility as per NCTE norms 2014. Interested candidates may apply online. Email : sisterniveditaptti@gmail.com. For further details please contact- Palash Dey (Secretary). Mob : 9732664998, Manik ch. Saha (President) Mob : 8250-307937. (D/S)

ছোট পর্দায় নিশিগঞ্জের মেয়ে মৌসুমি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : ছোট পর্দার অভিনেত্রী হিসাবে নিশিগঞ্জের মেয়ে মৌসুমি বর্মন নজর কাড়ছেন। তবে ছোট পর্দায় তিনি মৌ নামে পরিচিত। স্কুলে পড়ার সময় থেকে তাঁর নাচ ও অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। মৌ এখন জনপ্রিয় বাংলা টিভি সিরিয়ালের পরিচিত মুখ। স্টার জলসায় 'তুমি আশেপাশে থাকলে', 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'রোশনাই', 'রামপ্রসাদ' ইত্যাদি মেগা সিরিয়ালে তিনি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। সান বাংলায় 'বাদল শেষের পাখি', 'মা শীতলা', কালার্স বাংলায় 'সোহাগ চাঁদ', জি বাংলায় 'ফুলকি', 'জগদ্ধাত্রী' এবং আকাশ আটে 'পুলিশ ফাইল' ইত্যাদি ধারাবাহিকে কখনও নার্স, পুলিশ, আবার কখনও বাউলশিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এছাড়া হিন্দি

অভিনেত্রী মৌসুমি বর্মন

থেকে রাজবংশী ছবিতে ডাবিংয়ের কাজ করেছেন। গ্রামের মেয়েটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের দৃশ্য যখন কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রামবাসীর টিভিতে ভেসে ওঠে তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান। মৌসুমি বলেন, 'এই জার্নিটা খুব সহজ ছিল না। এখনও অভিনয়কে পেশা করে নিতে লড়াই করতে হচ্ছে। ছোটবেলায় বাবার মৃত্যুর পর কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারিতে মামার বাড়িতে চলে যেতে হয়। প্রাথমিকের পর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চান্দামারি প্রাণনাথ হাইস্কুলে পড়ি। নবম শ্রেণিতে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। মাধ্যমিকের পর থেকে অভিনয়ের নেশা মাথায় চাপে। কলেজে পড়ার সময় স্থানীয় মিউজিক ভিডিওতে প্রথম ক্যামেরার সামনে আসি। তারপর অনলাইনে অডিশন দিয়ে পরিচালক সৌরভ সাহার নজরে আসা। এরপর থেকে কলকাতায় থেকে অভিনেত্রী হওয়ার লড়াই শুরু হয়।'

মৌসুমি নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলঙ্গীবাড়ির বাসিন্দা। চার বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। এরপর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে কৃষিকাজ করে মৌসুমি ও তাঁর দুই ভাইকে তাঁদের মা মানুষ করতে থাকেন। নলঙ্গীবাড়ির মতো প্রত্যন্ত গ্রামের কেউ টলিউডের অভিনেত্রী হবেন একথা কেউ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। রাজবংশী কন্যার এই সাফল্যে এলাকাবাসী খুশি।

প্রায় দুই বছরের কেরিয়ারে ইতিমধ্যে মৌ টলিউডের অর্পণ সরকার পরিচালিত ফিচারফিল্ম 'গিরগিটি'তে কাজ করেছেন। টালিগঞ্জের নামী অভিনেতা, অভিনেত্রীদের কাছে অভিনয় শিক্ষার কর্মশালায় নিয়মিত অংশ নেন। মডেলিংয়ের কাজও করছেন। কলকাতায় তিনটি থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগও তাঁর হয়েছে। কিন্তু মৌসুমির আক্ষেপ, 'উত্তরবঙ্গে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নেই। তাই কলকাতায় কোচবিহারের গ্রামের মেয়ের অভিনেত্রী হওয়ার লড়াই চালাতে হচ্ছে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে বেশ উৎকণ্ঠা। বৃষ : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় সাংসারিক ঝামেলা মিটবে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় বহুমূল্য জিনিস পেতে পারেন। মিথুন : সামান্য অলসতার কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভেবে নিন। কর্কট : নিজের দোষেই আজ ব্যবসায়িক সমস্যা হবে। ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতভেদ। সিংহ : ভুল করলে স্বীকার করে নিন। রাজনীতি থেকে সমস্যা বাড়বে। কন্যা : আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ ঠকাতে পারে। পেটের সমস্যায় জেরবার হবেন। তুলা : বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প আজ চালু করলে সাফল্য পাবেন। খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ধনু : কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় কাবু হবেন। প্রত্যেককে খুশি করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। মকর : অফিস পরিবর্তন করার সুযোগ আসবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য। কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি যেতে পারে। মীন : প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে যাবেন না। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ কার্তিক, ১৪৩১, ভাঃ ৬ কার্তিক, ২৮ অক্টোবর, ২০২৪, ১১ কাতি, সংবৎ ১১ কার্তিক বদি, ২৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। সোমবার, একাদশী দিবা ৯।৮। পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৪। ব্রহ্মযোগ দিবা ৯।৫২। বালবকরণ দিবা ৯।৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।২৪ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১২।০ গতে কন্যারাশি মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৯।৮ গতে একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।২৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, দিবা ৯।৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।৮ গতে ৮।৩৩ মধ্যে ও ২।১০ গতে ও ৩।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৬ গতে ১১।২১ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ৯।৮ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।২৪ গতে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম-দীক্ষা, বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ। (অতিরিক্ত বিবাহ- রাত্রি ৬।৫ গতে ৮।৩ মধ্যে বৃষলগ্নে পুনঃরাত্রি ১১।২১ গতে শেষরাত্রি ৪।৫৩ মধ্যে কর্কট সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (রমা)। গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে অদ্য একাদশীর উপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫৯ গতে রাত্রি ৬।৩৫ মধ্যে গোবৎস্যদ্বাদশীব্রত। সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের প্রয়াণ দিবস ও ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিঝুম রাতে।। সুন্দরবনের জঙ্গলে হাওড়ার শুভাঞ্জন দাসের ক্যামেরায়।

পূর্ণিয়া মোড় থেকে ‘লাইন কন্ট্রোল’

গবাদিপশু পাচারের করিডর ডালখোলা

অরুণ ঝা

ডালখোলা, ২৭ অক্টোবর : ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডালখোলা এলাকা থেকে ফের গবাদিপশু পাচারের অভিযোগ উঠছে। এই এলাকাটি রীতিমতো করিডরে পরিণত হয়েছে। গোটা ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গবাদিপশু পাচারের কারবার কাদের দখলে থাকবে, তা নিয়ে একাধিক ‘গ্যাং’-এর মধ্যে সংঘাত তৈরি হয়েছে।

২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গবাদিপশু নিয়ে পূর্ণিয়া মোড় এলাকায় আসছে লরি। সেখান থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলিতে চলে যাচ্ছে। পূর্ণিয়া মোড় থেকে ‘লাইন কন্ট্রোল’ করছে বাংলার পাচারকারীরা।

ডালখোলা ফের গবাদিপশু পাচারের করিডরে পরিণত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার। তিনি বলেছেন, ‘একসময় এই রুটে গবাদিপশু পাচার চরমে ছিল। কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়। কিন্তু নতুন করে পাচারকারীদের সক্রিয়তা চিন্তার বিষয়। পুলিশকর্তাদের পদক্ষেপ করার জন্য বলব।’ ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

এই কারবারে যুক্ত একাংশের

বড় ডিল

- রোজ ১০-১২টি গবাদিপশুবোঝাই লরি ডালখোলা দিয়ে যাতায়াত করছে
- বিহারের ফারুক নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে আসছে
- সে পূর্ণিয়া ও বাইসি থেকে সম্পূর্ণ কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে
- ডালখোলায় পূর্ণিয়া মোড় থেকে ‘লাইন কন্ট্রোল’ করছে টন্নু নামে এক ব্যক্তি
- নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে টন্নু এবং ফারুক কারবার বাড়াতে বড় ডিল করবে

সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রোজ ১০ থেকে ১২টি গবাদিপশুবোঝাই লরি ডালখোলা দিয়ে যাতায়াত করছে। মূলত সন্ধ্যার পর লরিগুলি দেখা যাচ্ছে রাস্তায়।

বিহারের ফারুক নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে আসছে। সে পূর্ণিয়া ও বাইসি থেকে সম্পূর্ণ কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে খবর। ডালখোলায় পূর্ণিয়া মোড় থেকে ‘লাইন কন্ট্রোলে’ নাম উঠে আসছে টন্নু নামে এক ব্যক্তির। এমনকি বহরমপুরের পণ্ডিত বলেও একজনের নাম শোনা যাচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে টন্নু এবং ফারুক কারবার বাড়াতে বড় ধরনের ডিল (চুক্তি) করতে চলেছে।

কারবারে যুক্ত এক হ্যান্ডলারের বক্তব্য, ‘এক-একটি গাড়িতে সাত থেকে ১০ লক্ষ টাকার গবাদিপশু পাচার হচ্ছে। গাড়ি প্রতি ২৫ হাজার টাকা বখরার নামে আলাদা করে রাখা হয়।’ যদিও এই বখরা কাদের কাছে পৌঁছায়, তা নিয়ে হ্যান্ডলার মুখ খুলতে চায়নি।

প্রশ্ন উঠছে, পুলিশের নজর এড়িয়ে জাতীয় সড়কে এত মসৃণভাবে গবাদিপশু পাচার কী করে সম্ভব? পুলিশ সুপার বলেন, ‘কে আর কারা এই কারবারে যুক্ত তা গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দেখব। নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়া হবে।’

বনাঞ্চল ঘেঁষে ক্র্যাশারের দাপট

নকশালবাড়ির টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল ঘেঁষে বসেছে ক্র্যাশার। -সংবাদচিত্র

নকশালবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘেঁষে বসানো হয়েছে ক্র্যাশার। এর ফলে একাধারে শব্দ দূষণ হচ্ছে, অপরদিকে বিপাকে বন্যপ্রাণীরা। জঙ্গল ছেড়ে জনবহুল এলাকায় ঢুকে পড়ছে হাতি। সম্প্রতি নকশালবাড়ির টুকরিয়াঝাড় ও কলাবাড়ি বনাঞ্চল লাগোয়া জনবসতিতে বাঁদর এবং হাতির আনাগোনা বেড়েছে। দ্রুত ক্র্যাশার বন্ধ করার দাবি তুলেছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন। জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ক্র্যাশার বন্ধ করতে পদক্ষেপ করা হবে আশ্বাস দিয়েছে কার্সিয়াং বন বিভাগ।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে ওই ক্র্যাশারগুলি বসানো হয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে শিলিগুড়ি মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক টিনা ডুকপাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ। কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেছেন, ‘জঙ্গল ঘেঁষে কীভাবে ক্র্যাশার ইউনিট গড়ে উঠেছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।’

টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের পাশে ঢাকনা মৌজা এবং কলাবাড়ি বনাঞ্চলের পাশে রকমজোতে দিনরাত চলছে ক্র্যাশার। এর ফলে পানিট্যাঙ্কি, নকশালবাড়ি, রকমজোতে দিনদুপুরে হাতি বেরিয়ে আসছে। সমস্যায় পড়ছেন সেখানকার বাসিন্দারা। নকশালবাড়ির কোয়ার্টার মোড় সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের পেছনে জঙ্গল ঘেঁষে চালু রয়েছে একটি ক্র্যাশার। নদীঘাট থেকে পাথর এনে ফেলে রাখা হয়েছে সেখানে। সেগুলি বেলা গড়াতেই ডাম্পারে করে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে দূষণের ফলে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে হাতি। টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের পাশেই বাড়ি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কর্ণধার সিকে ছেত্রীর। তিনি বলেন, ‘ক্র্যাশার বন্ধ করার জন্য আমরা একাধিকবার ভূমি দপ্তর, জেলা শাসকের কাছে চিঠি দিয়েছি।

সমস্যা বন্যপ্রাণীদের

“ক্র্যাশার বন্ধ করার জন্য আমরা একাধিকবার ভূমি দপ্তর, জেলা শাসকের কাছে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এই ধরনের মেশিন বসার ফলে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের মুখে। হরিণ, বাঁদর, হাতি, বাইসন জঙ্গলে থাকতে পারছে না। গুটিকয়েক আধিকারিক ও নেতার যোগসাজশে এসব চলছে।

সিকে ছেত্রী *কর্ণধার, ঐরাবত*

কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এই ধরনের মেশিন বসার ফলে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের মুখে। হরিণ, বাঁদর, হাতি, বাইসন জঙ্গলে থাকতে পারছে না। গুটিকয়েক আধিকারিক ও নেতার যোগসাজশে এসব চলছে।’

কীটনাশক পান স্বামীর

ময়নাগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : মহিলার সঙ্গে এলাকার এক তরুণের সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চর্চা ছিল। ঘটনাটির মীমাংসা করতে একাধিকবার সালিশি সভাও বসে। তা সত্ত্বেও ওই তরুণ নিয়মিতভাবে ওই বধূকে উত্ত্যক্ত করত বলে অভিযোগ। এমনকি, ওই তরুণের পরিবারের তরফে ওই বধূর পরিবারকে বেশ কয়েকবার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। ঘটনার জেরে ওই মহিলার স্বামী মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কীটনাশক খান বলে অভিযোগ। শনিবার তিনি জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে মারা যান। ওই মহিলা রবিবার ওই তরুণ ও তার পরিবারের তিন সদস্যের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ পরে মূল অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে বলে ওই তরুণের দাবি। ময়নাগুড়ি থানার আমগুড়ি এলাকার এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বললেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’ ঘটনার তদন্ত চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন। ওই বধূ ও তরুণ পড়শি। এই সূত্রেই দুই পরিবারে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে পড়শিদের দাবি। ধৃত তরুণ ও তার পরিবারের সদস্যদের কড়া শাস্তির দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা সরব হয়েছেন।

কালীপুজোয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সীমান্তে

খড়িবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : কালীপুজোয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি তুলে ধরবে প্রসাদুজোত প্রিন্স ক্লাব। সীমান্তের প্রসাদুজোত, রামধনজোত ও মদনজোত গ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবার পুজো অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এই প্রয়াস শুরু করে দিয়েছে প্রিন্স ক্লাব। এবার তাদের পুজো ৫৪তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে।

পুজো কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্র বর্মন জানালেন, বাগডোগরার শিল্পী তপন পাল এবং পানিট্যাঙ্কির সুধী বর্মনের ভাবনায় রাজস্থানের এক মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। প্রতিমাশিল্পী বাতাসির শ্যামল পাল।

ক্লাবের সভাপতি দুলাল রায় বলেন, ‘পানিট্যাঙ্কির তরুণসমাজ ক্রমশ মাদকের নেশায় বুঁদ হয়ে হচ্ছে। তাই এলাকার মানুষকে

প্রসাদুজোত প্রিন্স ক্লাবের মণ্ডপ নির্মাণ। -সংবাদচিত্র

সচেতন করতে ‘ড্রাগের নেশা সর্বনাশা’ শীর্ষক একটি নাটক পরিবেশিত হবে ২ নভেম্বর।

অন্যদিকে, নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন জগৎবন্ধু ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো এবার ৩১তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। তাদের এবারের থিম ‘মাতৃঋণ’। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তানকে বড় করে তোলার পর্যায়ে এবং তারপরে একজন মাকে কীভাবে অবহেলিত হতে হয় তা ফুটিয়ে তোলা হবে মণ্ডপসজ্জায়।

বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে মণ্ডপ সাজাচ্ছেন শিল্পী গোপাল সূত্রধর। থাকবে অভিনব আলোকসজ্জা। ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কজুড়ে থাকবে ১২টি তোরণ। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ রায় জানান, পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে।

পর্যটনমন্ত্রকের নির্দেশিকা উড়িয়ে ট্রেকিং

সস্তার প্রলোভনে পা বাড়ানোই কাল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ২০১৬-র ফেব্রুয়ারিতে সিংলায় ট্রেকিং অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে যোগ দিয়ে প্রাণ খুইয়েছিল ১৫ বছরের এক ছাত্র।

’১৭-র এপ্রিলে সান্দাকফু-ফালুটে ট্রেক করতে গিয়ে আমেরিকার ৬৭ বছরের গ্লেন বার্নার্ড কনওয়ে প্রাণ হারান।

’২৩-এর মে মাসে দার্জিলিংয়ে ট্রেক করার সময় পড়ে গিয়ে মারা যান কালিয়াগঞ্জের তন্ময় কুণ্ডু।

’২৪-এর মে মাসে দার্জিলিংয়ের সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক থেকে এক মহিলা সহ দুজনের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁরাও ট্রেকিং করতে গিয়েছিলেন।

তালিকাটা লম্বা। ফি বছর পাহাড়ে ট্রেক করতে গিয়ে মৃত্যু হচ্ছে বেশ কয়েকজন পর্যটকের। গত শুক্রবার ভোররাতে প্রাণ হারান উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা বিপ্লব বাগচী। ট্রেক শেষ করার পর শ্বাসজনিত সমস্যা শুরু হয় তাঁর। চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। যথারীতি এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হইচই শুরু হয়েছে। কয়েকদিন চলবেও। তারপর সমস্ত কিছু পাহাড়-চাপা পড়ে যাবে অতীতের মতো।

বারবার এমন ঘটনা ঘটছে কেন? অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সংক্রান্ত পর্যটনমন্ত্রকের নির্দেশিকা উপেক্ষা করে সস্তার প্রলোভনে পা বাড়ানোই ‘কাল’ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পর্যটকদের জন্যে। উত্তরের পর্যটনে ‘মধু’ রয়েছে, এই ধারণা তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্যটন ব্যবসায় ঝোঁক বেড়েছে। বেড়েছে প্রতিযোগিতা। কে কত কম ‘রেট’-এ প্যাকেজ ট্যুর দিতে পারে, তা নিয়ে চলছে লড়াই।

প্রশাসনের নজরদারির অভাবে বর্তমানে সমাজমাধ্যমে প্রচারের মধ্য দিয়ে চলছে পর্যটন ব্যবসা। আক্ষেপের বিষয়, সেখানে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে সরকারি বিধিনিষেধ উপেক্ষিত থাকছে। ফলাফল, পর্যটকদের প্রাণহানি।

সমস্যা যেখানে

- ফি বছর পাহাড়ে ট্রেক করতে গিয়ে মৃত্যু হচ্ছে বেশ কয়েকজন পর্যটকের
- ট্রেকিং শুরুর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ একাধিক নির্দেশ রয়েছে পর্যটনমন্ত্রকের
- সেগুলি মানছে না সিকিম, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য
- কম ‘রেট’-এর প্রলোভন দেখিয়ে পর্যটকদের পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ট্রেকিং শুরুর আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, ট্রেকিংয়ের সময় ছোট ধরনের অক্সিজেন সিলিন্ডার সঙ্গে রাখা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সহ একাধিক নির্দেশিকা রয়েছে পর্যটনমন্ত্রকের। সেটি যে কোনও ক্ষেত্রেই মেনে চলা হয় না, তা স্পষ্ট হয়েছে বিপ্লব যে সংস্থার মাধ্যমে সিকিমে ট্রেক করতে গিয়েছিলেন তাদের বক্তব্যে। ওই সংস্থার পক্ষে ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি, ‘ট্রেকিং শুরুর আগে আমাদের তরফে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়নি। তবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেলফ ডেক্ল্যারেশন নেওয়া হয়েছিল।’ অক্সিজেন সিলিন্ডার যে ছিল না, তা-ও স্বীকার করেছেন তিনি।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, ট্রেকিংয়ে সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চললে প্রতিযোগিতার বাজারে পর্যটক পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। ধ্রুবজ্যোতি বলছেন, ‘রুট অনুযায়ী রেট নির্ধারিত হয়। ধোত্রের মতো রুটের ক্ষেত্রে সাত-আট হাজার টাকা এবং সান্দাকফু-ফালুটের ক্ষেত্রে ১২ হাজার টাকা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনার ভিত্তিতে কমবেশি হয়।’

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, কেন্দ্রের তরফে ট্রেকিং সহ সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে যে নির্দেশিকা দেওয়া আছে, সেগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায়নি সিকিম, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি। এ রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কমিটিতে রয়েছেন রাজ বসু। তিনি বলছেন, ‘কেন্দ্র নীতি তৈরি করলেও পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। রেসকিউ টিম পর্যন্ত নেই। সবচেয়ে বড় কথা, পর্যটনমন্ত্রকের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও, তা না নিয়ে অনেকে পর্যটকদের ট্রেকিংয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।’

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তীর কথায়, ‘সচেতনতা বৃদ্ধি না করা গেলে বিপদ আটকানো সম্ভব নয়।’

খেতের কাজ শেষে বাড়ির পথে দম্পতি। ইসলামপুর বাইপাসে রবিবার বিকেলে রাজু দাসের তোলা ছবি।

দুর্ঘটনা রুখতে ডিভাইডার সংস্কার

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : জাতীয় সড়কে ডিভাইডার ভেঙে রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল চোপড়ার বিভিন্ন এলাকায়। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়েছিল। এরপর পুলিশের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়। শেষমেশ ডিভাইডারগুলি মেরামত করতে উদ্যোগ নিয়েছে সড়ক কর্তৃপক্ষ। রবিবার দলুয়ায় কাজ শুরু করেছেন আধিকারিকরা।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, ‘পুলিশের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের শর্টকাট রাস্তা বন্ধ করার ব্যাপারে জানানো হয়। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতকেও চিঠি দিয়েছিল পুলিশ। তারপরেই এদিন থেকে

চোপড়ার দলুয়ায় ডিভাইডার মেরামত চলছে। রবিবার।

কাজ শুরু করেছে সড়ক কর্তৃপক্ষ।’

দলুয়ার বাসিন্দা মহম্মদ রফিক বলেন, ‘জাতীয় সড়কের দু’পাশে গ্রাম রয়েছে। প্রচুর মানুষের বসবাস। দু’পাশেই স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ রয়েছে। ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। সে কারণে হয়তো কেউ এধরনের শর্টকার্ট রাস্তা করেছিল।’ তিনি আরও বলেন, ‘জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হবে যাতে পারাপারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।’

“পুলিশের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের শর্টকাট রাস্তা বন্ধ করার ব্যাপারে জানানো হয়। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতকেও চিঠি দিয়েছিল পুলিশ। তারপরেই এদিন থেকে কাজ শুরু করেছে সড়ক কর্তৃপক্ষ।

জিয়ারুল রহমান *প্রধান, চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত*

এবছর দুর্গাপুজোর সময় দলুয়ায় ডিভাইডারের কাছে দুর্ঘটনায় এক কিশোরীর মৃত্যু হয়। এর আগেও ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। চোপড়া থানার ট্রাফিক অফিসার অনির্বাণ ঘোষ বলেন, ‘চোপড়া থানা এলাকায় এ ধরনের ২০টি শর্টকাট রাস্তা রয়েছে। শর্টকাটগুলি বন্ধ করতে এদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে।’ সকলেই চাইছেন পথ দুর্ঘটনা যাতে আর না ঘটে।

টুকরো খবর

নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : কালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি আটকাতে তৎপর হল চোপড়া থানার পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় চোপড়া থানার কাঁচাকালী এলাকায় একাধিক দোকানে হানা দিয়ে কয়েক প্যাকেট নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কোথাও নিষিদ্ধ বাজি মজুত করা হলে দোকান মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও এদিনের অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : রবিবার ‘রেইনবো আর্ট অফ লাইফ সোসাইটি’র তরফে রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি গ্রিন পার্ক আবাসিক সমিতি প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি হয়েছে। শিবিরে ১৪৭ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে ১২৬ জন অংশ নেয়।

চা বাগানে বস্ত্র বিলি

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বাগডোগরা সংলগ্ন মুনি চা বাগানে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল রবিবার। স্টুডেন্ট হেলথ হোম এবং ওয়েস্টবেঙ্গল অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। প্রায় ৫০০ জনকে জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে।

হোমে ভবঘুরে

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মেডিকেল মোড়ে এক ভবঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণাভ রায় বিষয়টি লক্ষ করেন। এরপর তিনি দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সহযোগিতা চান। ফোরামের তরফে সেই ভবঘুরেকে উদ্ধার করে প্রশাসনের সহযোগিতায় ঘোষপুকুরের একটি হোমে রাখা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উত্তরের দিশারির তরফে রবিবার শিলিগুড়িতে বৃক্ষরোপণ এবং পথচলতিদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হল। এদিন সকালে চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চারা লাগানো হয়। পাশাপাশি গাছ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়। দুপুরে শহরের কাছারি রোডে প্রায় ৩৩০ জনের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন সংগঠনের সদস্যরা।

অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : আগামী ১৫-১৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্তরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ৩০ জন গবেষককে পুরস্কৃত করা হবে। সেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিনিধি সহ বিজ্ঞানী, গবেষকরা উপস্থিত থাকবেন। রবিবার ‘ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল উত্তরবঙ্গ প্রান্ত’-এর তরফে ‘ভিভিবা-২০২৪ বিকশিত ভারত’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি অনুষ্ঠান করা হয় বিদ্যাসাগর কলেজ অফ এডুকেশনের সেমিনার হলে। সেখানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক ধনীরাম টোটো।

পুজোর আয়োজনে বেড়েছে মহিলাদের অংশগ্রহণ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : কয়েকদিন আগে দুপুরে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডে কালীপুজোর চাঁদা তুলতে দেখা যায় কয়েকজন তরুণীকে। তাঁদের মধ্যে একজন সুস্মিতা বর্মন জানালেন, প্রতিবারের মতো এবছর ফুলবাড়ি লক্ষ্মীজোতের রাধাগোবিন্দ মন্দির কালীপুজো কমিটির তরফে তাঁরা পুজোর আয়োজন করছেন।

একইভাবে গত কয়েকদিন কালীপুজোর চাঁদা তুলতে বেরোচ্ছেন বকড়াভিটা পুজো কমিটি মহিলাবৃন্দের সদস্যরা। শহরতলির বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে এমন চিত্র। কিন্তু কেন মহিলারাই চাঁদা তুলছেন? লক্ষ্মীজোতের দলটিতে থাকা পম্পা বর্মন বললেন, ‘পুরুষরা প্রায় সকলে কাজে ব্যস্ত। তাই সময়মতো চাঁদা তুলতে বেরোতে পারছেন না তাঁরা।’

ফুলবাড়ির একটি পুজো কমিটির সদস্য অপর্ণা হালদার বলছিলেন, ‘আগে আমাদের পুজোয় পাড়ার তরুণরা প্রধান ভূমিকায় থাকত। কিন্তু বর্তমানে কাজের চাপে অনেকে রাত ন’টা-দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারে না। তুলনায় আমরা মহিলারা অনেকটা অবসর সময় পাই।’ এই অবসর সময়টাই পুজোর কাজে ব্যবহার করছেন সোমা দেবনাথ, শ্যামলী বর্মন, মধুমিতা পাল, শেফালি বর্মনের মতো

সময়ের অভাব পুরুষদের

ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডে চাঁদা তুলছেন মহিলারা। -সংবাদচিত্র

তরুণীরা। শান্তিনগর, বাড়িভাসা, সাউথ কলোনি, ফুলবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজোতে মহিলারাই এগিয়ে আসছেন।

চাঁদা তোলা, পুজোর বাজার করার দায়িত্ব শ্যামলীর ওপর। এভাবে পুজো কমিটিতে অংশ নিতে পেরে ভালোই লাগছে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশে দাঁড়ানো এক তরুণকে দেখিয়ে তিনি বলেন, ‘শুধু আমরা নয়, ওরাও (পুরুষরা) আছে আমাদের সঙ্গে। আমরা এতে নতুন। পাড়ায় গত বছরগুলিতে কে কত চাঁদা দিয়েছে, এবারে কত দিতে পারে সেটার ধারণা ওদের ভালো রয়েছে।’

পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন রঞ্জিত বর্মন। তাঁর ব্যাখ্যা, ‘এলাকায় প্রচুর নতুন লোকজন এসেছেন। আমরা পুরুষরা দিনের বেশিরভাগ সময়টা বাড়ির বাইরে থাকি। সেই কারণে মহিলারা পুজোর দায়িত্বে থাকলে সুবিধা হবে।’

সাউথ কলোনির বাসিন্দা সন্দীপ মণ্ডলের বক্তব্য, ‘আগে পাড়ার পুরুষরা পুজো বা যে কোনও অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ তরুণের মধ্যে সেই আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না।’ এই সমস্ত কারণে বর্তমানে বিভিন্ন পুজো কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে বলে মনে করছেন অনেকে।

কেন্দ্রীয় হাসপাতাল গড়তে জমির খোঁজ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : এইমসের ধাঁচে ফের উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল গড়ে তোলার চেষ্টা। ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে এই ইস্যুতে সক্রিয় বিজেপি। রায়গঞ্জের পানিশালিতে জমি না পাওয়া গেলে বা রাজ্য সরকার যদি সহযোগিতা না করে, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের জমি ব্যবহারের পথে হাঁটতে পারে কেন্দ্রের শাসকদল। এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার কাছে দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপির বঙ্গ ব্রিগেডের নেতারা। এদিকে, সূত্রের খবর, নাড্ডা জমি চিহ্নিত করার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছেন ইতিমধ্যে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, 'উত্তরবঙ্গে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হবে।' যদিও এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

ভোট এলে উত্তরের হাওয়ায় ভাসতে শুরু করে এইমসের ধাঁচে হাসপাতালের ইস্যু। তবে তার প্রভাব ভোটের বাক্সে কতটা পড়ে, সে নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। দেড় দশক পেরিয়ে এইমসকে নতুন করে হাতিয়ার করতে চাইছে রাজ্যের পদ্ম নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করতে গেলে এইমসের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যে গেমচেঞ্জারের ভূমিকা নিতে পারে, সে কথা কেন্দ্রীয় নেতাদের বোঝাচ্ছেন বাংলার নেতারা।

লক্ষ্য বিধানসভা

- কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সুকান্তর নেতৃত্বে বঙ্গ বিজেপির প্রতিনিধিদের
- সূত্রের খবর, জমি দেখার নির্দেশ দিয়েছেন নাড্ডা
- পানিশালিতে জমি না পেলে বা রাজ্য সাহায্য না করলে, কেন্দ্রের জমি ব্যবহারের ভাবনা
- রাজ্য বিজেপির সভাপতির দাবি, এব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বঙ্গ বিজেপির একটি দল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করে। তাঁর সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন। ওই সময় নাড্ডা জমি দেখার নির্দেশ দেন। দু'বছর আগে শিলিগুড়ি সফরে এসেও এইমস তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে এখনও সেই সংক্রান্ত কাজ শুরু হয়নি। জমিজট থেকেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইন। একটি রাজ্যে একের বেশি এইমস সম্ভব নয় আইনত। যেহেতু কল্যাণীতে একটি রয়েছে, ফলে উত্তরবঙ্গে আরও একটি তেমন হাসপাতাল গড়ে তোলা যায় না। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আইন সংশোধন করা যেতে পারে। তাছাড়া এইমসের পরিবর্তে সেই ধাঁচে অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ার ক্ষেত্রে আইনি বাধা থাকে না।

২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গে এইমস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন রায়গঞ্জের তৎকালীন সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। সেসময়কার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোলাম নবি আজাদ সবুজ সংকেত দেওয়ায় পানিশালিতে জমিও চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু দু'বছরের মাথায় রাজ্যের মসনদে পরিবর্তনের পর রায়গঞ্জ থেকে এইমস চলে যায় কল্যাণীতে। যা নিয়ে কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপি আন্দোলনের রাস্তায় নামে।

এরপর থেকে প্রতিটি ভোটে বিরোধী দলগুলি এইমস-কে ইস্যু করে তোলে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। দলের তরফে তাই ফের চেষ্টা শুরু হল। '২৬-এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার সেব্যাপারে এবার কোনও পদক্ষেপ করে কি না, সেদিকে তাকিয়ে সব পক্ষ।

চরণাজোতের শিক্ষাকেন্দ্রে মাদকের আসর

মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি, ২৭ অক্টোবর : দিনদুপুরে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে বসছে মাদকের আসর। খড়িবাড়ি ব্লকের চরণাজোত শিশুশিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে মাদকাসক্তদের মুক্তাঞ্চল। এর প্রভাব শিশুদের ওপর পড়ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

পানিট্যাঙ্কি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি। চরণাজোত শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি ২০০০ সালে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রে বর্তমানে ৬৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্কুল থেকে প্রতিদিন মিড-ডে মিলের সামগ্রী চুরি হচ্ছে। পাশাপাশি জঙ্গল থেকে হাতি এসে ওই স্কুলে হানা দিচ্ছে। দিনরাত মাদকের আসর বসছে। যা নিয়ে অতিষ্ঠ স্কুলের শিক্ষিকা থেকে এলাকার পড়ুয়ারা। স্থানীয় পঙ্কজ দোরজির অভিযোগ, 'পুলিশের কোনও নজরদারি নেই এই এলাকায়। তাই দিনরাত এই স্কুলে বসে চলছে মদ, ড্রাগের আসর। সবকিছু জেনেও পুলিশ চুপ।'

স্থানীয়রা জানান, স্কুলের মিড-ডে মিল শেডে প্রতিদিন মাদকাসক্তরা এসে আড্ডা দেয়। স্কুল বন্ধ হলে অসামাজিক কাজকর্ম বেড়ে যায় এই এলাকায়।

স্কুলের পুরোনো ভবনটির জরাজীর্ণ দশা। স্কুলের টিনগুলিতে মরচে ধরে একেবারে লালচে হয়ে গিয়েছে। বারান্দায় ভেঙে পড়েছে টিনের কাঠে আটকানো শেড। দু'পাশে দুটি নতুন ভবন রয়েছে। একটি মিড-ডে মিলের জন্য এবং অন্যটি পড়ুয়াদের। অথচ মিড-ডে মিলের কিচেন শেডে দিনদুপুরে মাদকের আসর বসতে দেখা গেল।

স্থানীয় লছমি মুর্মু জানান, আশপাশে আর কোনও স্কুল নেই। ডাঙ্গরভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এই স্কুল থেকে দুই-আড়াই কিলোমিটার দূরে রয়েছে। এলাকার একমাত্র স্কুলের এমন পরিবেশ করে রাখা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, কেউই কোনও ব্যবস্থা নেয় না। স্কুলের শিক্ষিকা বর্ণশ্রী রায় বলেন, 'আমাদের স্কুলে সীমানা প্রাচীর দেওয়ার জন্য একাধিকবার প্রশাসনকে বলেছি। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এর ফলে স্কুলে ড্রাগ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য লেগেই রয়েছে।'

এর আগে পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল বলে তিনি জানান। খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

কাওয়াখালিতে পুলিশের নাকের ডগায় অবৈধ কারবার

নিষিদ্ধ বাজির 'ডিল'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার কালীপুজো ও দীপাবলি উৎসব। হাজার আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করে উঠবে গ্রাম থেকে শহর। পোড়ানো হবে হরেকরকমের বাজি। বাজি থেকে শব্দ ও বায়ু দূষণ রুখতে এসেছে সবুজ বাজি। অন্য জায়গার পাশাপাশি শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতেও বসেছে এর বাজার। বাজি বাজারে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি না হলেও চত্বরের বাইরে তা ক্রেতার কাছে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। যদিও এসবের জন্য সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতি পুলিশ ও প্রশাসনকে দায়ী করেছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। শনিবার রাতেও শিলিগুড়ি থানা বেশ কিছু বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রবিবার কাওয়াখালির বাজি বাজারে ঢুকতে নজরে পড়ল, দিব্যি কেনাকাটা চলছে। পাশেই রয়েছে পুলিশের একটি ক্যাম্প। নজরদারিও চলছে। কিন্তু সেই নজরদারির আড়ালেই হয়ে যাচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি সরবরাহের 'ডিল'। মৃদুস্বরে চালাচালি হচ্ছে ফোন নম্বরও। পরে ফোনে যোগাযোগ করে বাজি বাজারের বাইরে রাস্তায় বা নির্দিষ্ট কোনও স্থানে ডেকে ওই বাজির হাতবদল হচ্ছে। কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন কার্টন বাজি কেনার কথা বলা হচ্ছে। প্রতি কার্টনে ১২টা করে লংকা বাজির প্যাকেট থাকছে।

কাওয়াখালির বাজি বাজারে কেনাকাটা। -ফাইল চিত্র

সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুদীপ্ত ভৌমিক বলছেন, 'আমি এব্যাপারে সকলকে সতর্ক করেছি। কিন্তু খোলাবাজারে দেদার বাজি বিক্রির কারণে আমাদের এখানে সেরকম ব্যবসা হচ্ছে না। ফলে কিছু ব্যবসায়ী ভুল পথে পা বাড়াচ্ছেন। বাজি বাজারে ব্যবসা ভালো জমলেই আর এসব হবে না।' তাঁর দাবি, 'খোলাবাজারে বাজি বিক্রি বন্ধের বিষয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।' যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'যেখানেই নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির খবর মিলছে, সেখানে অভিযান চালানো হচ্ছে। তা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।'

এখন প্রশ্ন উঠছে, কোথা থেকে শহরে ঢুকছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি? একটি সূত্র বলছে, পার্শ্ববর্তী বিহারের কিশনগঞ্জ, কাটিহার, ঠাকুরগঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে নিষিদ্ধ বাজি ঢুকছে। লিংকম্যানরা তা শহরে নিয়ে আসছেন। পৌঁছে দিচ্ছেন একশ্রেণির ব্যবসায়ীর কাছে। এভাবেই তা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শহরে। কালীপুজোর আগে বাঘা যতীন কলোনি, শালুগাড়া বাজার, একতিয়াশাল বাজার সহ অলিগলির মুদিখানায় অন্য বাজির পাশাপাশি লুকিয়ে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ বাজি। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরা। তবে ডিসিপি (ওয়েস্ট)-র আশ্বাস, 'কোথা থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ঢুকছে, সেটা আমরা তদন্ত করে দেখব।'

কীভাবে চলছে?

- বাজিবাজারে মৃদুস্বরে চালাচালি হচ্ছে ফোন নম্বর
- পরে যোগাযোগ করে বাজারের বাইরে রাস্তায় বা নির্দিষ্ট স্থানে ডেকে হাতবদল
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন কার্টন বাজি কেনার কথা বলছেন কারবারিরা
- প্রতি কার্টনে ১২টা করে লংকা বাজির প্যাকেট
- বিহারের কিশনগঞ্জ, কাটিহার, ঠাকুরগঞ্জ থেকে ঢুকছে নিষিদ্ধ বাজি
- লিংকম্যানরা তা শহরে এনে পৌঁছে দিচ্ছেন একশ্রেণির ব্যবসায়ীর কাছে

সাজঘরে শ্যামা।। *ইসলামপুরের থানা কলোনিতে। রবিবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক*

শ্মশানে বিকল ৫ কোটির বৈদ্যুতিক চুল্লি

ইসলামপুর, ২৭ অক্টোবর : ইসলামপুর সতীপুকুরের মানুষ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে আজকাল বলেন, 'মরেও শান্তি নেই।' কারণ, প্রশাসনের ভূমিকায় তাঁরা হতাশ আর ক্ষুব্ধ। প্রায় পাঁচ কোটি টাকায় তৈরি বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই মৃতদেহ সৎকারের জন্য ভরসা কাঠ। পেশায় শিক্ষিকা শহরের নিউটাউনের বাসিন্দা মমতা মজুমদারের কথায়, 'সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা করেছিল। অথচ সেটা সচল রাখার সদিচ্ছার অভাবে ভোগান্তি বেড়েছে আমাদের। আশা করি, কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই দ্রুত পদক্ষেপ করবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে পুরো পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। উদ্বোধন হয়েছিল বেশ ঘটা করে। দেখভালের দায়িত্ব পড়ে ইসলামপুর পুরসভার ওপর। শহরবাসীর অভিযোগ, চুল্লি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ উদাসীন। উদ্বোধনের পর থেকে একাধিকবার চুল্লি বিকল হয়েছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে

ইসলামপুর

উদ্বোধনের দেড় মাস পর প্রথমবার। যদিও পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলছেন, 'সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে চুল্লি ঠিক করার প্রস্তাব পাঠানো রয়েছে।' সতীপুকুর শ্মশানঘাটের কর্মী কিরণ বিশ্বাসের গলায় অবশ্য সংশয়। তাঁর কথায়, 'চুল্লির আশা ছেড়ে দিয়েছি। কাঠে সৎকার চলছে। এতে বাড়তি টাকা আর সময় খরচ হয় মানুষের।'

গত এক বছরের বেশি সময় ধরে একটিমাত্র কাঠের চুল্লি সৎকারের জন্য ব্যবহার করা যেত। একসঙ্গে একাধিক মৃতদেহ শ্মশানে এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত শ্মশানযাত্রীদের। পরিস্থিতি বুঝে ইসলামপুর বাজারের এক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্বিতীয় কাঠের চিতার সংস্কার শুরু করেন। সম্প্রতি সেখানে সৎকার করা হচ্ছে। এতে কিছুটা চিন্তা কমেছে মানুষের।

থানা কলোনির সঞ্চয় পাল বললেন, 'উন্নয়ন দেখে আমরা খুশি হয়েছিলাম। তার যে এমন করুণ পরিণতি হবে, ভাবিনি। বৈদ্যুতিক চুল্লি সচল না হলে ওই পরিকাঠামোর কী হবে?' যদিও কানাইয়ার যুক্তি, 'বৈদ্যুতিক চুল্লি আর সচল হবে না, এই কথা কারা বলছে জানি না। চুল্লি তাড়াতাড়ি সচল করতে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব পাঠিয়েছি।'

নজরে প্রতিমার দৈর্ঘ্য

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : শহর শিলিগুড়িতে কালীপুজো নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোক্তা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে এবছর কোনও মণ্ডপে যেমন দেখতে পাওয়া যাবে ২৫ ফুটের তারা মা। আবার কোথাও ২৬ ফুটের বড়মা। কোথাও আবার ১৭ ফুটের বোল্লাকালী।

নৈহাটির বড়মা-র আদলে গতবছর ২৬ ফুটের বড়মা তৈরি করেছিল শিলিগুড়ি মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাব। গতবছর হায়দরপাড়ার নিউ পালপাড়ার এই পুজোতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এবছরও তাঁরা ২৬ ফুটের বড়মা তৈরি করছেন। শিলিগুড়ির শিল্পীরা মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। পুজো উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, বড়মা-র পুজোকে সাধারণ মানুষ গত বছর অনেক ভালোবাসা দিয়েছিল, তাই এবারও সাধারণ মানুষের জন্যই এই উদ্যোগ।

তারা মায়ের ভক্তদের কথা চিন্তা করে তারাপীঠের তারা মা-র আদলে প্রতিমা তৈরি করছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব। এবছর এই পুজো ৫৯তম বর্ষে পদার্পণ করছে। এ বছর এই পুজো কমিটির বিশেষ আকর্ষণ ২৫ ফুটের তারা মা। প্রধাননগরের কাছেই এই পুজো হচ্ছে। শিলিগুড়ির শিল্পীরা মণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন। তারা মা-র প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি তারাপীঠের একাধিক জায়গা যেমন, বামাখ্যাপার বাড়ি, তারা মা-র মন্দিরের প্রত্যেকটি জায়গার ছবি তুলে ধরা হবে। পুজো উদ্যোক্তা অরুণাভ চক্রবর্তীর কথায়, 'আশা রাখছি ২৫ ফুটের তারা মা প্রত্যেকের নজর কাড়বে।'

বালুরঘাটের বোল্লাকালীর জনপ্রিয়তা অনেকেরই জানা। যাঁরা এই পুজো দেখতে যেতে পারেন না তাঁদের জন্য এবছর বিশেষ নিবেদন দক্ষিণ ভারতনগর স্পোর্টিং ক্লাবের। তারা তৈরি করছে ১৭ ফুটের বোল্লাকালী। পুজো উদ্যোক্তা রাজু পাল বলছেন, 'একদম বালুরঘাটের বোল্লা মা-কেই আমরা আমাদের এখানে তুলে ধরব। আশা করছি দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে।'

দীনবন্ধু মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন ডাঃ জয়দীপ ভৌমিক। রবিবার।

ক্যানসার সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : সচেতনতার অভাবে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনযাপনের মাধ্যমে অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব এই মারণ রোগকে। মনীষা নন্দী ক্যানসার ফাউন্ডেশনের নবম প্রতিষ্ঠা দিবসে এসে এমনটাই জানালেন কলকাতা টাটা মেডিকেল সেন্টারের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ জয়দীপ ভৌমিক।

রবিবার দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার নিয়ে উপস্থিত সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন বিশেষজ্ঞরা। নিজেদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কথা জানানোর পাশাপাশি কীভাবে ক্যানসারের দ্রুত চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব তা নিয়ে চিকিৎসকদেরও প্রশ্ন করেন অনেকে। হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিশাল মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ সুদীপ হালদার এই নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। এছাড়াও এদিন এই অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের তরফে মনোজ ভার্মা জানান, শিবির থেকে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।

জল, রাস্তার হাল শোচনীয়

মহম্মদ হাসিম

বাগডোগরা, ২৭ অক্টোবর : বাগডোগরার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শৌচাগার, পানীয় জল পরিষেবা, আবর্জনা সাফাই এবং রাস্তা সংস্কার নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ফাঁকা থাকা প্রধান পদ।

আপার বাগডোগরা এবং লোয়ার বাগডোগরা, দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের বন্দোবস্ত নেই। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরও এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে ওঠেনি। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই ইস্যুতে বারবার জায়গার অভাবের অজুহাত দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। যার ফলে ফ্লাইওভারের নীচের অংশ, জাতীয় সড়কের ধার থেকে চা বাগানের আশপাশ যেন অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রূপ নিয়েছে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়মিত সাফাই করা হয় না নালা। বাগডোগরার দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বর্জ্য ১৫ কিলোমিটার দূরে নকশালবাড়ি হুদুভিটার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত সেটা হয়নি। কারণ, হুদুভিটার ইউনিটটি বন্ধ থাকছে বছরের অধিকাংশ সময়।

বিহার মোড়ে পানীয় জল পরিষেবা এবং শৌচাগার না থাকায় অসন্তোষের সুর শোনা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের গলায়। এখানে

বাগডোগরায় ক্ষোভ চরমে

পথের হাল শোচনীয়। লোয়ার বাগডোগরার দক্ষিণ রূপসিংজোতে।

কম্পিউটারের দোকান সুব্রত বর্ধনের। বলছিলেন, 'বিহার মোড় ব্যস্ত এলাকা। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ যাওয়া-আসা করেন। বাস এসে দাঁড়ায়। অনেকে পানীয় জলের খোঁজখবর করেন। শৌচকর্মের জন্য জায়গা খোঁজেন। সেই ব্যবস্থাটুকুও পঞ্চায়েত গত ২০ বছরে করতে পারেনি।'

ওই এলাকায় বামফ্রন্টের আমলে একটি মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো হয়। স্থানীয়দের দাবি, সেটা থেকে লাল জল বের হচ্ছে এখন। এলাকাবাসী ওমপ্রকাশ মল্লিকের কথায়, 'এসজেডিএ'র উদ্যোগে ১৯ বছর আগে একটি পাবলিক টয়লেট তৈরি করা হয়। সেটার অবস্থা শোচনীয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। জনপ্রতিনিধিদের এই নিয়ে কোনও হেলদোল নেই।'

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রধান নেই। বীথি দাস তালুকদার চাকরি পাওয়ায় পদ ছেড়েছেন। উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ আপাতত প্রধান পদের দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রূপসিংজোত থেকে নির্বাচিত বীথি। ওই এলাকায় রাস্তাঘাট, নালা সাফাই, আবর্জনা পরিষ্কার, পথবাতি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ বাসিন্দাদের। তাঁদের দাবি, প্রধান পদে দায়িত্ব নেওয়ার পরই চাকরি পেয়ে যান বীথি। তারপর আর তাঁর দেখা মেলেনি।

স্থানীয় জ্যোতি বক্সীর কথায়, 'পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট খারাপ। প্রধান থাকাকালীন বীথি দাস তালুকদারকে একাধিকবার বলেছি। এখন যাঁরা দায়িত্বে, তাঁদেরকেও বলা হয়েছে। কেউ কিছু করছেন না।' একই মন্তব্য গগেন্দ্র বর্মনের।

এপ্রসঙ্গে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'আমি গত নয় মাস ধরে প্রধান পদের দায়িত্বে রয়েছি। আর কয়েকদিনের মধ্যে নতুন প্রধান মনোনীত হবেন। বাগডোগরা বিহার মোড়ে পানীয় জল, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, শৌচাগার করা যায়নি স্থানের অভাবে। জায়গা না থাকায় সব কাজ আটকে। সম্প্রতি ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় একটি পানীয় জলের প্রোজেক্ট বসানো হচ্ছে। দক্ষিণ রূপসিংজোতে আমি যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের দেখাশোনা করি। সেখানে ভালো কাজ হচ্ছে।'

লাইনচ্যুত মালগাড়ি

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : ফের লাইনচ্যুত ট্রেন। রবিবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায় একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, গুডস ইয়ার্ডে থাকা ৪৯ নম্বর লাইনে মালগাড়িটির একটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয় এদিন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা লাইনে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি বলে দাবি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার।

যোগ শিবির

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : আয়ুষমন্ত্রকের পরিচালনায় এবং সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগা অ্যান্ড নেচারোপ্যাথি-র তত্ত্বাবধানে আয়োজিত যোগ শিবির রবিবার শেষ হল। খাপরাইলে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর কার্যালয়ে ২১ অক্টোবর এই শিবির শুরু হয়েছিল। এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডান্ট মিতুল কুমার, সহকারী কমান্ডান্ট ওমপ্রকাশ সিংহ এবং ডাঃ অমিশা গরবা। অবসাদ দূর করার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার জন্য যোগ কতটা কার্যকর, তা বক্তব্যে তুলে ধরেন তাঁরা।

সমীক্ষা

চোপড়া, ২৭ অক্টোবর : রবিবার ছুটির দিনেও চোপড়া ব্লকজুড়ে আবাস যোজনার সমীক্ষা হয়েছে। চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল জানান, সমীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাই তৎপরতার সঙ্গে কাজ চলছে।

ভূমিপুজো

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : হরি ওম ঘাট ছটপুজো সেবা সমিতির ভূমিপুজো অনুষ্ঠিত হল রবিবার বিকালে। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো। সেবা সমিতির সদস্য মহেশ সাহানি জানান, ছটপুজোর জন্য সুন্দর করে পুরো ঘাট সাজানো হবে।

জেলার খেলা

আজ নামবে শিলিগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সিউড়িতে আন্তঃজেলা টি২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়া হল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, সিউড়ির মাঠে রবিবার জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির ম্যাচ ছিল। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় ম্যাচটি পিছিয়ে সোমবার দেওয়া হয়েছে।

জিতল শ্রীগুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনগর বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত হল মেয়েদের কাবাডি প্রতিযোগিতা। যেখানে আয়োজকদের কাবাডি প্রশিক্ষণ শিবিরকে ৫০-৭৭ পয়েন্টে শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির হারিয়েছে।

পুলিশ হেপাজত

মাটিগাড়া, ২৭ অক্টোবর : শনিবার রাতে মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের জোড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ৫১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শব্দবাজির বিরুদ্ধে নিঃশব্দ শোভাযাত্রা শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : হাসমি চক হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছে নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। অনেকের হাতে রয়েছে প্ল্যাকার্ড। কারও প্ল্যাকার্ডে আঁকা কুকুরছানা। তার দিকে ধেয়ে আসছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। ভয়ে সেই কুকুরছানা তাকিয়ে রয়েছে শব্দবাজির দিকে। ওপরে লেখা 'সেভ আস'। আর একটি প্ল্যাকার্ডে দেখা গেল, 'স্মোক ফ্রি- পলিউশন ফ্রি'।

রবিবার ডিজে ও নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে পথে নামল হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাইন্ডেশন (ন্যাফ) এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখা। শোভাযাত্রার মূল বার্তা ছিল 'গ্রিন দীপাবলি'।

> ১১০ ডেসিবেলের ওপরের শব্দ কানের ভীষণ ক্ষতি করে। এরকম চলতে থাকলে এমন একটা পর্যায় আসবে, যখন মানুষ কানে কম শুনবে।
>
> **সুপদ মল্লিক,** *চিকিৎসক*

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ডিজের 'তাণ্ডব' সয়েছেন শহরবাসী। সামনেই কালীপুজো। এমতাবস্থায় শহরজুড়ে যেভাবে শব্দবাজি বিক্রি হচ্ছে, তাতে রীতিমতো আশঙ্কায় সচেতন শহরবাসী। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রশাসনকে সচেতন করতে এদিন শোভাযাত্রা করা হয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সুইমিং পুলের কাছ থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। পাখিদের ওপর নিষিদ্ধ শব্দবাজির প্রভাব কতটা, সেই বিষয়টি প্ল্যাকার্ডে লিখে তা গলায় ঝুলিয়ে শোভাযাত্রার একেবারে সামনে হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে বছর এগারোর এণাক্ষী দে এবং পাঁচ বছরের ঐন্দ্রিলা তালুকদার। ঐন্দ্রিলা বলল, 'বাজিতে অনেক আওয়াজ হয়। ওটার জন্যই সে রাস্তায় নেমেছে।'

মিছিলে এদিন পা মিলিয়েছিলেন সুপদ মল্লিক, অনির্বাণ রায়ের মতো চিকিৎসকরা। সুপদ বলছিলেন, '১১০ ডেসিবেলের ওপরের শব্দ কানের ভীষণ ক্ষতি করে। এরকম চলতে থাকলে এমন একটা পর্যায় এসে দাঁড়াবে, যখন মানুষ কানে কম শুনবে।'

শরীরে কোভিড পরবর্তী কোনও উপসর্গ থাকলে নিষিদ্ধ শব্দবাজি আরও ক্ষতি করে। শোভাযাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে বলছিলেন চিকিৎসক অনির্বাণ রায়। তাঁর কথায়, 'আমি নিজে একজন কোভিড-পরবর্তী ফুসফুস ইস্যুতে আক্রান্ত। নিষিদ্ধ শব্দবাজি আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমাদের সকলকে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

শুধু একে অপরের পাশে থাকা নয়, প্রশাসনকেও এব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। বলছিলেন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়ি শহরে আইন মানা হয় না। কিছুদিন আগে দুর্গাপুজোয় আমরা ডিজের দাপট দেখেছি। সামনে কালীপুজো, ছটপুজো রয়েছে। শব্দ-যন্ত্রণার নিকৃষ্ট জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে শিলিগুড়ি। এব্যাপারে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।'

সচেতনতামূলক শোভাযাত্রায় শামিল খুদেরাও। হিলকার্ট রোডে রবিবার।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী ৫-৬ দিন দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা কিছু কিছু সময়ে মেঘলা থাকতে পারে বলে জানাল আবহাওয়া দপ্তর।

গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু

উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ৭০ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। খবর পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। উত্তরপাড়া থানার পুলিশও পৌঁছোয়।

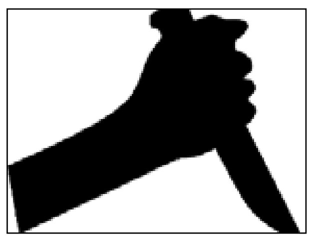

জোড়া খুন

ভাঙড়ের চন্দনেশ্বর থানার কালীতলা এলাকায় স্বামী ও স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ। গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার স্বামী। ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় স্ত্রীর দেহ।

অভিযোগ

দলের একাংশ কর্মী সম্মান পান না বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাই নীহার মুখোপাধ্যায়। রামপুরহাটের ওই মঞ্চে তখন ছিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

একসঙ্গে ১০টি কালী প্রতিমার পুজোর প্রস্তুতি। রবিবার জানবাজারে। -আবির চৌধুরী

মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ

তন্ময়কে সাসপেন্ড করল সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। আরজি কর কাণ্ডের আবহে সিপিএম এই নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ায় দলের কোপের মুখে পড়লেন তন্ময়। রবিবারই তাঁকে দল সাসপেন্ড করেছে। এই ধরনের ঘটনা দল সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন দুপুরে এক মহিলা সাংবাদিক ফেসবুক লাইভে অভিযোগ করেন, তিনি সকালে তন্ময় ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার নিতে যান। কিন্তু সেইসময় তন্ময় তাঁর কোলে বসে পড়েন। এর আগেও এই সিপিএম নেতা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু এদিন সেই সীমা ছাড়িয়ে যেতেই তিনি বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তন্ময়।

সামনেই সিপিএমের সম্মেলন রয়েছে। আরজি কর আবহে নারী নিরাপত্তা নিয়ে সিপিএমকে প্রথম থেকেই সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তন্ময়ের বিরুদ্ধে মহিলা সম্পর্কিত অভিযোগ ওঠায় বিপাকে পড়ে আলিমুদ্দিন। অভিযোগ ওঠার পরে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পথে হাঁটল দল। মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এই সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দলের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি রয়েছে। কিন্তু তাতে একটা পদ্ধতি রয়েছে। মেয়েটির প্রতি যে আচরণ হয়েছে, তা দল সমর্থন করে না। আমরা এগুলো ক্ষমার চোখে দেখি না। পদক্ষেপ নিতে গেলে সময় লাগে। অভ্যন্তরীণ কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর যে প্রস্তাব দেবে, তা আমরা গ্রহণ করব।'

> আমার সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলার সময় আমি তাঁদের মা, বাবা, বাছা বলে সম্বোধন করি। মজা করলেও পরিসীমার মধ্যে থাকি। ওই মেয়েটি এর আগে বহুবার আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। তখন তাঁর মনে হয়নি। আসলে আমার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে এটা করা হয়েছে। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে।
>
> **তন্ময় ভট্টাচার্য**

তন্ময় সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য। সামনেই নৈহাটি ও হাড়োয়ায় উপনির্বাচন রয়েছে। ফলে এই অভিযোগ অস্বস্তিতে ফেলেছে দলকে। তন্ময় বলেন, 'আমার সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলার সময় আমি তাঁদের মা, বাবা, বাছা বলে সম্বোধন করি। মজা করলেও পরিসীমার মধ্যে থাকি। ওই মেয়েটি এর আগে বহুবার আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। তখন তাঁর মনে হয়নি। আসলে আমার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে এটা করা হয়েছে। এর নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে।'

এই অভিযোগের পরই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এই ভিডিও পোস্ট করে সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অবিলম্বে তন্ময় ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা উচিত। সিপিএম চুপ কেন?' তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যও এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। এর আগেও দলবিরোধী মন্তব্য করার জন্য এবং বরানগর উপনির্বাচনের সময় তৃণমূল নেতার কলার ধরার অভিযোগে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।

উপনির্বাচনে ঘরোয়া বৈঠকে জোর তৃণমূলের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ বিধানসভায় উপনির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিলেও প্রচারে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ বিভিন্ন উৎসব। দুর্গাপুজো শেষ হলেও লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রীপুজো সহ বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো পরপর এসে পড়ায় অধিকাংশ মানুষই তাতে মেতে উঠছেন। রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা, কর্মী এখনও পর্যন্ত উৎসবে শামিল। এজন্যই বড় রাজনৈতিক সভার ওপর আর জোর দিচ্ছে না শাসক তৃণমূল। ছোট ছোট সভা বিশেষ করে ঘরোয়া বৈঠকের ওপর জোর দিচ্ছেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব।

যে ৬টি আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে, তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের মাদারিহাট বাদে বাকি ৫টি বিধানসভাই শাসকদলের দখলে। সেগুলি হল নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর, তালডাংরা ও সিতাই। শাসকদল তাই মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করেছে। দলের শীর্ষনেতৃত্ব উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অধ্যুষিত এই বিধানসভায় চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় নেতৃত্বকে। তাঁদের সমস্যার কথা জেনে দ্রুত তা সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে ছিল। এখানকার বিধায়ক মনোজ টিগ্গা আলিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হয়েছেন। এতদিন তিনি ছিলেন বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক। এই আসনটিতে জিতে বিজেপিকে জোর ধাক্কা দিতে চায় তৃণমূল।

হাড়োয়া বিধানসভার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কেন্দ্রের বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মেজো ছেলে রবিউল ইসলামকে প্রার্থী করা হয়েছে। এই নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে যাতে কোনও অন্তর্ঘাত না হয় তা বিশেষভাবে দেখা হচ্ছে। তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব সমস্ত বিবাদ-বিতণ্ডা সরিয়ে এক লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন। এখানে নজরদারির জন্য সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংগঠন শক্তিশালী করাই লক্ষ্য

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : রাজ্যে দলের সংগঠনের অবস্থা যে ক্ষয়িষ্ণু তা দায়িত্ব নেওয়ার পরই পরোক্ষে স্বীকার করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাই বাম নির্ভরতা নয়, এখন একক পথে হেঁটে সংগঠনকে শক্তিশালী করাই মূল লক্ষ্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। সেই উদ্দেশ্যেই প্রদেশ নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সারছেন তিনি। দলের কর্মীদের মনোবল বাড়াতে ইস্যুভিত্তিক পথেও নামছেন তিনি। তাই আপাতত বাম বা তৃণমূলের সঙ্গ নিয়ে ভাবনাচিন্তা নয়, বরং কর্মীদের মাঠে নামানো ও বুথস্তর থেকে সংগঠনকে পোক্ত করাই এখন চ্যালেঞ্জ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। যা আদতে ২০২৬ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'বিধানসভায় আমাদের সদস্য নেই। সাংগঠনিক দুর্বলতা তো রয়েছে। কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠাই লক্ষ্য। প্রতিটি দলের নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে। সিপিএম ও তৃণমূল উভয়ই ইন্ডিয়া জোটে আমাদের সহযোগী। তারা তাদের মতো কৌশল প্রয়োগ করুক। কিন্তু এরাজ্যে এখন আমাদের সংগঠন শক্তিশালী করাই মূল লক্ষ্য।'

সূত্রের খবর, জোট নয় বরং এরাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের এককভাবে চলার পক্ষেই সওয়াল করেছেন অধিকাংশ নেতা-কর্মী।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে রাজনৈতিক বার্তা

অনুপ্রবেশে ফের শান শা'র

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ২০২৬-এ রাজ্যের ক্ষমতা দখলে মেরুকরণকে হাতিয়ার করে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান দেবে বিজেপি। দু'দিনের সফরে রাজ্যে এসে ঘরে-বাইরে সেই বার্তাই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতি'র অভিযোগ তোলা ছাড়া তেমন জোরালো কোনও আক্রমণ শানাতে দেখা গেল না শা-কে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখে ভোটে জিততে অনুপ্রবেশ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে কটাক্ষ করল তৃণমূল।

শনিবার দু'দিনের সফরে রাজ্যে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রবিবার সকালে পেট্রাপোলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে অমিত শা অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হন। এরপর বিকালে সল্টলেকে বাংলায় দলের সদস্যতা অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে অমিত শা বলেন, 'বাংলায় সদস্যতা অভিযানের মূল লক্ষ্য, অনুপ্রবেশ বন্ধ নিশ্চিত করা। '২৬-এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বিজেপি এখানে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা নিশ্চিত করবে।' মঞ্চে শা'র উপস্থিতিতেই ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, '২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভায় আসনপিছু বিজেপি যে ভোট পেয়েছিল, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে মোট ২০৮টি বিধানসভায় তাদের ভোট বাড়া সত্ত্বেও লোকসভায় ১৮টি আসন থেকে কমে ১২-তে নেমে গিয়েছে বিজেপি। ৩ থেকে ৪ শতাংশ ভোট বাড়াতে পারলেই '২৬-এর নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে পারবে বিজেপি। রাজ্যে বিজেপির ১ কোটি সদস্য করতে পারলেই তা সম্ভব হবে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেন, '২৬-এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে হলে রাজ্যের ৮০ শতাংশ সনাতনী ভোটকে এক করুন। সদস্যতা অভিযানে গিয়ে সনাতনীদের বলুন, না হলে এরাজ্য বাংলাদেশ হবে।'

সল্টলেকে দলের সভায় অমিত শা। রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

সম্প্রতি বাংলাদেশে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্যরকম বেড়েছে বলে মনে করে বিজেপি। প্রাথমিকভাবে তাকে ঠারেঠোরে স্বাগত জানিয়েছিল বিজেপি। বনগাঁর এক রাজ্য নেতার মতে, আমরা ভেবেছিলাম বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা সিএএ-র সুযোগ নিতে এদেশে আসছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষও সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে এসেছে। ভোটব্যাংকের স্বার্থে তাদের কাজে লাগাচ্ছে তৃণমূল। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্র এর বিহিত না করলে রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতায় ফেরা অসম্ভব। অনুপ্রবেশ নিয়ে এই আশঙ্কার কথা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন তিনি। এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'অনুপ্রবেশ প্রকৃতই হয়ে থাকলে তার দায় তো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। অনুপ্রবেশ আটকানোর কাজ বিএসএফের। আর বিএসএফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। ফলে অনুপ্রবেশ হয়ে থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরই পদত্যাগ করা উচিত।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। রবিবার সল্টলেকে। -পিটিআই

ক্ষমতার জন্য যা করার করব : মিঠুন

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুনের মুখে ফের রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক। রবিবার সল্টলেকের বিজেপির মঞ্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত থেকে সংবর্ধনা নিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মঞ্চে শা'র উপস্থিতিতেই ভাষণ দিতে গিয়ে ফের বেলাগাম মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হাত থেকে সংবর্ধনা নেওয়ার পর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ভাষণ দিতে গিয়ে মিঠুন বলেন, '১ কোটি সদস্য করতে পারলে ২৬-এ রাজ্যের মসনদ আমার। ক্ষমতায় আসার জন্য যা করার করব।' '

মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ন কবীরের একটি মন্তব্য ঘিরে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। কবীর নাকি একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে কেটে লাশ ভাগীরথীতে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন কবীরের সেই মন্তব্য টেনে এনে মিঠুন বলেন, 'আপনি কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। আমরা ভাগীরথীতে ফেলব না। ভাগীরথী আমাদের মা। আপনাকে কেটে আপনার জমিতেই ফেলে দেব।' খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মিঠুনের এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

> আপনি কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন। আমরা ভাগীরথীতে ফেলব না। ভাগীরথী আমাদের মা। আপনাকে কেটে আপনার জমিতেই ফেলে দেব।
>
> **মিঠুন চক্রবর্তী**

এদিন দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে মিঠুন আরও বলেন, 'আমার ঝাড় থেকে ১টা ফল পেড়ে নিলে আমি আপনার ঝাড় থেকে ৪টে ফল পেড়ে নেব।' হিন্দু ভোট আটকালে পালটা মুসলিম ভোট আটকানোর হুঁশিয়ারি দেন মিঠুন।

আরজি কর নিয়ে 'চুপ' অমিত

আন্দোলনের সমালোচনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : আরজি কর ইস্যু ও জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়ে রবিবার সেভাবে কোনও মন্তব্য করলেন না অমিত শা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের অপমৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার পাশে বসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও আরজি কর সহ রাজ্যের স্বাস্থ্য দুর্নীতি কাণ্ডের বিচার চাইতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য জুনিয়ার ডাক্তারদের আক্রমণের নিশানা করলেন।

এদিন শা-র মুখ থেকে আরজি কর ও জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন প্রসঙ্গে শোনার বিষয়ে বুক বেঁধেছিল রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু সল্টলেকের দলীয় সভায় এইসব বিষয়ে শা কার্যত নীরব থাকায় হতাশ বঙ্গ বিজেপি। এদিন সল্টলেকের দলীয় সভায় মাত্র একবারই আরজি কর শব্দটি উচ্চারণ করেন অমিত। ২০২৬-এ রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের দাবি জানাতে গিয়ে অমিত বলেন, 'সন্দেশখালি থেকে আরজি কর বাংলার মা-বোনেদের নিরাপত্তার জন্য ২০২৬-এ রাজ্যে বিজেপির সরকার দরকার।' কিন্তু ওই অবধিই।

নিউটাউনে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বাড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' শোনার পর সুকান্ত ও শুভেন্দু একযোগে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তোপ দেগেছেন। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলনের শুরুটা করেছিলেন ভালোভাবে। কিন্তু ফিনিশিংটা খারাপ হয়েছে, আন্দোলনের অপমৃত্যু ঘটেছে বলে আমি মনে করি।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করাটাও রাজ্যের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। জুনিয়ার ডাক্তারদের উদ্দেশে সুকান্ত বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে মূল বিষয়ে অভিযুক্ত যিনি তাঁর সঙ্গেই আপনারা বৈঠক করলেন? থ্রেট কালচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যিনি তার মদতদাতা তাঁর কাছেই সমাধান চাইলেন আপনারা?'

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর অনশন প্রত্যাহার ও স্বাস্থ্য ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও সুকান্ত-শুভেন্দুরা বলেছিলেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করেন। কিন্তু এদিন সেই আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করে যেভাবে তার সমালোচনা করেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে এবার জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন থেকে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করছে বিজেপি। এদিন শুভেন্দু জানিয়েছেন, জুনিয়ার ডাক্তাররা দাবি আদায় করতে না পারলেও বিজেপি ছাড়বে না। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে। দীপাবলির পরেই এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে কলকাতায় বড় মাপের জমায়েত করবে বিজেপি।' আরজি কর ইস্যুতে জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে না থেকে এবার দলীয় পতাকা নিয়ে বিজেপিরই যে আন্দোলন করা উচিত, এমনটাই মনে করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই কারণেই সম্ভবত এদিন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ে-র আবেদনে সাড়া দিতে কোনও আগ্রহই দেখাননি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

মহিলাদের আয়কর প্রদানে বাংলা তৃতীয়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : এরাজ্যের ১৬ থেকে ১৯ শতাংশ মহিলা আয়কর দেন। সারা দেশের ক্ষেত্রে যা তৃতীয়। অর্থাৎ স্বনির্ভরতার দিক দিয়ে বাংলার মহিলারা দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। একমাত্র কেরল ও তামিলনাড়ুর মহিলারাই আছেন বাংলার মহিলাদের আগে।

সম্প্রতি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, দেশের মহিলা করদাতাদের মধ্যে

সেরা পাঁচের তালিকায় তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। গত অর্থবর্ষে মহিলা করদাতাদের অংশীদারির বিচারে প্রথম স্থানে কেরল। এখানকার ২২-২৫ শতাংশ মহিলা আয়কর দেন। এরপর আছে তামিলনাড়ু। এখানকার ২১-২৫ শতাংশ মহিলা আয়কর দেন। তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে পঞ্জাব ও অন্ধ্রপ্রদেশ।

এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে চারটিই অ-বিজেপিশাসিত রাজ্য। অর্থাৎ বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে মহিলাদের আয় অনেক কম। এজন্যই তাঁরা আয়কর দানে পিছিয়ে। এটা এরাজ্যের পক্ষে সম্মানের বিষয়। এরাজ্যের মহিলাদের এই কৃতিত্বের পিছনে রাজ্য সরকারের আর্থিক নীতি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরাজ্যের মহিলারা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন।'

৪ নভেম্বর থেকে প্রশিক্ষণ সিভিক ভলান্টিয়ারদের

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের পর সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল রাজ্য। সিভিক ভলান্টিয়ারদের তারপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ৪ নভেম্বর থেকে কলকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে ২১ দিনের নন রেসিডেন্সিয়াল প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। প্রথম দফায় ১৬০ জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে প্রত্যেক সিভিক ভলান্টিয়ারকে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে হাজির থাকতে হবে।

সূত্রের খবর, দিনে দুটি করে ক্লাস করানো হবে। প্রথমে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত করানো হবে। তারপর দ্বিতীয় ধাপে শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৪ নভেম্বর দুপুর ২টো থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফার নামের তালিকা সোমবার জমা পড়বে। ধাপে ধাপে সকলকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আরজি করের ঘটনা ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

এক পুলিশকর্তার মতে, ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনায় পুলিশদের সাহায্য করা সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রাথমিক কাজ। কিন্তু এই সম্পর্কে কোনও ধারণা তাঁদের থাকে না। তাই এবার থেকে তাঁদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে সহযোগিতা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিতে হয়, তা শেখানো হবে।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে ঘর সাজানোর জিনিসের খোঁজে। রবিবার কলকাতায়।

ডানা'র প্রভাব, ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে রাজ্যে ধান ও ফসল চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের ৯টি জেলায় ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ফসল নষ্ট হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। সোমবার থেকে কৃষি দপ্তরের কর্মীরা বিমা কোম্পানির কর্মীদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা শুরু করবেন। তখনই জানা যাবে, কোন জেলায় কতটা ফসল নষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা শস্যবিমায় ক্ষতিপূরণের আবেদন করার সময় একমাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

'ডানা'-র প্রভাবে এরাজ্যে কোনও প্রাণহানির ঘটনা না হলেও ফসল চাষে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বলে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। এরপর আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলা।' এখনও পর্যন্ত যে খবর মিলেছে, তাতে ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। শোভনদেব বলেন, 'আগাম সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও বহু চাষি আমন ধান কেটে ঘরে তুলতে পারেনি। ফলে মাঠেই নষ্ট হয়েছে ধান। এছাড়া যে সমস্ত গাছে সবে মাত্র ধান এসেছে তা নুইয়ে পড়েছে। ফলে চাষিরা বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন।' আমন ধানের পাশাপাশি গোবিন্দভোগ চাষেও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। গোবিন্দভোগ ধানের চাষ এরাজ্যে মূলত পূর্ব বর্ধমানে হয়। এছাড়া হুগলি, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় স্বল্প পরিমাণে গোবিন্দভোগ চাষ করা হয়। রাজ্যে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে বর্তমানে গোবিন্দভোগ চাষ হয়। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমানেই ২২

প্রাথমিক সমীক্ষার রিপোর্ট

হাজার হেক্টর জমিতে গোবিন্দভোগ চাষ হয়। 'ডানা'র প্রভাবে জমিতে জল জমে যাওয়ার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গোবিন্দভোগ ধানের গাছ নুইয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় অবশ্য নুইয়ে পড়া গাছ তুলে লাঠি দিয়ে সোজা করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শোভনদেব বলেন, 'এর ফলে এবার রাজ্যে গোবিন্দভোগ চাল উৎপাদন কম হবে।' উল্লেখ্য, এরাজ্যের গোবিন্দভোগ চালের বিপুল চাহিদা রয়েছে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও বাহরিনে। শোভনদেব বলেন, সোমবার থেকেই জেলায় জেলায় কৃষি দপ্তরের লোকজন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সমীক্ষা শুরু করবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন বিমা কোম্পানির লোকজন। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা বাংলা শস্যবিমার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলার শস্যবিমায় নাম নথিভুক্তর কাজ একমাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধানের পাশাপাশি ফুল, পান, বিভিন্ন ধরনের ফসল এমনকি মাছ চাষেও বিপুল ক্ষতি হয়েছে। কৃষি বিপণনমন্ত্রী অরূপ রায়ও বলেন, 'সোমবার থেকে ক্ষতির পরিমাণ জানতে মাঠে গিয়ে সরেজমিনে সমীক্ষা শুরু হবে। তখনই জানা যাবে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।' উল্লেখ্য, 'ডানা'-র প্রভাবে চাষের জমিতে বহু জায়গায় এখনও জল জমে আছে। এর ফলে পান, লঙ্কা, পটল, ঢ্যাঁড়শ, বেগুন, ফুলকপি, বিভিন্ন ধরনের শাক বিপুল পরিমাণে নষ্ট হয়েছে। যার ফলে শাকসবজি সহ বিভিন্ন ফসলের দাম আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই বর্তমান শাকসবজির দাম অত্যন্ত চড়া। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো 'ডানা'র প্রভাবে ফসল নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটল। এর ফলে মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমবার, ১১ কার্তিক ১৪৩১, ২৮ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫৮ সংখ্যা

চাপ বেশি 'ইন্ডিয়া'র

নভেম্বরে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচন এনডিএ এবং 'ইন্ডিয়া'- দুই জোটের কাছেই মর্যাদার লড়াই। তবে চাপটা 'ইন্ডিয়া'র ওপর বেশি। সৌজন্যে হরিয়ানা বিধানসভা ভোটের ফলাফল। যদিও প্রথমে লোকসভা ভোট এবং তারপর জুলাইয়ে ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে চমকপ্রদ সাফল্য 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভোট-পণ্ডিতরাও ধরে নিয়েছিলেন, হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীর- দুটোই 'ইন্ডিয়া'র ভাগ্যে জুটবে। কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় এলেও কংগ্রেসের পারফরমেন্স বেশ খারাপ। আর হরিয়ানায় যা ঘটল, তা কহতব্য নয়। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষা কংগ্রেসকে জিতিয়েই রেখেছিল। ফল ঘোষণার আগেই হাইকমান্ডের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবি নিশ্চিত করতে দিল্লি গিয়ে হাজির হন ভূপেন্দ্র সিং হুডা।

অনেকটা ২০২৩-এ মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের মতো। ভোটের আগে কংগ্রেস নেতা কমল নাথ দলের জয় নিয়ে এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রচারে দিল্লির কাউকে যেতেই দেননি। কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। জয়ের হ্যাটট্রিক হয়েছিল শিবরাজ সিং চৌহানের। যদিও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হননি। একইভাবে ২০২৪-এ হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিক হল বিজেপির।

এখন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন 'ইন্ডিয়া' জোটের কাছে অগ্নিপরীক্ষার সমতুল। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় ভোট ২০ নভেম্বর। ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ডে নির্বাচন দু'দফায় ১৩ ও ২০ নভেম্বর। মহারাষ্ট্রে লড়াই বিজেপি, সেনা-শিন্ডে ও এনসিপি-অজিত গোষ্ঠীর মহাযুতি জোট বনাম কংগ্রেস, উদ্ধব-সেনা ও এনসিপি-শারদ গোষ্ঠীর মহা বিকাশ আঘাড়ি (এমভিএ)-র।

আসন ভাগাভাগিতে মহাযুতি প্রথম থেকেই কিছুটা এগিয়ে। দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে সামনে রেখে বিজেপি গোড়ায় ৯৯ জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করে। অন্যদিকে, দিন পনেরো লাগাতার আলোচনার পর এমভিএ ঠিক করে, তিন বড় শরিকের প্রত্যেকে ৮৫ কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে। বাকি ৩৩ আসনের মধ্যে ১৮টি পাবে ছোট শরিকরা। আরও ১৫টি তিন বড় শরিকের মধ্যে বিলোনোর পরিকল্পনা আছে।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া'র কংগ্রেস এবং জেএমএম নিজেদের হাতে ৭০ আসন রেখে আরজেডি ও সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-কে ১১টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বভাবতই ওই দুই দল ক্ষুব্ধ। ঝাড়খণ্ডের বৈশিষ্ট্য হল, কোনও জোট পরপর দু'বার জেতে না। ২০১৯-এ বিজেপি 'একলা চলো' নীতি নেওয়ায় ক্ষমতা দখল করে জেএমএমের নেতৃত্বাধীন জোট। এবার বিজেপি প্রথম থেকেই তৈরি হয়ে নেমেছে। নিজের হাতে ৬৮ আসন রেখে আজসুকে ১০, জেডিইউ-কে ২ এবং এলজেপি-কে ১টি দিয়েছে।

জেএমএমে অবশ্য অনেক ঘরোয়া সমস্যা। হেমন্ত সোরেন জামিন পেতেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়তে হয়েছিল চম্পাই সোরেনকে। চম্পাই তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে জেএমএম ছেড়ে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। হেমন্তের পরিবারের সীতা সোরেনও জেএমএম ছেড়ে বিজেপির প্রার্থী। সন্দেহ নেই, ঝাড়খণ্ড এখন 'ইন্ডিয়া'র বড় কাঁটা। পরিস্থিতি অনুকূল নয় মহারাষ্ট্রেও।

একে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ আছে উদ্ধবদের। তার ওপর বিদর্ভে আসন নিয়ে দুই শরিকের ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, খোদ শারদ পাওয়ারকে আসরে নামতে হয়েছে। অন্যদিকে, হরিয়ানায় জয়ের হ্যাটট্রিকে মনোবল তুঙ্গে এনডিএ-র। কিন্তু 'ইন্ডিয়া'র নড়বড়ে পরিস্থিতি। বহু রাজ্যেই 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। যেমন পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি।

অথচ শরিকদের মধ্যে যত ক্ষোভই থাকুক, এনডিএ-তে নরেন্দ্র মোদিই এক এবং অদ্বিতীয়। 'ইন্ডিয়া' জোটে প্রধান বলে কেউ নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগাগোড়া এই ব্যাপারটির বিরোধিতা করে এসেছেন। সীতারাম ইয়েচুরি এই সেদিন পর্যন্ত 'ইন্ডিয়া' জোটে সূত্রধরের কাজ করতেন। তাতে কিছু ভুল বোঝাবুঝি দূর হত নিশ্চয়। এখন সূত্রধরও নেই। ফলে সংকটমোচনে হাল ধরা কঠিন।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে কোনও কিছুকে বিচার করার প্রবণতা সবসময় মানুষকে ঠকিয়ে দেয়। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ- প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

আরও আঘাত অনিবার্য ভারতীয় ক্রিকেটে

রোহিত শর্মারা জানেন, বোর্ডকর্তারা কিনে রেখেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের বড় অংশকে। হারলেও সমালোচনা হবে না।

মনে করুন আপনি একটা ক্লাসের ক্লাসটিচার। আপনার ক্লাসের সবক'টা ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। হেডমাস্টার আপনার কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। আপনি বললেন, 'এ নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই। এতবছর তো সবাই পাশ করেছে। একদিন তো এই রেকর্ড ভাঙতই, না হয় এ বছরই ভাঙল।' কী ফল হবে? স্কুল বেসরকারি হলে চাকরিটি যাবে। সরকারি স্কুলে তা হবে না, কিন্তু বিলক্ষণ গালমন্দ হজম করতে হবে। ঘটনা হল, নিউজিল্যান্ডের কাছে একটা টেস্ট বাকি থাকতেই সিরিজ হেরে যাওয়ার পরে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা প্রায় এই কথাগুলোই বলেছেন।

বলেছেন, এত কাটাছেঁড়া করার কী আছে? বারো বছর পরে একটা সিরিজ (ঘরের মাঠে) তো দল হারতেই পারে। যা চেপে গিয়েছেন, তা হল দল সমানে সমানে লড়াই করে হারেনি, ল্যাজেগোবরে হয়েছে।

প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ভিজে আবহাওয়ায় বল সুইং করতেই রোহিত বাহিনী ৪৬ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ আর সরফরাজ খান দুর্দান্ত ব্যাটিং করায় ইনিংস হার বেঁচেছে। পুনের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে স্পিনারদের পিচেও দেড়শো রানেই জারিজুরি শেষ। দ্বিতীয় ইনিংসেও যশস্বী জয়সওয়াল ছাড়া সব ব্যাটার ব্যর্থ। নীচের দিকে রবীন্দ্র জাদেজা কিছু রান না করলে আবার দুশোর নীচে ইনিংস গুটিয়ে যেত।

শুধু কি তাই? প্রথম টেস্টে জোরে বোলিং সহায়ক পিচকে বুঝতে ভুল করে তিন স্পিনারে খেলা হল। ফলে আবহাওয়া যেমনই থাকুক, টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। ওদিকে এখনই যাঁকে কপিলদেবের চেয়েও ভালো বলা শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই জসপ্রীত বুমরাহ ওই পিচে বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। আরেক 'গোট' (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) রবিচন্দ্রন অশ্বীনকেও নির্বিষ দেখাল। জাদেজা আর কুলদীপ যাদব তিনটে করে উইকেট নিলেন বটে, কিন্তু নিউজিল্যান্ড চারশো রান তুলে ফেলল।

দ্বিতীয় টেস্টেও ভারতের আটশোর বেশি উইকেট নিয়ে ফেলা 'রবি-অ্যাশ' জুটি ব্যর্থ। এক ব্যাগ অভিজ্ঞতা নিয়ে, ওয়াশিংটন সুন্দর আর মিচেল স্যান্টনারের বোলিং দেখেও, তাঁরা বুঝেই উঠতে পারলেন না যে এই পিচে আস্তে বল করতে হবে। জোরে জোরে বল করে লাভ নেই। বুমরাহ এখানেও রিভার্স সুইং-টুইং করাতে পারলেন না। মানে একজন-দুজন নয়, গোটা ক্লাসই ফেল। এরপরেও রোহিত বুক ফুলিয়ে বললেন, কাটাছেঁড়া করার দরকার নেই।

আসলে রোহিত জানেন, তিনি যে ক্রিকেট বোর্ডের কর্মচারী তারা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে যাদের কাটাছেঁড়া করা কাজ তাদের এক বড় অংশকে। প্রাক্তন ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার আর সাংবাদিকদের কথা বলছি। আরেকটা অংশ ভয়েই চুপ করে থাকবে। কারণ সত্যি কথা বললে বা লিখে ফেললে ক্রিকেট বোর্ড ধারাভাষ্যের চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে দেবে বা আর মাঠে ঢুকতে দেবে না। হাতে না মেরে ভাতে মারা যাকে বলে আর কী!

রোহিত নির্ভুল আন্দাজ করেছেন। একই দিনে পাকিস্তানে, অর্থাৎ বিদেশের মাঠে, ইংল্যান্ডের হারের পর নাসের হুসেন, মাইকেল আথারটনরা চুলচেরা সমালোচনা করছেন বেন স্টোকসের দলের। অন্যদিকে সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, সঞ্জয় মঞ্জরেকার, অনিল কুম্বলেরা 'আহা! ওরা তো খারাপ খেলোয়াড় নয়। খেলায় হারজিত তো আছেই। ঘরের মাঠে টানা ১২ বছর, ১৮ খানা সিরিজ জিতেছে। সেটা তো মনে রাখতে হবে' – এই জাতীয় কথাবার্তা বলছেন। বেশ, ওঁদের কথাও থাক। অত বড় ক্রিকেটারদের তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ১২ বছর ভারতের দেশে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটা নিয়েই বরং কাটাছেঁড়া করা যাক।

ভারত কি কোনওদিন ঘরের মাঠে দুর্বল দল ছিল, বা মাঝেমধ্যেই এর ওর কাছে সিরিজ হারত? সোজা উত্তর – না। এই শতাব্দীর ইতিহাসে ২০১২ সালে অ্যালিস্টার কুকের ইংল্যান্ডের আগে ভারত শেষ সিরিজে হেরেছিল আরও আট বছর আগে, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট-রিকি পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার কাছে। অর্থাৎ আড়াই দশকে মোটে চারটে সিরিজ হার। তার আগের সিরিজ হার ছিল ২০০০ সালে, হ্যানসি ক্রোনিয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। আর গত শতকের ইতিহাস?

অস্ট্রেলিয়া হল টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। সেই অস্ট্রেলিয়া ২০০৪-'০৫ মরশুমের ওই জয়ের আগে ভারতে শেষ জিতেছিল ১৯৬৯-'৭০ সালে। ইংল্যান্ডের ভারতের মাঠে কুকের দলের আগে শেষ সিরিজ জয় ছিল ১৯৮৪-'৮৫ মরশুমে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দেশে এসে শেষবার সিরিজ জিতেছে ১৯৮৩-'৮৪ মরশুমে। শ্রীলঙ্কা আজ পর্যন্ত জেতেনি, নিউজিল্যান্ড যে আগে কখনও জেতেনি তা তো এখন সকলেই জানেন। তারা শেষবার এ দেশে একটা টেস্ট ম্যাচই জিতেছিল সেই ১৯৮৮ সালে, তাও ১৯৬৯ সালের পর প্রথমবার। এমনকি পাকিস্তান, যাদের সঙ্গে আমাদের আবহাওয়া এবং পিচের চরিত্র সবচেয়ে বেশি মেলে, তারাও ১৯৫২-'৫৩ থেকে ২০০৭-'০৮ পর্যন্ত ভারত সফরে এসে সিরিজ জিততে পেরেছিল মাত্র একবার– ১৯৮৬-'৮৭ মরশুমে।

সুতরাং ভারত চিরকালই নিজের দেশে বাঘ। কোহলি, রোহিতরা নতুন কিছু করেননি। বস্তুত, সব বড় দলই নিজের দেশে বাঘ। তাই যে কোনও টেস্ট দলেরই উৎকর্ষ বিচার করা হয় বিদেশে তারা কেমন তাই দিয়ে। অজিত ওয়াদেকারের ভারতীয় দল শ্রদ্ধেয়, কারণ ১৯৭১ সালে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতেছিল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দল ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে চিরকাল উঁচু জায়গায় থাকবে, কারণ তারা নিয়মিত বিদেশে টেস্ট ম্যাচ জেতা শুরু করেছিল। গত এক দশকে কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের কলার তোলার মতো সাফল্যও দু'বার অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জেতা। দেশের মাঠে একের পর এক দলকে দুরমুশ করা নয়।

ইংল্যান্ডের হারের পর নাসের হুসেন, আথারটনরা চুলচেরা সমালোচনা করছেন বেন স্টোকসের দলের। অন্যদিকে গাভাসকার, শাস্ত্রী, মঞ্জরেকার, কুম্বলেরা বলেন, 'আহা! ওরা তো খারাপ খেলোয়াড় নয়। খেলায় হারজিত তো আছেই।'

এর সঙ্গে আরেকটা কথা না বললেই নয়। যা এক পডকাস্টে বলে বিস্তর ট্রোলড হয়েছিলেন হর্ষ ভোগলে। কথাটা হল, গত ১০-১২ বছরে টেস্ট ক্রিকেট সম্ভবত খেলাটার ইতিহাসে সবচেয়ে কম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। ২০১১ বিশ্বকাপের পর থেকে ধাপে ধাপে অবসর নিলেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মহীরুহরা। ছোট্ট দেশে চট করে সর্বোচ্চ মানের ক্রিকেটার পাওয়া শক্ত, ফলে দলটা একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেনি। মাঝেমধ্যে এক-আধটা অঘটন ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজও অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এই সময়। ওখানে বাস্কেটবল, বেসবলের দিকেই বেশি ধাবিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বিপদে পড়েছিল কালো মানুষদের জন্য সংরক্ষণ নীতির প্রভাবে বহু ক্রিকেটার দেশত্যাগ করায়। অর্থাৎ ভালো মানের আন্তর্জাতিক দল ছিল ভারতকে নিয়ে বড়জোর চারটে। সুতরাং ১২ বছর দেশে হারিনি – এই নিয়ে উদ্বাহু না হয়ে বরং মনে রাখা ভালো, এই যুগেও কিন্তু আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে ও দেশে হারাতে পারিনি, ইংল্যান্ডে সিরিজ জিততে পারিনি, নিউজিল্যান্ডেও নয়। এমনকি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুধু ফাইনালটা ইংল্যান্ডে হতেই পরপর দু'বার হেরে বসেছি।

বাংলাদেশকে দু'দিনে হারিয়েছি বলে পেশি ফোলানোর ফল এই সিরিজে দেখা যাচ্ছে। এখনও ভুল কারণে নাচানাচি চালু রাখলে অদূরভবিষ্যতে আরও আঘাত পেতে হবে। অবশ্য সেটা প্রায় অনিবার্য। কারণ এই সিরিজ ০-৩ হারলে, এমনকি আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে ০-৫ হারলেও, কিছু বদলানোর আশা কম। কারণ ২০১১-'১২ মরশুমে পরপর আটটা টেস্ট হারার পরেও মহেন্দ্র সিং ধোনির অধিনায়কত্ব যায়নি, শচীনকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়নি। ফলাফলকে সেদিনই গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে।

(লেখক সাংবাদিক)

প্রতীক

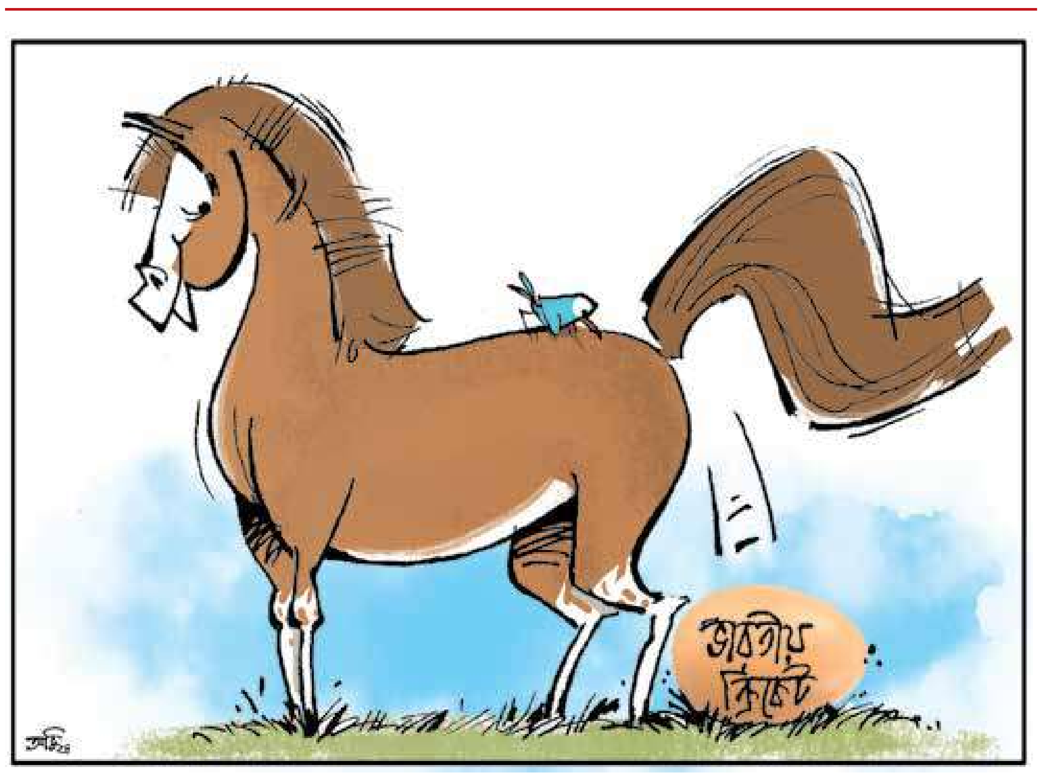

আজ

১৮৬৭ সমাজকর্মী ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আজকের দিনে।

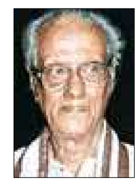

২০০২ আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়।

আলোচিত

অভিনেতা হিসেবে নয়, সেই ষাটের দশকের মিঠুন চক্রবর্তী বলছি। আমি রক্তের রাজনীতি করেছি। তাই রাজনীতির মারপ্যাঁচ আমার কাছে নতুন নয়। জানি কোন পদক্ষেপে কাজ হবে। যদি হিন্দু ভোটারদের ওরা ভোট দিতে না দেয়, তাহলে আমরাও প্রস্তুতি সেরে রাখব, যাতে ওদের ভোটাররা ভোট দিতে না পারে।

-মিঠুন চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

টেবিলে রাখা কেক। বান্ধবীকে ঘিরে জন্মদিনের গান গাইছেন বন্ধুরা। কেকের ওপর হ্যাপি বার্থ-ডে'র স্টিকার তুলতেই অবাক বার্থ-ডে গার্ল। স্টিকারে যত টান পড়ছে কেক থেকে বেরিয়ে আসছে ৫০০ টাকার নোট। সারপ্রাইজ গিফটে আনন্দে বিহ্বল মেয়েটি। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

রাত ১২টা। নয়ডায় এক দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল বিএমডব্লিউ। এক মহিলা গাড়ি থেকে নেমে দোকানের কাছে এলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। এরপর একটি ফুলের টব গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দিলেন। ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে।

জনমন জনমত

আমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি কি একান্তই অসম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতার একদম শেষদিকে বলেছিলেন - 'এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম মহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।'

স্বামীজির এই অপূর্ব ভাবনা এবং বক্তব্য ১৩০ বছর অতিক্রম করেছে। কিন্তু আমরা কি এখনও সহনশীলতার সামান্য কিছু অংশ আমাদের জীবনে, আমাদের আচরণে গ্রহণ করতে পেরেছি? সম্ভবত পারিনি। আজ সারা পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে। আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে - চারদিকে অশান্তির বাতাবরণ। এই অশান্তি দূর করার জন্য নতুন নতুন অশান্তির সূত্রপাত হয়েই চলেছে। অথচ স্বামীজি এত বছর আগে যে পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা সেই পথে হাঁটার ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছি এমন নয়। আমরা একবারও কেউ কোথাও বলি না যে, সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানোর মধ্যে দিয়েই আজকের পৃথিবীতে নানাবিধ সমস্যাকে অতিক্রম করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া অন্য পথ নেই।

না সরকারি স্তরে, না বেসরকারি স্তরে, না কোনও আলোচনায় একবারও উচ্চারিত হয় না, ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করি না যে, সহনশীলতা বৃদ্ধি করে সহনশীলতাকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের আগামীদিনে পথ চলতে হবে। বরং হিংসাকে অনেক বেশি প্ররোচিত করি। হিংসার প্রতিরোধ হিংসা দিয়ে হতে পারে না, তা যুক্তি দিয়ে সহনশীলতার বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে প্রশমিত করতে হয়। অথচ এই কথাগুলি আজ সংবাদপত্র থেকে শুরু করে কোনও আলোচনায়, কোনও নির্দেশে একবারও বলা হয় না। বরং উলটোটাই বলা হয়।

আমরা যদি একটু আমাদের ব্যক্তিগত অহংবোধের জায়গা থেকে বেরিয়ে অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে আমাদের সহ্য করার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাস্তবকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তাহলে আগামীদিনে আমাদের সমস্যার অনেকটাই সমাধান করা সম্ভব হতে পারে বলেই বিশ্বাস।

সরিৎ দাস
ফুলবাড়ি, ইংরেজবাজার, মালদা।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

এলিট ক্লাসের দেবী না হয়েও অনন্য তিনি

পাড়ার মস্তান, ডাকাত, লুম্পেন সমাবেশের শ্যামাপুজোয় বদল এসেছে। কারণ ধুলোমলিন দেবীর গ্রহণযোগ্যতা।

সন্দীপন নন্দী

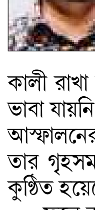

সেই কবে কবি বলেছিলেন, নামের জোরে সাধিবো কাজ, বলো হো হো হো। সুতরাং কালী নামেই এক শৃঙ্খলহীন, বেপরোয়া অনিয়মের ট্র্যাডিশন যুগে যুগে চলিতেছে। যে দেবী গতানুগতিক ধারার তোয়াক্কা করেনি কখনও। তাই বাংলায় কোনও অধ্যাপকের কন্যার নাম সচরাচর কালী রাখা হয়নি, নামী ফিজিক্স টিচারের মায়ের নাম করালী ভাবা যায়নি। কেননা কালী নামের ভয়ংকর রূপ, মেজাজ আর আস্ফালনের উচ্চারণে বরাবর ভয় পেয়েছে বাঙালি। আসলে তার গৃহসমাবেশে এক অদৃশ্য অশান্তি বিরাজ করুক, তাতে কুণ্ঠিত হয়েছে বাঙালি।

ফলে কালী চিরকাল মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া, দুর্বৃত্ত, অসামাজিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। গৃহসহায়িকা থেকে পাড়ার মস্তান, সুভাষপল্লি বাজারের মাছ ব্যবসায়ীর নাম হয়েছে কালী। অনুসন্ধান ছায়াছবির কালীরাম সেই যুক্তিকে জোরালো করেছে বারবার। এটাই কালের নিয়ম। আবার দেখা যায় সিনেমায় কালী ব্যানার্জি আর সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালিদাস ছাড়া সামনের চরাচর সম্পূর্ণ ধু-ধু।

অথচ সকল শহরের যেমন একটা নিজস্বতা থাকে তেমন একান্ত আপন এক কালী মন্দিরও থাকে তার। যা চৌমাথার মোড়ে, মাছ বাজারের বিজন কোণে অথবা শ্যাওলাধরা বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকে অপূর্ব একা। মফসসলমানব যে দেবীর কাছে সুখ প্রার্থনা করে বারো মাস, হতশ্রী পড়ে থাকা ফুলজলহীন যে দেবীর নিকট মঙ্গলকামনায় ছাগশিশু মানত করে। এমনকি নববধূর প্রথম গৃহপ্রবেশের দিনেও একটিবার

নতশিরে প্রণতি জানায়। এটাই কালীভক্তি।

বালুরঘাটের বুড়াকালী, কালিয়াগঞ্জের বয়ড়াকালী, জলপাইগুড়ির যোগমায়াকালী, মালদার জহরাকালী এ ধারার বাহক। যে মিথ মানুষের মনে মনে ঘুরছে আজও। তাই অর্থনীতির নিয়মে মাত্র এক নিশীথের স্বল্পব্যয়ে পূজিতা প্রতিমা কালীর জনপ্রিয়তা বেড়েছে দিন-দিন। নতুন চাকরিপ্রাপ্তিতে, রোগমুক্তিতে, বিবাহে, আড্ডাস্থলে, শ্মশানে, ক্লাবে যত্রতত্র কালীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেছে মধ্যবিত্ত মানুষ।

যে ঐতিহ্যেই পুরাকালে ডাকাতরা ডাকাতি করবার পূর্বে, বিপ্লবীরা শক্তিসাধনায় কালীর উপাসনায় মগ্ন হতেন। কিন্তু শারদোৎসবের ন্যায় কালীপুজোয় জোর করে এলিট ক্লাসের সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেওয়া যায়নি। অথচ একসময় সমগ্র উত্তরবঙ্গে শ্যামাপুজোয় সস্তার বাঁশকাপড়ে গড়া ভূত-রাক্ষস কিংবা স্বল্পপুঁজির জীবন্ত স্ট্যাচুই ছিল মণ্ডপ বিনোদনের একমাত্র মেকানিজম। কিন্তু ক্রমশ ছন্নছাড়া, উদ্ভ্রান্ত, অপরিকল্পিত এ দেবীর সাধনা ইতিউতি মন জয় করল মধ্যবিত্তের। অথচ তখনও দিকে দিকে দুর্গাপুজো সংঘবদ্ধ, সর্বজনীন এবং আপাদমস্তক রুচির ছাপে উজ্জ্বল।

কালের স্রোতে এ ভাবনায় বদল এল। কালীপুজোয় ভদ্র আর উচ্চবিত্ত মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ল। থিম এল শ্যামাপুজোয়। কামাখ্যা হতে কলকাতা, ত্রিপুরা থেকে বিশাখাপত্তনম এক অনাড়ম্বর দেবী উদযাপনে মেতে উঠল। দেখা গেল দুর্গাপুজো বাঙালির মেগা ফেস্টিভাল হলেও, কালীপুজো সংখ্যায় সেই পুজোকে ছাড়িয়ে গেল। যার অন্যতম কারণ, এ পুজোর প্রাচুর্যহীনতা আর চালচুলোহীন, ধুলোমলিন দেবীর গ্রহণযোগ্যতা।

দেখতে দেখতে পাড়ার মস্তান, ডাকাত, রগচটা লুম্পেন সমাবেশের শ্যামাপুজোয় পরিবর্তন এল। সরোদ বেজে উঠল জলপাইগুড়ির সংঘশ্রী ক্লাবের শ্যামাপুজোয়, তাসা বাজানো বালুরঘাট দিশারি ক্লাব দীপাবলি অপরাহ্নে জাগিয়ে তুলল রাজস্থানের লোকগান। আর এসব দেখেও কিছু ক্লাব হৃদয়বিদারী ডিজে বাজিয়ে কালীপুজোর প্রগতিশীল গ্রাফের বারোটা বাজিয়ে চলল। ক্রাউডপুলার কদাকার বাঁশের বুর্জ খলিফা পেল অশিক্ষিত বাঙালির শ্রেষ্ঠ মণ্ডপের স্বীকৃতি। দুর্গাপুজোর মণ্ডপ হাফদামে ক্রয়ের দালালরা ঘুরতে লাগল। সিন্ডিকেট দরজা খুলল হতদরিদ্র কালীপুজোতেও। ঘোষিত হল হৃদয় দপ্তর পালটাচ্ছে না।

(লেখক প্রবন্ধকার। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৭২

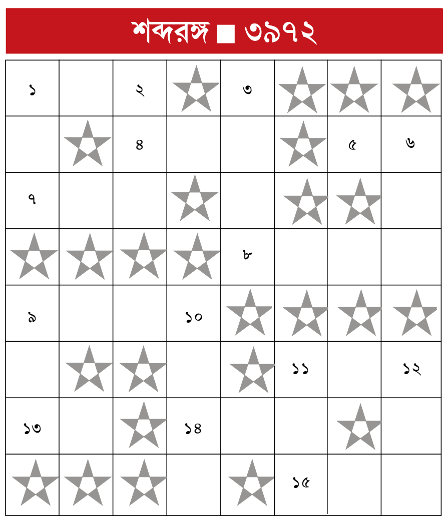

পাশাপাশি : ১। যজ্ঞের পুরোহিত ৪। ত্রিফলার তিনটি ফলের একটি ৫। ধাতুর পাত্রে চামড়া দিয়ে তৈরি বাজনা ৭। ভয় পাওয়ার মতো বিষয় ৮। কমও নয়, বেশিও নয় ৯। চুপিসারে পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবা মহিলার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। সভার উপযুক্ত বড় ঘর ১৪। অতি মাত্রায় বা মাত্রাতিরিক্ত ১৫। দিনের প্রথম ভাগ।

উপর-নীচ : ১। সুর সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর ২। জোর করে দখল ৩। সাজানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৬। নির্ধারিত খরচের চেয়ে কম ৯। মান্য ব্যক্তির সামনে সংকোচ ১০। সমুদ্রের জল যেরকম হয় ১১। বক জাতীয় পাখি ১২। পৌঁছ, সীমা বা আয়ত্ত।

সমাধান ■ ৩৯৭১

পাশাপাশি : ১। মিসিবাবা ৩। চাকলা ৫। ইলশেগুঁড়ি ৭। লোপাট ৯। মনোজ ১১। অপরাজিতা ১৪। কণিকা ১৫। মনোহর।

উপর-নীচ : ১। মিশকালো ২। বালাই ৩। চালশে ৪। লাকড়ি ৬। গুঁড়ানো ৮। পাদপ ১০। জলচর ১১। অবাক ১২। রাধিকা ১৩। তালিম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উড়ো ফোনে টাকার দাবি, উদ্বেগ নমোর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : 'আপনার ছেলে গ্রেপ্তার হয়েছে। ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে অমুক নম্বরে অনলাইনে মোটা অঙ্কের টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে।' ইদানীংকালে বিভিন্ন রাজ্য বা শহরের পুলিশ বা নিরাপত্তা সংস্থার নাম করে বহু মানুষের কাছে টাকা চেয়ে এমন ধরনের উড়ো ফোন এসেছে। তাতে বহু লোকে টাকাও খুইয়েছেন। এহেন ডিজিটাল গ্রেপ্তারি নিয়ে এবার দেশবাসীকে সতর্ক করে দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার আকাশবাণীতে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সাইবার প্রতারকদের মোকাবিলায় তাঁর তিনটি মন্ত্র, 'থামুন, ভাবুন এবং ব্যবস্থা নিন।'

ডিজিটাল গ্রেপ্তারির বিষয়টি সমাজের সমস্ত বর্গের মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে বলে জানান মোদি। তিনি বলেন, 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারির প্রতারণা নিয়ে সতর্ক থাকুন। কোনও তদন্তকারী সংস্থা এই ধরনের তদন্তের জন্য কখনও আপনাকে ফোন বা ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে না।' ন্যাশনাল সাইবার হেল্পলাইনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ১৯৩০-তে ফোন করারও পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতারকদের সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে তার রেকর্ডিং করে বা ছবি তুলে নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে প্রতারকের খপ্পরে পড়লে পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি।

মোদি বলেন, 'আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তারির মতো কোনও ব্যবস্থা নেই। এটা শুধু প্রতারণা। একদল অপরাধী যারা এই ধরনের কাজ করছে তারা সমাজের শত্রু। এই প্রতারণা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা কাজ করছে।' মোদির কথায়, 'প্রতারকরা এমন পরিবেশ তৈরি করছে যাতে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সিবিআই, আরবিআই, নারকোটিক্স আধিকারিকদের নাম নিয়ে প্রতারকরা ফোন করছে। প্রথমে আপনাদের ব্যক্তিগত তথ্য নিচ্ছে। তারপর ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। ওরা আপনাদের এতটাই ভয় দেখাবে যে আপনারা চিন্তা করার সময়ও পাবেন না। তৃতীয় হল, চাপ। যারা ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার হচ্ছে তারা সমস্ত বর্গ এবং বয়সের। অনেকে তাঁদের কষ্টার্জিত টাকা খুইয়েছেন। এই রকম কোনও ফোন পেলে আপনারা ভয় পাবেন না।'

> ডিজিটাল গ্রেপ্তারির প্রতারণা নিয়ে সতর্ক থাকুন। কোনও তদন্তকারী সংস্থা এই ধরনের তদন্তের জন্য কখনও আপনাকে ফোন বা ভিডিও কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে না।
> **নরেন্দ্র মোদি**

মহিলাদের বোট রেস শ্রীনগরে। রবিবার ডাল লেকে। -পিটিআই

ডানায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬ লক্ষ

ভুবনেশ্বর, ২৭ অক্টোবর : প্রাণহানি রোখা গেলেও ঠেকানো যায়নি ক্ষয়ক্ষতি। ঘূর্ণিঝড় ডানার ধাক্কায় শুধু ওডিশায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৩৬ লক্ষ মানুষ। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী সুরেশ পূজারি। তিনি জানান, ডানার প্রভাবে ওডিশার ১৪টি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩৫.৯ লক্ষ মানুষ। ৮ লক্ষ বাসিন্দাকে ৬,২১০টি ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বালেশ্বর, ভদ্রক ও কেন্দ্রপাড়া জেলা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়েছিল অতিশক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ডানা। পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে ল্যান্ডফল। তার জেরে রাজ্যের প্রায় সব জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। বয়েছে ঝড়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকহাজার বাড়িঘর। উপড়ে গিয়েছে বহু বিদ্যুতের খুঁটি। নানা জায়গায় ক্ষতি হয়েছে সড়কপথের। বন্যার কারণে প্রত্যন্ত এলাকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগে সমস্যা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েকসপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে ওডিশার প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

মহাকাশকেন্দ্র গড়বে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের সমান্তরালে মহাকাশে নিজস্ব বাসস্থান তৈরি করবে ভারত। ২০৩৫-এর মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে ভারতের মহাকাশকেন্দ্র। যার নাম হবে 'ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন'। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনলজির মধ্যে এক মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি জানান, এই সমঝোতা মাইক্রোগ্র্যাভিটি গবেষণা, স্পেস বায়োটেকনলজি, বায়োম্যানুফ্যাকচারিং, বায়োঅ্যাস্ট্রোনটিক্স এবং স্পেস বায়োলজির মতো ক্ষেত্রগুলিকে গুরুত্ব দেবে। সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে ভারতের চতুর্থ চন্দ্র মিশনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। সেখানে ২০৩৫-এর মধ্যে একটি ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন চালু করার লক্ষ্য নিয়েও আলোচনা হয়।

রাজ-পুত্রের পাশে মাহিমে বিজেপি

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : ভোটের আগে মাহিম আসন ঘিরে চিন্তা বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং তাঁর দল শিবসেনার। মুম্বইয়ের এই আসনে এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে তাঁর ছেলে অমিতকে প্রার্থী করেছেন। প্রথমবার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া 'রাজ-পুত্র' অমিতকে জেতাতে তাঁকে সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন মুম্বই বিজেপির সভাপতি আশিস শেলার। তিনি বলেছেন, 'মহায্যুতির উচিত অমিত ঠাকরেকে সমর্থন করা।'

ওই আসনে সদা সর্বাঙ্করকে অবশ্য ইতিমধ্যে শিন্ডের দল তাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে ওই আসনে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। শিবসেনা ভাগ হওয়ার পর তিনি শিন্ডের শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। তাই বিজেপির আর্জিতে কর্ণপাত করতে নারাজ তিনি। উলটোদিকে

চিন্তায় শিন্ডে সেনা

মাহিম আসনে এমভিএ-র তরফে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা প্রার্থী দিয়েছে। তারা প্রার্থী করেছে মহেশ সাওয়ান্তকে। এই অবস্থায় অমিত ঠাকরেকে সমর্থনের বার্তা দিয়ে মাহিমের লড়াই জমিয়ে দিয়েছে বিজেপি। মুম্বই দক্ষিণ মধ্য লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মাহিম ১৯৯০ থেকেই শিবসেনার শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। ২০০৯ সালে সেই দুর্গে আঘাত হানেন রাজ ঠাকরে। নবগঠিত এমএনএস প্রার্থী নীতিন সরদেশাই সেবার কংগ্রেস প্রার্থী সর্বাঙ্করকে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন।

মাহিমের মধ্যে শিবাজী পার্ক রয়েছে। রাজ ঠাকরে ওই এলাকারই বাসিন্দা। নিজের ছেলেকে ভোটের ময়দানে নামানোয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে রীতিমতো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এর আগে ঠাকরে পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে বিধায়ক হয়েছিলেন উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরে। গতবারের মতো এবারও ওরলিতে তিনি প্রার্থী হয়েছেন। এবার রাজও তাঁর ছেলেকে মাহিমের ভোটযুদ্ধে নামানোয় রাজনীতির পারদ চড়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, অমিতের নাম ঘোষণার খানিকটা পরই সর্বাঙ্করের নাম ঘোষণা করেন শিন্ডে। যা দেখে অমিত ঠাকরে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'লোকসভা ভোটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে শ্রীকান্তের জন্য আমার বাবা প্রচার করেছিলেন।'

তবে এসবের মধ্যে মাথা গলাতে নারাজ সর্বাঙ্কর। তাঁর সাফ কথা, 'অমিত ঠাকরের জন্য ওই আসন ছাড়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওঁদের বন্ধুত্বের মূল্য আমি কেন দেব?'

পেট্রোল পাম্পে আগুন মত্ত তরুণের

হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবর : পেট্রোল পাম্পকর্মীর সঙ্গে বচসা। তার জেরে পাম্পে আগুন লাগিয়ে দিলেন এক মত্ত তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মদ্যপ তরুণের নাম চিরান। তাঁকে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে পাম্পের এক কর্মীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় নাচারাম এলাকার পাম্পটিতে গিয়েছিলেন চিরান। হাতে ছিল সিগারেট ও দেশলাই। পাম্পের এক কর্মী চিরানকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি পেট্রোল পাম্পে আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছেন? দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। চিরানের দাবি, পাম্পকর্মী তাঁকে গালিগালাজ করেন। বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে আগুন লাগিয়ে দেখান।' নেশার বশে ওই কর্মীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পাম্পে আগুন লাগিয়ে দেন চিরান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, পাম্পকর্মীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর চলে গিয়েছিলেন চিরান। মিনিটখানেক বাদে ওই কর্মী যখন একটি স্কুটিতে তেল ভরছিলেন, তখন সেখানে আসেন মত্ত তরুণ। স্কুটির কাছে গিয়ে 'পোড়ালাম' বলেই স্কুটির সামনে লাইটার জ্বালান। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। পাম্পের একাংশে আগুন লেগে যায়। অন্যান্য কর্মী ছুটে আসেন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ এসে চিরান এবং তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া পাম্পকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

কমলার প্রচারে মায়া

ওয়াশিংটন, ২৭ অক্টোবর : আর ঠিক আটদিন পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে দীপাবলি উৎসব। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এই উৎসবের উদযাপনকে প্রচারের হাতিয়ার করলেন। এর মধ্যে দিয়েই অ্যারিজোনায় মার্কিন ভারতীয় সম্প্রদায়কে কাছে টানার চেষ্টা করলেন। দিদির হয়ে প্রচারে নেমে বোন মায়া জানালেন, কমলা হ্যারিস গণতন্ত্রের জন্য লড়ছেন।

মায়া বলেন, 'আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন সেটা বড় কথা নয়। যে সুযোগ আপনার প্রাপ্য, আপনি তা পাচ্ছেন কিনা।'

সম্প্রতি এক নির্বাচনি প্রচারে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের আমেরিকার আবর্জনা বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের জিন নিয়েও আপত্তিকর কথা বলেছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আবহে মায়া দিদির পক্ষে বক্তব্য রেখে ট্রাম্পকে জবাব দিয়েছেন পাশাপাশি তাঁদের মা ড: শ্যামলা গোপালন হ্যারিসের প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন।

কমলা হ্যারিসের মা ড: শ্যামলা গোপালন হ্যারিস উচ্চশিক্ষার জন্য অভিবাসী হিসেবে আমেরিকায় আসেন ১৯৫৮ সালে। বক্তৃতায় মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মায়া বলেছেন, তাঁর মা মাত্র ১৯ বছর বয়সে এদেশে আসেন। তিনি এদেশকে আপন করে নেন।

অ্যারিজোনার স্কটসডেলে দীপাবলি অনুষ্ঠানে কমলা হ্যারিস ভাষণ দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক ভারতীয় মার্কিন সিম্মি সিং ও অ্যারিজোনা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই ইভেন্টে যোগ দেন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমেরিকায় ভারতীয় মার্কিনদের প্রভাব আছে। ভোটের ফলে তা কতটা কমলা হ্যারিসের ঝুলিতে পড়ে সেটাই দেখার।

জেলবন্দিদের জামিনের উদ্যোগে চর্চায় পার্থ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : আদালতে মামলার পাহাড়। এদিকে ঠাঁই নেই অবস্থা জেলগুলিতেও। বন্দিদের বড় অংশই বিচারাধীন। দীর্ঘদিন মামলা চলায় মাসের পর মাস তাঁদের জেলে কাটাতে হচ্ছে। জেলগুলির ওপর চাপ কমাতে তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে বিচারাধীন বন্দিদের জামিনের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্র। সেখানে বিচারাধীন বন্দিদের জামিনে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে একটি গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস)-র ৪৭৯ (১) ধারার উল্লেখ রয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, যদি প্রথমবার অপরাধে বিচারাধীন কোনও বন্দি তাঁর সর্বোচ্চ সাজার এক তৃতীয়াংশ মেয়াদ জেলে কাটিয়ে দেন ,সেক্ষেত্রে তাঁর জামিনের ব্যবস্থা করতে পারেন সংশ্লিষ্ট জেল সুপার। তিনি আদালতে বন্দির জামিনের আবেদন জানাতে পারেন। দু-বছরের বেশি সময় ধরে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। এই নির্দেশিকাকে সামনে রেখে তাঁদের জামিন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ল কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আইনজীবীদের মধ্যে অবশ্য এই ইস্যুতে ভিন্ন মত রয়েছে। তাঁদের একাংশের যুক্তি, আর্থিক দুর্নীতি, প্রতারণা ছাড়াও শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় অভিযুক্ত পার্থ, অর্পিতা। কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনে তাঁদের জামিন মঞ্জুর হওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সবটাই নির্ভর করছে আদালতের ওপর।

গাজায় মৃত ২২

জেরুজালেম, ২৭ অক্টোবর : বছর পেরিয়ে গেলেও ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে যুদ্ধ থামল না। জীবনহানি, ক্ষয়ক্ষতি চলছেই। শনিবার উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় ইজরায়েলি হানায় অন্তত্পক্ষে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের জরুরি পরিষেবা দপ্তর জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ১১ জন মহিলা ও দুটি শিশু রয়েছে। আহতের সংখ্যা ১৫। ইজরায়েল গত তিন সপ্তাহ ধরে হামাস জঙ্গিদের নিশানা করে বিমান হামলা চালাচ্ছে। তাতে মারা গিয়েছেন কয়েক শো মানুষ। ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছেন হাজার হাজার ব্যক্তি। আইডিএফ অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। ইজরায়েল আগেই জানিয়েছে, তাদের লক্ষ্য হামাস জঙ্গিরা। গাজায় নাগরিকদের মৃত্যুর জন্য ইজরায়েলি সেনা হামাসকেই দায়ী করেছে।

মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে সাফাই চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করা নিয়ে এবার সাফাই দিলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। শনিবার মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'রাজ্য স্তরে হোক কিংবা কেন্দ্রীয় স্তরে, সরকারের প্রধানদের হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ এই নয় যে তাঁদের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয়। ঝুলে থাকা মামলা নিয়েও কখনও আলোচনা হয় না।' গণেশ চতুর্থীর সময় প্রধান বিচারপতির বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চন্দ্রচূড়ের বাড়িতে গণপতির আরাধনাও করেছিলেন।

ওই ঘটনার ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই বিচারব্যবস্থার সঙ্গে শাসনবিভাগের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস ও বিরোধী শিবির। শনিবার সেই প্রসঙ্গে চন্দ্রচূড় বলেন, 'আমরা অবশ্যই দেখা করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনও সমঝোতা করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতেই হয়। কারণ, তাঁরাই বিচারবিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেন। এই বাজেট কিন্তু শুধুমাত্র বিচারপতিদের জন্য হয় না। আমরা যদি দেখা-সাক্ষাৎ না করি এবং শুধুমাত্র চিঠির ওপর নির্ভর করে থাকি, তাহলে কাজের কাজটাই হবে না।' প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় কোন কোন বিষয়ে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন, সেই প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেছেন প্রধান বিচারপতি। চন্দ্রচূড় বলেন, 'আপনারা বিশ্বাস করুন, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিণতমনস্কতা রয়েছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কখনও কোনও মুখ্যমন্ত্রী ঝুলে থাকা মামলা নিয়ে কথা বলেন না।' বিচারপতিদের কাজের চাপ নিয়েও মন্তব্য করেন চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, 'ছুটির সময়ও বিচারপতিরা নিজেদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। বিচারপতিরা কিছুই করেন না, এমনটা নয়। তাঁরা নিজেদের কাজের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল। সপ্তাহান্তেও তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যান, হাইকোর্টে যান, আইনি পরিষেবা প্রদানের কাজে ব্যস্ত থাকেন।' বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে কলেজিয়াম প্রথার পক্ষেও রায় দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

> রাজ্য স্তরে হোক কিংবা কেন্দ্রীয় স্তরে, সরকারের প্রধানদের হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ এই নয় যে তাঁদের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয়। ঝুলে থাকা মামলা নিয়েও কখনও আলোচনা হয় না।
> **ডিওয়াই চন্দ্রচূড়**

পতৌদির নামে পোলো টুর্নামেন্টে মাঠে হাজির শর্মিলা ঠাকুর। নয়াদিল্লিতে।

ইউটিউবার দম্পতির দেহ উদ্ধার

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ অক্টোবর : জনপ্রিয় ইউটিউবার দম্পতির দেহ দরজা ভেঙে পুলিশ উদ্ধার করল। মৃত দম্পতি হলেন ৪৫ বছরের সেলভরাজ ও তাঁর স্ত্রী বছর চল্লিশের প্রিয়া। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের পরসসালা শহরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বামী, স্ত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি। দেহ দুইটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সেলভরাজের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় মিলেছে। বিছানায় শায়িত ছিল প্রিয়ার দেহ। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁরা গত দু'দিন ধরে সেরলভরাজ ও প্রিয়াকে বাড়ির বাইরে দেখেননি। তাঁদের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দম্পতি ইউটিউব চ্যানেল সেলু ফ্যামিলি চালাতেন। চ্যানেলটির সাবসক্রাইবার ১৮ হাজার। তাঁদের মৃত্যু নিয়ে পুলিশ ধন্দে।

৪ মাস পর উদ্ধার দেহ

লখনউ, ২৭ অক্টোবর : পরকীয়ায় আসক্ত স্ত্রী প্রেমিকের বিয়ে ঠিক হওয়া মানতে পারেননি বলে অভিযোগ। প্রেমিকাকে খুন করেন প্রেমিক। তাঁর দেহ 'দৃশ্যম' ছবির অনুকরণে পুঁতে ফেলেন। ঘটনার চার মাস পর কানপুরের জেলাশাসকের বাংলো থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার হল। পরিবার মহিলার দেহ শনাক্ত করেছে। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ব্যবসায়ী রাহুল গুপ্তার স্ত্রী ৩২ বছরের একতা গুপ্তা ২৪ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। সূত্রের খবর, সেদিন গ্রিন পার্কের জিম প্রশিক্ষক বিশাল সোনির সঙ্গে মহিলার তিক্ততা বচসায় পরিণত হলে ক্রুদ্ধ যুবক মহিলাকে ঘুষি মারেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। মহিলার দেহ পুঁতে ফেলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কানপুরের রায়পুরওয়াড়ার বাসিন্দা অভিযুক্ত জেরায় তা স্বীকার করেছে। সিসিটিভির ফুটেজে সেদিন দু'জনকে জিম থেকে একসঙ্গে বার হতে দেখা গিয়েছে।

পরকীয়া শুধু সংসার নষ্ট করে না, নৃশংসতাও দেখাতে পারে।

উত্তরপ্রদেশের ঘটনা তার দৃষ্টান্ত। কানপুরের এক পদস্থ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, বিশাল ও একতার প্রেমের সম্পর্ক একতার স্বামী রাহুল অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশালের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ এনেছিলেন।

জাতীয় স্বার্থে ইরানে হামলা : নেতানিয়াহু

তেল আভিভ, ২৭ অক্টোবর : গাজা, সিরিয়া, লেবাননের পর এবার ইরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে ইজরায়েল। শনিবার ৩ দফায় ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। ইজরায়েল আক্রমণ করলে ইরানকে তার ফল ভুগতে হবে বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকা। ইরানে ইজরায়েলি হামলার পিছনে আমেরিকা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল। তবে তাঁরা যে আমেরিকার তাঁবেদার নন, রবিবার সেই বার্তা দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর দাবি, শনিবারের ইরান হামলা ভীষণভাবে সফল হয়েছে। তবে আমেরিকার অঙ্গুলিহেলনে নয়, নিজের স্বার্থে ইরানের সামরিক অবস্থানগুলিকে নিশানা করেছে ইজরায়েল।

নেতানিয়াহু বলেন, 'আমেরিকার নির্দেশে ইজরায়েল ইরানে হামলা চালিয়েছে বলে যেসব খবর প্রচারিত হয়েছে সেগুলি পুরোপুরি ভুল। জাতীয় স্বার্থে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী।' বিতর্কের সূত্রপাত হোয়াইট হাউসের তরফে জারি করা একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে। সেখানে বলা হয়েছে, ইরানের তেলের খনি এবং পরমাণুকেন্দ্রগুলিতে ইজরায়েল যাতে হামলা না করে সেই জন্য তাদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব লয়েড অস্টিনের সঙ্গে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়াভ গ্যালান্টের আলোচনা হয়েছে বলেও হোয়াইট হাউসের তরফে ইঙ্গিত করা হয়।

এদিকে ইরানে বিমান হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ছবি পোস্ট করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। সেখানে বেশ কয়েকজন মহিলা চালককে দেখা গিয়েছে। বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, ইরান-হামলায় সামনে সারিতে থাকা বায়ুসেনার এফ-১৫ এবং এফ-১৬ ফাইটার জেটগুলির চালকদের অনেকেই ছিলেন মহিলা। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য লড়াই করেছেন তাঁরা।

অসুস্থ খামেনেই

তেহরান, ২৭ অক্টোবর : ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের তীব্রতা বাড়ছে। এদিকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই (৮৫)। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন তিনি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দিনকয়েকের মধ্যে খামেনেইয়ের দ্বিতীয় পুত্র মুজতবা খামেনেইকে তাঁর উত্তরসূরি ঘোষণা করা হতে পারে। রুহুল্লা খোমেইনির মৃত্যুর পর ১৯৮৯-তে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পদে বসেন আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। সূত্রটির দাবি, কয়েকমাস ধরে অসুস্থ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। শনিবার ইজরায়েলি হামলা চলাকালীন তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

হোটেলে হুমকি

লখনউ, ২৭ অক্টোবর : গুজরাটের রাজকোটের পর এবার উত্তরপ্রদেশের লখনউ। হুমকি ই-মেল পাচ্ছেন একের পর এক হোটেল কর্তৃপক্ষ। রবিবার লখনউয়ের অন্তত ১০টি বিলাসবহুল হোটেলে বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে কমফর্ট ভিস্তা, ফরচুনার, ম্যারিয়ট, সারাকার মতো ৫তারা হোটেল। ই-মেলে লেখা, হোটেলে একটি কালো ব্যাগ রাখা। তার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী বিস্ফোরক। বোমা ফাটলে গোটা হোটেল উড়ে যাবে। রক্তের স্রোত বইবে। নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করলে বোমাটি ফেটে যাবে। বাঁচতে চাইলে ৫৫ হাজার ডলার (প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা) দিতে হবে। যদিও তল্লাশি চালিয়ে কোনও হোটেলে বিস্ফোরক মেলেনি।

বান্দ্রা স্টেশনে হুড়োহুড়ি, জখম ৯

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : নিত্যনতুন বন্দেভারত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে সাধারণ রেলযাত্রীদের দুর্ভোগ থামছে না। সামনেই দীপাবলী। তার আগে রবিবার বাড়ি ফেরার জন্য মানুষের ভিড় জমেছিল মুম্বইয়ের বান্দ্রা টার্মিনাস রেলস্টেশনে। হুড়োহুড়িতে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হলেন ৯ জন যাত্রী। বিধানসভা ভোটের মুখে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে এমভিএ-র তিন শরিক কংগ্রেস, এনসিপি এবং শিবসেনা (ইউবিটি)। রবিবার ভোররাত তিনটে বান্দ্রা-গোরখপুর এক্সপ্রেস এসে দাঁড়ায় বান্দ্রার ১ নম্বর স্টেশনে। ২২ বগির ট্রেনটি থামার আগে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হলে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। জখম এক যাত্রী প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা সত্ত্বেও যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার হুড়োহুড়ি বন্ধ হয়নি। ২ জনের অবস্থা সংকটজনক।

রাহুল-আদিত্যের নিশানায় অশ্বিনী

রেলমন্ত্রীর সমালোচনা করে রাহুল গান্ধির কটাক্ষ, 'উদ্বোধন এবং প্রচার তখনই ভালো লাগে যখন তার পিছনে থাকা বুনিয়াদ জনতার সেবার জন্য প্রকৃতভাবে কাজ করে। কিন্তু সরকারি সম্পত্তির দেখভালের অভাব ও উপেক্ষার কারণে যখন মানুষের প্রাণহানি হয় সেতু, প্ল্যাটফর্ম এবং মূর্তির ফিতে কাটার পরই যদি তা ভেঙে পড়ে তখন তা গুরুতর চিন্তার বিষয়।' আদিত্য ঠাকরে বলেন, 'রিলমন্ত্রী অন্তত একবার রেলমন্ত্রী হলে ভালো লাগত। বান্দ্রার ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে, বর্তমান রেলমন্ত্রী কতটা অদক্ষ। বিজেপি অশ্বিনী বৈষ্ণোকে মহারাষ্ট্রে দলের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে রেলে ছোটবড়ো দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। আমাদের দেশে এমন অযোগ্য মন্ত্রী থাকা লজ্জার।'

শাপলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পর্যাপ্ত প্রোটিন পাওয়া যায়। লিভারকে সুস্থ রাখে। যাদের ক্যালসিয়ামের অভাব আছে তাঁরা শাপলা খেতে পারেন।

শিরদাঁড়ার সমস্যা থেকে দূরে থাকতে সঠিক হাঁটাচলা ও বসার ভঙ্গিমা মেনে চলতে হবে। একটানা না বসে থেকে এক-দু'ঘণ্টা অন্তর হাঁটাচলা করা উচিত। খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম রাখুন।

স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত ক্যানসার

ক্যানসারের এমন কিছু উপসর্গ রয়েছে, যা নিয়ে কথা বলতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও লজ্জায় ভোগেন অনেক মহিলা, এমনকি বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেন। অথচ ঠিক সময়ে শনাক্ত হলে সুস্থ হওয়া সম্ভব। যেমন মহিলাদের জরায়ুমুখের ক্যানসার এমন একটি রোগ যা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। লিখেছেন শিলিগুড়ির হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টারের কনসালট্যান্ট সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ বিশাল মুখোপাধ্যায়**

গাইনিকলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সি

এদেশে সবথেকে পরিচিত গাইনিকলজিক্যাল ম্যালিগন্যান্সির মধ্যে রয়েছে ডিম্বাশয়ের ক্যানসার। স্তন ক্যানসারের পরে এটি মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় অতি সাধারণ ম্যালিগন্যান্সি। এছাড়া রয়েছে জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার এবং জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার।

ঝুঁকির কারণ

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন, একাধিক যৌন সঙ্গী, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, এইচআইভি-এইডস, ধূমপান

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : পারিবারিক ইতিহাস, জেনেটিক মিউটেশন, হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : ওবেসিটি, পারিবারিক ইতিহাস, ইস্ট্রোজেন থেরাপি, ট্যামোক্সিফেন (স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ড্রাগ)

উপসর্গ

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : সহবাসের পর রক্তপাত, সাদা স্রাব

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : পেটের প্রসারণ, পেলভিক পেন, পেলভিক মাস

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : যোনি দিয়ে অস্বাভাবিক রক্তপাত, মেনোপজ-পরবর্তী রক্তপাত, পেলভিক পেন

সাবধানতা

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : সুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ক্যানসারের ভ্যাকসিন নেওয়া

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : হরমোনের অনির্দিষ্ট চিকিৎসা এড়িয়ে চলা, পারিবারিক ইতিহাস থাকলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করানো উচিত, সঙ্গে দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য রক্তপরীক্ষা এবং আল্ট্রাসনোগ্রাফি করানো উচিত

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : হরমোনের অনির্দিষ্ট চিকিৎসা এড়িয়ে চলা, নিয়মিত শরীরচর্চা করা, ওজন যাতে না বাড়ে সেদিকে নজর রাখা

কার্সিনোমা সার্ভিক্স ভ্যাকসিনেশন

কার্সিনোমা সার্ভিক্সের ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন উপস্থিত থাকে। রোগীর বয়সের ওপর নির্ভর করে দুই বা তিন ডোজ এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে থাকে। ৯ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের প্রথম মাসে এবং ষষ্ঠ মাসে একটা করে মোট দুটো ডোজ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সিদের প্রথম মাসে, দ্বিতীয় মাসে এবং ষষ্ঠ মাসে একটি করে মোট তিনটে ডোজ দেওয়া হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্যে এই ভ্যাকসিনেশন খুবই জনপ্রিয়। ভারতীয় বাজারেও এই ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখনও তেমন জনপ্রিয় নয়।

ক্যানসারেই ভুগছেন, অন্য কোনও রোগে নয় - বুঝবেন কীভাবে

ক্যানসার শনাক্তকরণে বায়োপসি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি সার্জনের সন্দেহ হয় কার্সিনোমা সার্ভিক্স বা কার্সিনোমা এন্ডোমেট্রিয়াম হয়েছে আপনার, তাহলে অবশ্যই বায়োপসি করানো উচিত। এটি একদিনেই করা যায় এবং রোগীকে সেইদিনেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার এবং বায়োপসি

সিটি স্ক্যানের সময়ে যদি দেখা যায়, টিউমারটি ডিম্বাশয়ের কাছে রয়েছে তাহলে দেরি না করে সার্জারি করিয়ে নেওয়া উচিত। অত্যাধুনিক কার্সিনোমা ওভারির কিছু ক্ষেত্রে বায়োপসি করার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে রোগের ঘনত্ব (পরিমাণ) কমাতে প্রথমে কয়েকবার কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। তারপর অস্ত্রোপচার করা হয়।

সম্পূর্ণ জরায়ু ও উভয় ডিম্বাশয় বাদ দেওয়া কি যথেষ্ট

ক্যানসারে অস্ত্রোপচার ও অস্ত্রোপচারের ব্যাপ্তি - দুটোই খুব আলাদা। শুধু জরায়ু বা উভয় ডিম্বাশয় বাদ দেওয়া যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে যা করণীয় :

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : প্রাথমিক পর্যায়ে যদি টিউমার শনাক্ত করা যায় তাহলে জরায়ুর অপসারণ করার প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ হিস্টেরেক্টোমি থেকে সামান্য আলাদা।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : এই রোগে সাইটোরিডাক্টিভ সার্জারি করার প্রয়োজন হয়।

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : হিস্টেরেক্টোমির সঙ্গে ড্রেনিং রেট্রোপেরিটোনিল নোডস এবং ওমেনটাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে সাধারণ হিস্টেরেক্টোমি প্রায়ই রোগের পর্যায়ে চলে যায়।

সাইটোরিডাক্টিভ সার্জারি কী

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অন্য ম্যালিগন্যান্সির মতো কার্সিনোমা ওভারি দ্রুত পেটের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন- পেরিটোনিয়াম, নোডস প্রভৃতি।

সাইটোরিডাক্টিভ সার্জারির উদ্দেশ্য, পেটের সব অংশ থেকে রোগটিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া। এই ধরনের অস্ত্রোপচারে ৬-৮ ঘণ্টা সময় লাগে। ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের ক্ষেত্রে পেটের থেকে সব সমস্যা দূর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির ভূমিকা

জরায়ু গ্রীবার ক্যানসার : ক্যানসার সার্ভিক্সের চিকিৎসায় কেমোরেডিথেরাপি প্রধান ভরসা। একেবারে শুরুতে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার করা হয়। তবে অত্যাধুনিক উপায়ে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হয় না। কেমোরেডিথেরাপিতেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসার : ডিম্বাশয়ে ক্যানসারের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে কেমোথেরাপিও জরুরি। দেখা গিয়েছে, এতে যেমন আয়ু বাড়ে, তেমনই ক্যানসার পুনরায় ফিরে আসাও প্রতিরোধ করা যেতে পারে। আরও উপকার পেতে এখন কেমোথেরাপির সঙ্গে ইমিউনোথেরাপিও যুক্ত করা হয়েছে।

জরায়ুর অভ্যন্তরীণ স্তর ক্যানসার : এক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি – উভয়ই প্রয়োজন হতে পারে। তবে এই প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে ফাইনাল বায়োপসি রিপোর্টের উপরে। কারণ, এই রিপোর্টে উচ্চ ঝুঁকিরও উল্লেখ থাকে। ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রির ওপর ভিত্তি করে মলিকিউলারের শ্রেণিবিন্যাস চিকিৎসায় নতুন পরিবর্তন এনেছে। মলিকিউলারের এই শ্রেণিবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে আমরা কম ঝুঁকিসম্পন্ন রোগী এবং বেশি ঝুঁকিসম্পন্ন রোগীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি, যা চিকিৎসায় সহায়ক হয়।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত ঘুমোন

সপ্তাহের ছয়দিন নানান ব্যস্ততার কারণে আপনার হয়তো পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। কিন্তু ছুটির দিনে আপনি সেটা পুষিয়ে নেন। একেবারে ঠিক করেন। কারণ, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজির সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, সপ্তাহান্তের একটু বেশিই ঘুম আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমাতে পারে।

সিনিয়ার কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট ডাঃ চন্দ্রিল চুগের কথায়, ঘুমের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব যেমন, হৃদরোগের ঝুঁকিকে প্রশমিত করতে পারে উইকএন্ড স্লিপ রিকভারি বা ক্যাচ-আপ স্লিপ। তবে বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

ডাঃ চুগের সঙ্গে একমত কার্ডিয়াক ইন্টেন্সিভিস্ট ডাঃ জগদীশ হায়ারম্যাথ। তাঁর বক্তব্য, সারা সপ্তাহ ঘুমের সঙ্গে যত বঞ্চনা করেন তার যে নেতিবাচক প্রভাব শরীরে পড়ে সেই সবকিছু পুনরুদ্ধার করতে পারে ছুটির দিনে দীর্ঘসময় ঘুমোনো।

ক্রমাগত ঘুমের অভাব স্ট্রেস হরমোন তৈরি করতে পারে, বিপাকে ভারসাম্যহীনতা হতে পারে এবং প্রদাহ বাড়তে পারে। কিন্তু পর্যাপ্ত ঘুম সি-রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিনের মতো মার্কার (যা হৃদরোগের সঙ্গে জড়িত)-গুলি কমিয়ে প্রদাহ কমাতে পারে। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুম রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে, এমনকি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে পারে। সেইসঙ্গে স্ট্রেস হরমোন যেমন কর্টিসলকে স্বাভাবিক করতে, স্ট্রেস কমাতে এবং কার্ডিওভাসকুলার সংক্রান্ত ঝুঁকি কমাতে পারে।

পাশাপাশি স্লিপ রিকভারি ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি ও বিপাকীয় ক্রিয়া উন্নত করতে পারে। ফলে আপনার হৃদযন্ত্র ভালো থাকে। পর্যাপ্ত ঘুম অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে, যাতে হার্টরেট ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এন্ডোথেলিয়াল সক্রিয় রাখে ও এথেরোস্ক্লেরোসিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুম হলে আপনার হার্টের ইলেক্ট্রিক্যাল সিস্টেমও ঠিক থাকে, যাতে অ্যারিথমিয়াসের ঝুঁকি কমে।

ভিটামিন-ডি নির্দিষ্ট মাত্রা জানা জরুরি

সুস্থ থাকতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন-ডি অতি প্রয়োজনীয়। এটি একটি ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ত্বকের এপিডার্মিসের নীচের স্তরে কলিক্যালসিফেরলের সংশ্লেষণের মাধ্যমে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়। একে সানসাইন ভিটামিনও বলা হয়। বেশিরভাগ মানুষ জানেন, ক্যালসিয়াম শোষণ ও হাড়ের জন্য ভিটামিন-ডি জরুরি, কিন্তু এর ডোজের পেছনে যে বিজ্ঞান রয়েছে সে ব্যাপারে অনেকেই অজ্ঞাত।

বিশেষজ্ঞদের কথায়, ভিটামিন-ডিও আমাদের শরীরে বিবিধ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রদাহ কমাতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং গ্লুকোজ বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়া চুল পড়া রোধে এবং পেশির স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এজন্য কেউ কেউ নিয়ম করে রোদ পোহান, কেউ বা ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন মাছ, ডিমের কুসুম প্রভৃতি খাদ্যতালিকায় রাখেন, কেউ বা সপ্তাহে কিংবা মাসে ভিটামিন-ডি সাপ্লিমেন্ট নিয়ে থাকেন।

এছাড়া তাঁদেরও ভিটামিন-ডি'র যথাযথ মাত্রা বজায় রাখা জরুরি বিশেষ করে যাঁরা খুব বেশি রোদ পোহানোর সুযোগ পান না। সেইসঙ্গে যাঁদের পরিপাকতন্ত্র পর্যাপ্ত ফ্যাট শোষণ করতে অক্ষম তাঁদেরও ভিটামিন-ডি জরুরি। এমনকি গায়ের রং চাপা বলে রোদ পোহাবেন না তা নয়, বরং প্রাকৃতিক উপায়ে ভিটামিন-ডি পেতে গেলে সবারই রোদ পোহানো উচিত এবং ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।

তবে ভিটামিন-ডি সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। বিশেষ করে কতটা ডোজ নেবেন তার জন্য রক্তপরীক্ষা করাতে বলেন চিকিৎসকরা। কারণ, ওভারডোজ হলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আবার অতিরিক্ত রোদ পোহালে ত্বকের ক্যানসার বিশেষত মেলানোমা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সর্বোপরি বয়স, সামগ্রিক স্বাস্থ্য – সবই ভিটামিন ডি'র প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করতে পারে।

যেসব ফল না খেলেই নয়

যখনই স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রসঙ্গ আসে তখন খাদ্যতালিকায় সবার উপরে থাকে ফল। ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ফল শরীরের একাধিক উপকার করে। অর্থাৎ ফলকে সুষম খাবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, হজমশক্তি উন্নত করতে বা মিষ্টি জাতীয় কিছু খেতে মন চাইলে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় ফল রাখতে পারেন। কারণ, ফল শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, একেকটা ফল নিউট্রিশনের পাওয়ার হাউস, যা আপনাকে সুস্থ থাকতেও সাহায্য করে।

কোন ফলে কী উপকার

কিউয়ি

প্রতিদিন কিউয়ি খেলে আপনার শুধু পুষ্টিগত চাহিদাই মিটবে না, হজম থেকে বিপাকক্রিয়া, ইমিউন সিস্টেম – সবেরই ভালো হবে। কিউয়িতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি তো রয়েইছে, সঙ্গে রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন-ই, ফোলেট, বিভিন্ন জৈব সক্রিয় উপাদান, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট প্রভৃতি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত এই ফল খেলে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপার মতো সমস্যার প্রকোপ কমবে। এছাড়া হাড়ের জোর বাড়াতে চইলে কিউয়ি খান। এতে থাকা ভিটামিন-কে হাড়কে শক্তপোক্ত রাখে।

ব্লুবেরি

ব্লুবেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিশেষ করে অ্যান্থোসায়ানিন। এটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে টাইপ টু ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমায়। ব্লুবেরিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আপনার মানসিক অবসাদ কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রতিদিন ব্লুবেরি খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই ফলে রয়েছে ফাইবার। এতে ক্যালোরির মাত্রা কম। তাই প্রতিদিনের ডায়েটে এই ফল রাখলে ক্যানসারের আশঙ্কা কমে। তাছাড়া ব্লুবেরিতে থাকা আঁশ ও প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ডালিম

ডালিম এমন একটি ফল যার বীজ থেকে খোসা, রস সবই উপকারী। এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ফ্ল্যাভনয়েড সমৃদ্ধ ফল। বেদানার রসে অ্যান্থোসায়ানিন ও ট্যানিন সহ উচ্চ মাত্রায় সলিউবল পলিফেনলস রয়েছে। এইসব যৌগ অ্যান্টিইনফ্ল্যামাটরি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিহাইপারলিপিডেমিক ও অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ওবেসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম ও করোনারি হার্ট ডিজিজ প্রতিরোধে ডালিমের রসের ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া ডালিমের যৌগে ক্যানসার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হৃদরোগীদের জন্যও ডালিম উপকারী।

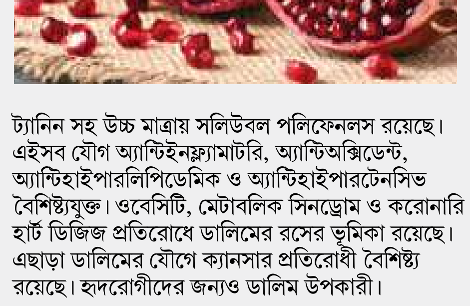

যানজটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ

পুরসভা-পুলিশ দায় ঠেলাঠেলি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৭ অক্টোবর : ইসলামপুর শহরে বাড়তে থাকা ভিড় ও যানজটে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। অভিযোগ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশের ব্যবস্থা না থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যানজট নিয়ে ইসলামপুর পুরসভাও দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে ট্রাফিক পুলিশের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'শহরের ভিড়, যানজট ও পার্কিং দেখার দায়িত্ব ট্রাফিক পুলিশের।' তাছাড়া শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়কে হাতেগোনা কয়েকটি ট্রাফিক পয়েন্ট ছাড়া ভিড় নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নেই।

এই নিয়ে পুলিশকর্তারা সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও তাঁদের যুক্তি, অপর্যাপ্ত লোকবল দিয়েও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। সমস্ত দায় আমাদের ঘাড়ে চাপালে আদৌ সমস্যা মিটবে না। স্থায়ী পার্কিং জোন থেকে শুরু করে টোটো নিয়ন্ত্রণে পুরসভাকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং অপর্যাপ্ত ট্রাফিক পয়েন্টের কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'কর্মীসংকট বড় কারণ। কিন্তু নির্দিষ্ট পার্কিং জোন গড়ার দায়িত্ব তো আমাদের নয়। শহরের ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়িয়ে দেব।'

নিত্য সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, মহকুমার সদর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আজও মাস্টারপ্ল্যান গড়ে তোলা গেল না কেন? নেতাজিপল্লির বাসিন্দা সুস্মিতা দত্ত বলেন, 'অবিলম্বে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। নাহলে ভোগান্তি আরও বাড়বে।' স্থানীয় ব্যবসায়ী অমিত সাহার কথায়, 'রাস্তার উপর গাড়ি পার্কিং ছাড়া ক্রেতাদের দোকানে ঢোকার উপায় নেই। এর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। আশাকরি কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করবে।'

ইসলামপুর লাগোয়া বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার প্রচুর মানুষ চিকিৎসা এবং ব্যবসায়িক কারণে ইসলামপুরে যাতায়াত করেন। ফলে দিন-দিন ভিড় বাড়ছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পুর টার্মিনাস, পিডব্লিউডি মোড়, চৌরঙ্গি মোড়, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, আশ্রমপাড়া মোড় রাজ্য সড়কের এই কয়েকটি স্থানেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর বাইরে শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাজার, নিউটাউন রোড সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ভিড় ও যানবাহন সামাল দেওয়ার কেউ থাকে না। শহরের ভিআইপি রাস্তা বলে পরিচিত নিউটাউন রোড অবৈধ দখল ও অবৈধ পার্কিংয়ের আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। একইভাবে বিহারে সংযোগকারী শীতলপুর রোডে অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও ৭ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে বাজার এলাকা। সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার বাজারে হাট বসে। কিন্তু বাজার এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যত লাটে।

শারদ সম্মানে প্রথম দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : বাঘা যতীন পার্কে রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হল। পাশাপাশি এবছরের শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হল বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী সহ পুরনিগমের মেয়র পারিষদরা। শিলিগুড়ির পাঁচটি ক্লাবকে শারদ সম্মান তুলে দেওয়া হয়। শারদ সম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করা দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভারতনগর তরুণ তীর্থ ক্লাবকে ২৫ হাজার, তৃতীয় স্থানে থাকা শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘকে ২০ হাজার, চতুর্থ হওয়া সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটিকে ১৫ হাজার ও পঞ্চম শিলিগুড়ি সংঘশ্রীকে ১০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার ও স্মারক দেওয়া হয়।

কার্নিভালে অংশগ্রহণ করা ১২টি পুজো কমিটির মধ্যে থেকে তিনটি ক্লাবকে সেরা হিসাবে বেছে নিয়ে আর্থিক পুরস্কার ও স্মারক দেওয়া হয়। প্রথম হওয়া সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটিকে ৭৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাবু সিং স্পোর্টিং ক্লাবকে ৬০ হাজার ও তৃতীয় স্থানে শিলিগুড়ি সুব্রত সংঘকে ৫০ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার ও স্মারক দেওয়া হয়। কার্নিভালে অংশ নেওয়া বাকি ৯টি ক্লাবকে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও, গত বছরের ছটপুজো আয়োজনে সেরা পাঁচটি কমিটিকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম ১ নম্বর সন্তোষী ঘাটকে ২৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় নিউ প্রকাশনগর ছটপুজো সেবা সমিতিকে ১৫ হাজার, তৃতীয় পার্বতী ছটঘাটকে ১০ হাজার, চতুর্থ ২ নম্বর গঙ্গানগর ছটঘাটকে ৭ হাজার ও পঞ্চম লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ছটপুজো সমিতিকে ৫ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরনিগমের বিজয়া সম্মিলনিতে মেয়র গৌতম দেব। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

শিবলিঙ্গের আদলে মণ্ডপ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : হাতেগোনা আর ক'দিন পরেই কালীপুজো। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন রাস্তা আলোর মালায় সেজে উঠছে। এবছরের কালীপুজোতে ৩৫ ফুটের শিবলিঙ্গের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছে শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কালীপুজো কমিটি। এবছর এই পুজো ৩৯তম বর্ষে পদার্পণ করছে।

পুজো কমিটির সম্পাদক দেবাশিস ধর বলেন, 'মণ্ডপে ঢোকার মুখেই নজরে পড়বে ১৫ ফুটের শিবের মূর্তি। ভেতরে থাকবে ১৫ ফুটের কালী প্রতিমা।' এই পুজোর মণ্ডপ তৈরি করছেন প্রফুল্ল রায়।

একদিকে যখন বিশালাকার মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, তখন মাটির পুতুল দিয়ে মণ্ডপ সাজাচ্ছে নিউ টেনিস ক্লাব। ৫৭তম বর্ষে এই ক্লাবের থিম 'পট পুতুলের খেলাঘর।' ক্লাব সভাপতি পিন্টু ঘোষের কথায়, 'নবদ্বীপের শিল্পী নিয়ে এসে আমরা মাটির পুতুল দিয়ে মণ্ডপসজ্জা করছি। একসময় ছোটবেলায় খেলার সম্বল মাটির পুতুলের ঐতিহ্যই মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে।' নবদ্বীপের শিল্পী জগন্নাথ দেবনাথের হাত ধরে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ।

পর্যটকের ঢলের আশা পাহাড়ে

দীপাবলিতে আশায় বুক বাঁধছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর সময় পর্যটনে জোয়ারের আশা থাকলেও তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। যার জন্য সমাজমাধ্যমে পাহাড়ের রাস্তা বন্ধ নিয়ে অপপ্রচারকেই দুষছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বারবার ধসের কারণে রাস্তা বন্ধের খবর প্রচারের আলোয় আসায় অনেকেই আর সেভাবে এবার পুজোর সময় পাহাড়মুখো হননি।

ভোগান্তির আশঙ্কায় শেষমুহূর্তে পাহাড় সফর বাতিল করেছেন বহু পর্যটক। স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি নিয়ে হতাশ পর্যটনমহল। তবে দীপাবলি উৎসবে সেই ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে যাবে বলে আশায় বুক বাঁধছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এখনও পর্যন্ত যা খবর, আগেরবারের মতো না হলেও এবার তুলনামূলকভাবে ভালো বুকিং রয়েছে পাহাড়ে।

পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ধসের কারণে দুর্গাপুজোর আগে কয়েকটি রাস্তা সাময়িক বন্ধ ছিল ঠিকই, কিন্তু বন্ধের মেয়াদ কখনোই দীর্ঘ হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, দার্জিলিং পাহাড়ে যাওয়ার যে অন্য অনেক রাস্তা রয়েছে, সেই প্রচার না করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাস্তা বন্ধের ঢালাও অপপ্রচার করা হয়েছে।

পর্যটনের সঙ্গে যুক্তরা বলছেন, পুজোর আগে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক যথেষ্ট ভুগিয়েছে। সেই রাস্তা একদিন খোলা থাকলে পরদিনই হয়তো ফের বন্ধ হয়েছে। আবার ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ থাকায় যান চলাচলে প্রভাব পড়েছে। এছাড়া

> পুজোর সময় পাহাড়ের রাস্তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার হয়েছে। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পুজোর আগে পাহাড় সফর বাতিল করেছেন। যার প্রভাব পড়েছে পর্যটন ব্যবসায়।
>
> **সম্রাট সান্যাল**

মিরিক রোড, পানিঘাটার রাস্তায় ধস নেমে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। বাগ্রাকোট থেকে রানিপুল পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ভাঙনের ফলে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত রাস্তা পুজোর সময় খুলে গেলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রচার হয়নি সেভাবে।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'পুজোর সময় পাহাড়ের রাস্তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার হয়েছে। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পুজোর আগে পাহাড় সফর বাতিল করেছেন। যার প্রভাব পড়েছে পর্যটন ব্যবসায়।'

তবে এবার দীপাবলিতে পাহাড়ে পর্যটকের সংখ্যা দুর্গাপুজোর থেকে বেশি থাকবে বলে মনে করছেন পর্যটনের সঙ্গে যুক্তরা। তাঁদের কথায়, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর তো কারও হাত নেই ঠিকই। তবে পাহাড়ে আসার প্রচুর বিকল্প রাস্তা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রচার সেভাবে করা হয়নি। পাহাড়ে গিয়ে যদি আটকে পড়তে হয়, এমন আশঙ্কা জন্মেছিল অনেকের মধ্যে।' তবে দীপাবলিতে পাহাড়ে এবার পর্যটকরা আসবেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। সেই কারণে বুকিংও অনেক জায়গায় শেষ হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসুর কথায়, 'শুধু ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নয়, পর্যটক কম আসার অনেক কারণ ছিল। তবে এবার কালীপুজোর সময় প্রচুর পর্যটক আসবেন বলে আমরা আশাবাদী। দুর্গাপুজোর সময় যে ক্ষতি হয়েছে, তা দীপাবলির সময় অনেকটা পুষিয়ে যাবে বলে আমরা মনে করছি।'

পরপর দীপাবলি, কালীপুজো ও ছটপুজো। কোচবিহারের বাজারে বিক্রি হচ্ছে পুজোর সামগ্রী।

মানিকচকে বিজয়া সম্মিলনি ঘিরে বিতর্ক

তৃণমূলের মঞ্চে আইসি

আজাদ

মানিকচক, ২৭ অক্টোবর : শাসকদলের অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে বসে আছেন পুলিশকর্তা। মানিকচক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠান। আর সেখানেই অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে তৃণমূলের মঞ্চে হাজির মানিকচক থানার আইসি সুবীর কর্মকার। তৃণমূলের দলীয় নেতাদের সঙ্গে পুলিশের উর্দিতে মঞ্চে অতিথি আসনে উপবিষ্ট থানার বড়বাবু। শাসকদলের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার ওই ঘটনায় চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইসি সুবীর কর্মকার।

ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে মানিকচক ব্লক কমিউনিটি হল চত্বরে রবিবার বিকাল তিনটা নাগাদ অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মিলনি ও শারদ সম্মান অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরেই ছিল সাজোসাজো রব। মানিকচক ব্লক কমিউনিটি হল চত্বর এলাকা সাজিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূলের দলীয় পতাকা ও ব্যানারে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের আমন্ত্রণে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে হাজির হন দলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা। এই অনুষ্ঠানে মানিকচকের বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটিকে শারদ সম্মানও দেওয়া হয়।

মঞ্চে অতিথি আসনে উপবিষ্ট ছিলেন মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ জেলার তাবড় তৃণমূল নেতারা। এহেন অনুষ্ঠানে দলীয় নেতাদের সঙ্গে মঞ্চে দেখা যায় সুবীর কর্মকারকে। মঞ্চের প্রথম সারিতে বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের ঠিক পাশে অতিথি হিসাবে বসেছিলেন মানিকচকের আইসি।

অতিথি হিসেবে বক্তব্যও পেশ করেন তিনি। আবদুর রহিম বক্সীকেও বিধায়ক নয় মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি হিসেবে নিজের বক্তব্যে সম্বোধন করেন আইসি সুবীর কর্মকার। শাসকদলের জেলা সভাপতিও ওই ঘটনায় কোনও ভুল দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'তৃণমূলের পরিচালনায় হলেও এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অনুষ্ঠান। তাই এরকম অনুষ্ঠানে আইসি সাহেব-এর আসা কোনও ভুল নয়।' ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে চরম কটাক্ষ বিরোধীদের। মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন মানে তৃণমূল আর তৃণমূল মানে পুলিশ প্রশাসন। একেবারে একে অপরের পরিপূরক। তাই তৃণমূলের মঞ্চে পুলিশ বা প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতি বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক। আবার এটাও হতে পারে শাসকদলের নেতাকে খুশি করতে তৃণমূলের দলীয় অনুষ্ঠানে গেছেন আইসি।' সিপিএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহার অভিযোগ, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছি আমাদের রাজ্যে পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। তারই প্রমাণ তৃণমূলের মঞ্চে মানিকচক থানার আইসির উপস্থিতি। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে পুলিশ।'

সিতাইয়ে সবচেয়ে 'গরিব' প্রার্থী সংগীতা

কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে দাখিল করা নির্বাচনি হলফনামা অনুযায়ী চার দলের প্রার্থীর মধ্যে সবচেয়ে গরিব প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের সংগীতা রায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হলফনামায় নিজের স্বামী হিসাবে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার নাম দিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। বিতর্ক এড়াতে এবারের নির্বাচনে সংগীতা তাঁর স্বামীর নাম এড়িয়ে গিয়েছেন। সেই চাপানউতোরের মধ্যে হলফনামায় দাখিল করা সম্পত্তির হিসাবে মূল চার দলের প্রার্থীর মধ্যে সংগীতার সম্পত্তি সবচেয়ে কম।

নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। শুধু প্রার্থী ঘোষণাই নয়, প্রার্থীরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তাঁদের নির্বাচনি হলফনামাও দাখিল করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, সংগীতা তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ দেখিয়েছেন ২৭ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭০ টাকা। এর মধ্যে সোনা রয়েছে ৭ লাখ ৭৮ হাজার ১০০ টাকার। হলফনামায় সাংসদ স্বামীর নাম এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর সম্পত্তি এখানে যোগ হয়নি। এ ব্যাপারে জানতে একাধিকবার সংগীতাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) অবশ্য বললেন, 'আয়-ব্যয়ের হিসাব যার যেটা আছে, তাকে সেটা হলফনামায় দেখাতে হবে। এখানে লুকিয়ে রাখার কোনও ব্যাপার নেই।'

হলফনামায় বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায় এবং তাঁর স্ত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ সবমিলিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি। এর মধ্যে দীপক রায় তাঁর জমির দাম দেখিয়েছেন ৩৯ লাখ টাকা এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৮০৮ টাকা। স্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০০ টাকা।

সুবিচার চান মৃত গবেষক-ছাত্রীর ভাই

মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালকে ই-মেলে অভিযোগ

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : দিদির মৃত্যুর ঘটনার সুবিচার পাননি বলে অভিযোগ তুললেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত গবেষক ছাত্রীর ভাই। অভিযুক্ত অধ্যাপককে ১৫ দিনের মধ্যে সাসপেন্ড না করা হলে এবার শিক্ষা দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিচার পেতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ৫ মাস পরেও রহস্যের জট খোলেনি। গত ১৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এক ভাড়াবাড়িতে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর রহস্য দানা বাঁধে। ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধার্থশংকর লাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত অধ্যাপককে সাসপেন্ড করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, জেলে বসে থেকেই সম্পূর্ণ বেতন পেয়েছেন সেই অধ্যাপক। জামিন পেয়ে কাজে যোগ দিয়ে তিনি ক্লাসও নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কেন অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হল না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি, তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছে ওই ছাত্রীর পরিবার। মৃত্যুর বিচার পেতে নতুন করে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

বিচারপ্রার্থী

- ১৬ মে গবেষক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
- বিভাগীয় সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের
- জেলে থাকলেও তাঁকে সাসপেন্ড করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ
- ১৫ দিনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি মৃতার পরিবারের

ছাত্রীর ভাই বলেছেন, রেজিস্ট্রারের কাছে বারবার অভিযোগ জানানোর পরেও কোনও সুরাহা পাওয়া যায়নি। চাকরি স্থগিত না হয়ে পুনরায় কর্মজীবনে বহাল রয়েছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী চাকরি স্থগিত হওয়া আরও আগেই উচিত ছিল। এই অবস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না করলে শিক্ষা ভবনের সামনে পরিবারকে নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসব। পাশাপাশি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত যাব ও সিবিআই তদন্তের দাবি জানাব।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন ওই ছাত্রী। ২০২১ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগে গবেষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অভিযোগ, বিভাগীয় সুপারভাইজার সিদ্ধার্থশংকর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি রাখেননি তিনি। এমনকি জানাজানি করলে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন ওই সুপারভাইজার। আর তারপরই ওই ছাত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

একজন অধ্যাপক এত বড় কাণ্ড ঘটানোর পরেও কীভাবে কলেজে থাকতে পারেন? এই প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রবিবার ই-মেলে অভিযোগ জানিয়েছে ওই ছাত্রীর পরিবার।

অভিযুক্ত অধ্যাপককে একাধিক প্রশ্ন করা হলেও একটিও উত্তর দেননি তিনি। তিনি শুধু বলেন, 'ওই ছাত্রীর পরিবার যা খুশি তাই অভিযোগ করতেই পারে। আমি কোনও মন্তব্য করব না। যা বলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারই জানাবেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস জানিয়েছেন, 'সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিয়েছি। আগের রেজিস্ট্রার থাকাকালীন কী ঘটেছিল, তা পুরোপুরি জানা নেই। ফাইলপত্রে কী রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার পর এই বিষয়ে কথা বলতে পারব।'

রোগীর দেহ আটকে রাখায় উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : রোগী মারা যাওয়ার পর দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা দেহ আটকে রাখার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি সংলগ্ন কাওয়াখালির একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। পরিবারের লোকেরা দেহ না পেয়ে বিকেল থেকে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মাটিগাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। রাত ১২টা নাগাদ দেহ বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সপ্তাহখানেক আগে সুগার ও উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে তাপস ধর (৫৯) নামের এক ব্যক্তিকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এতদিন চিকিৎসা চলার পর রবিবার বিকাল ৪টা নাগাদ মৃত্যু হয় তাপসের। তিনি ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমরনগর বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাপসের ছেলে তুসন ধরের অভিযোগ, 'বিকেল থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরও দেহ দিতে গড়িমসি করা হয়েছে।' হাসপাতালের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'মেডিক্লেমের কাগজপত্র তৈরিতে দেরি হওয়ার কারণেই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।' দেহ আটকে রাখার অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্জন দত্ত, প্রাক্তন তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামীরা। ঘটনাস্থলেই হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

বাড়বে ভিড়

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, মূলত পুজোর পরদিন এই মন্দিরে ভক্তের ঢল নামলেও পুজোর রাতে গড়ে তিন-চার হাজার ভক্ত মন্দিরে উপস্থিত থাকেন।

বর্তমানে মূল ফটকটি বন্ধ থাকলেও মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা কিন্তু লেগেই আছে। আলিপুরদুয়ার থেকে তারকনাথ ভট্টাচার্য সম্প্রতি পরিবার নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরে আসা তারকনাথের কথায়, 'গতবছর পুজোর রাতে এখানে পুজো দেখে পরদিন সকালে প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছি। এবারও তেমনটাই ইচ্ছা আছে।' স্ত্রী জয়শ্রীকে নিয়ে শিলিগুড়ির বাসিন্দা শম্ভুনাথ সেন মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। মূল ফটক বন্ধ দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে বললেন, 'এত কষ্ট করে এসেও মায়ের দেখা পেলাম না। পুজোর পরদিন সকালে আবার আসব।' মন্দির কমিটির সম্পাদক সুব্রত সাহা অবশ্য কিছুটা চিন্তায়, 'সেবকে আজকাল বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাই এ নিয়ে বেশ চিন্তায় আছি। বৃষ্টি হলে ভক্তদের এখানে আসতে সমস্যা হবে।' প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে আরও তিনজন পুরোহিত এবার পুজোয় বসবেন। বুধবার রাত সাড়ে ৮টা থেকে পুজো শুরু হয়ে রাতভর চলবে। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

শেষ ইচ্ছায় ইতি প্রথায়

প্রথম পাতার পর

তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে অভিজিৎ রায় পুজোর হাল ধরেন। পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অভিজিৎ বর্তমানে শিলিগুড়িতে থাকেন। প্রতি বছর পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে আসেন। যদিও জোতদারের অধীনে এখন আর আগের মতো জমি নেই। তবে প্রজারা এলাকায় আছেন। তাই পুরোনো ঐতিহ্য মেনে এই পুজোয় এলাকার সবাই শামিল হন।

শুরু থেকে এখানকার প্রতিমা মন্দিরেই তৈরির নিয়ম। জোতদারের আমলে পশ্চিম সিরুবাড়ির সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল কালী প্রতিমা তৈরি করতেন। এখন তাঁর ছেলে গোবিন্দ পাল মন্দিরে এসে শ্যামাকালীর প্রতিমা তৈরি করছেন। পুজোর রাতেও তিনি মন্দিরে এসে মায়ের চক্ষুদান করবেন। গোবিন্দর কথায়, 'নিরামিষ খেয়ে ধোয়া পোশাক পরে এই প্রতিমা তৈরির নিয়ম। সেই প্রথা মেনেই কাজ চলছে।' তবে জোতদারবাড়ির এই পুজোর পর মন্দিরে কিন্তু কালী প্রতিমা রাখা হয় না।

স্থানীয়রা জানান, একবার প্রতিমা রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেবার প্রতিমার গায়ে কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। সেই ঘটনাকে অমঙ্গল হিসেবেই বাসিন্দারা মানেন। তাই প্রতিবার পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। গোটা বছর অবশ্য মন্দিরে ঘটপুজো হয়। স্থানীয়দের কাছে এই মা কালী জাগ্রত। তাই এখানে অনেকেই মানত করেন। আশপাশে কারও বাড়িতে অনুষ্ঠান হলেও মন্দিরে এসে আগে পুজো দেন।

এখানকার বলি নিয়ে বহু কথাই আছে। মৃত্যুর আগে জোতদারের স্ত্রী কেন সেই বলি বন্ধের নির্দেশ দেন তা স্পষ্ট নয়। ছেলে অভিজিতের বক্তব্য, 'মা কেন এমনটা বলে গিয়েছিলেন জানা নেই। তবে মায়ের নির্দেশ মেনেই শেষটায় বলিপ্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'এখন বিজ্ঞানমনস্ক সচেতন বাসিন্দারাও বলির বিপক্ষে। মৃত্যুর আগে মাও হয়তো তা বুঝতে পেরেছিলেন।'

স্থানীয় পুজো উদ্যোক্তা উজ্জ্বল ঠাকুরের কথায়, 'বলি না হলেও নিয়মনিষ্ঠা সহকারেই গোটা পুজো হবে। ভক্তরা মায়ের নামে পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করতে পারবেন।'

শিশুমৃত্যু নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

শিশুকে না দেখেই বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আমাদের কোনও অনুরোধই শোনেননি। কিন্তু ওর মা দোলনা খাতুন তাকে কোলে করে জরুরি বিভাগ থেকে বের হওয়ার পরেই ফের হাত-পা ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার শিশুটিকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাই। কর্তব্যরত চিকিৎসক সেই সময় শিশুকে দেখে দ্রুত ভর্তি করার নির্দেশ দেন। আমরা কান্নাকাটি শুরু করায় ওই চিকিৎসক আমাদের কটুকথা বলে ধমক দেন।'

শিশুটির মা এদিন হাসপাতালে বসে কাঁদতে কাঁদতে বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রথমবার যদি ওই ডাক্তার আমার ছেলেকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতেন তাহলে হয়তো ছেলে বেঁচে যেত। আমার একটাই ছেলে। সেটাকেও কেড়ে নিল এই হাসপাতাল।' এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই খোলাইবকতরি থেকে প্রচুর মানুষ হাসপাতালে চলে আসেন। তাঁরা অভিযুক্ত চিকিৎসককে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। একবার পুলিশকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাঁরা জরুরি বিভাগে ঢোকার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি বুঝে শিলিগুড়ি থানার আইসির নেতৃত্বে প্রচুর ফোর্স, উইনার্সবাহিনী হাসপাতালে মোতায়েন করা হয়। দুপুর নাগাদ শিশুটির বাবাকে ডেকে মরদেহ হস্তান্তর করে একটি অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুরেই চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে পরিবারের তরফে থানায় চিকিৎসক অমিত দত্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাদক সহ গ্রেপ্তার ১

কিশনগঞ্জ, ২৭ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের গলগলিয়া থানার পুলিশ ও এসএসবি'র যৌথ অভিযানে রবিবার সকালে হাতিডুবা রোডের শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের কাছে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মহম্মদ মুরাদ ঠাকুরগঞ্জ এলাকার চুরলীহাটের বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি বাইকে করে মাদক নিয়ে নেপালের দিকে যাচ্ছিল। সোমবার ধৃতকে কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হবে।

মডেল ফালাকাটা

ফালাকাটা, ২৭ অক্টোবর : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। পুরভোটের সময় ফালাকাটায় বাড়ি বাড়ি একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে ভোটটা কেন তাঁদের দিতে হবে, সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা। পাশাপাশি পাড়া ও খুলি বৈঠকও করেছিলেন। ফলও মিলেছিল হাতেনাতে। প্রথমবার ভোটেই ফালাকাটা পুরভোটে একেবারে বিরোধীশূন্য বোর্ড গড়তে পেরেছে তৃণমূল। এবার সেই স্ট্র্যাটেজি মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কাজে লাগাতে চাইছে ঘাসফুল নেতৃত্ব। আর প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছেন সেই ফালাকাটার নেতারাই।

খোদ জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের নেতৃত্বে ফালাকাটা শহরে টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে থেকে শুরু করে মহিলা, শিক্ষক সংগঠন একেবারে পড়ে থেকে প্রচার শুরু করেছে। ফালাকাটা মডেলেই মাদারিহাট নিয়ে তাই আশাবাদী তৃণমূল। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'জেলা সভাপতির নির্দেশে আমরা ফালাকাটা পুরভোটে একেবারে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করেছিলাম। এর জন্য বিশেষ কিছু পন্থা আমরা অবলম্বন করেছিলাম। সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়েই এবার আমরা মাদারিহাট উপনির্বাচনেও ঝাঁপিয়ে পড়েছি।' তাঁদের বিশ্বাস, মাদারিহাটের মানুষ ফালাকাটার মতোই ঘাসফুলের উপরই ভরসা করবেন।

ফালাকাটার আরেক পোড়খাওয়া নেতা রাজু মিশ্র বলেন, 'ফালাকাটা পুরভোটে আমরা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকেই হাতিয়ার করেছিলাম। মাদারিহাটের মানুষকে বলছি আমাদের দেড় বছর সময় দিতে। এই সময় বাসিন্দাদের উন্নয়নমূলক কাজ করে আমরা দেখাতে চাই।

সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর : তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের বিরুদ্ধে অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল সিতাইয়ের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের তীর্থ মহারাজের বিরুদ্ধে। এনিয়ে মেটেলি থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে নাথো মুন্ডার তরফে। অভিযোগকারীর কথায়, 'যে ভাষায় ওই সন্ন্যাসী তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের অপমান করেছেন, তা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুই তো তফশিলি উপজাতিভুক্ত। আমরা এর কড়া প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

সংশোধনী

রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তিনের পাতায় 'নগেনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ' খবরে নগেনের বিরুদ্ধে নয়, তীর্থ মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়তে হবে।

জোট মর্ম ভুলে গেলে সাফল্য দূর অস্ত ভাইবোনের

প্রথম পাতার পর

সোনিয়া গান্ধি তাঁর উত্তরাধিকার প্রিয়াংকাকেই দিয়ে যাবেন, রাহুলকে নয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য প্রিয়াংকার বদলে রাহুল রাজনীতিতে প্রথম পদার্পণ করেছেন। আর এখন সোনিয়ার ইচ্ছাতেই প্রিয়াংকা ওয়েনাড়ে প্রার্থী হয়েছেন।

প্রশ্নটা এখানেই আসছে। রাহুল-প্রিয়াংকার যৌথ নেতৃত্ব কংগ্রেসের হৃত গৌরব কতখানি ফিরিয়ে আনতে পারবে। রাহুল-প্রিয়াংকার চলার পথটি এখনও অতটা মসৃণ নয়। গান্ধি পরিবারের সদস্যদের কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেখলে দলের সমর্থকরা উৎসাহী হয়ে ওঠেন ঠিকই, তাতে হয়তো কিছুটা লাভবানও হয় কংগ্রেস, কিন্তু শুধু এতেই কংগ্রেসকে দিল্লি দখলের জায়গায় ফিরিয়ে আনা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ বিজেপি নামক যে দলটির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সর্বক্ষণ লড়তে হচ্ছে সেই দলটি নির্বাচনি রাজনীতির নানাবিধ কৌশল নির্মাণে অনেকটাই দড়।

বিজেপির আগ্রাসী হিন্দুত্ব এবং জাতপাতের রাজনীতির সামনে গত এক দশকে কংগ্রেসকে অনেকটাই পিছু হটতে হয়েছে। তদুপরি হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং সেইসঙ্গে গোষ্ঠী রাজনীতি দলকে আরও হীনবল করেছে।

গত নির্বাচনে কংগ্রেসের কিছু সাফল্য এসেছে ইন্ডিয়া জোটে তার শরিকদের কাঁধে ভর করে। এটাও স্বীকার করতেই হবে, লোকসভা নির্বাচনে শরিকদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার বিষয়ে রাহুল নিজে আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে প্রিয়াংকাও উদ্যোগী হয়েছিলেন। অখিলেশ যাদবের সঙ্গে রাহুল-প্রিয়াংকার সুসম্পর্ক সেক্ষেত্রে অনেকটাই কাজে লেগেছিল। কিন্তু রাহুল-প্রিয়াংকা শরিকদের সম্পর্কে যে নমনীয়তা দেখাতে পেরেছিলেন, সেই নমনীয়তা অনেক রাজ্যেই কংগ্রেস নেতারা দেখাতে পারেননি। তার ফল ভোগ করতে হয়েছিল কংগ্রেসকে। তার প্রমাণ বিগত মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় বিধানসভার নির্বাচন।

কিন্তু কংগ্রেসের মতো একটি দল যখন একক শক্তিতে দিল্লি দখলের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, শরিকদের ওপর ভর করেই তাকে পথ চলতে হয়, তখন পুরোনো ঘিয়ের গন্ধ তাকে শুঁকলে চলে না। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের যে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে উচ্ছ্বসিত হয়েছে কংগ্রেস, সেখানেও ওমর আবদুল্লার হাত না ধরলে কংগ্রেসের পক্ষে এই সাফল্য সম্ভব হত না।

কংগ্রেস নেতাদের সমস্যা জয়ের আস্বাদ পেলেই তাঁরা এই বাস্তবটি ভুলে যান। জম্মু -কাশ্মীরের সাফল্যের পাশাপাশি কিন্তু হরিয়ানায় জেতা লড়াই হেরে বসে আছে কংগ্রেস। তার বড় কারণ, জয়ের আগেই জেতার বিষয়ে অতি আত্মবিশ্বাস এবং শরিকদের অগ্রাহ্য করার মানসিকতা। হরিয়ানায় বিজেপি জাতপাতের রাজনীতির যে চাল চেলেছিল আত্মবিশ্বাসে ভুগতে থাকা কংগ্রেস তার ঠিকঠাক মোকাবিলাই করতে পারেনি। সামনেই উত্তরপ্রদেশে এবং অসমে কয়েকটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। মহারাষ্ট্র বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনগুলিতে লড়ার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস তার জোট মানসিকতার পরিচয় দেখাতে পারছে না। উত্তরপ্রদেশ এবং অসম দুটি রাজ্যেই কংগ্রেসের মনোভাবে ক্ষুব্ধ তার জোট শরিকরা। অসমে বিরোধী জোট থেকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েছে তার শরিকরা। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব কংগ্রেসের ওপর বিরক্ত হয়ে সবক'টি আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়ে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র যেখানে এবার ইন্ডিয়া জোটের জেতার সম্ভাবনা প্রবল সেখানেও আসন নিয়ে অবাস্তব সব দাবি তুলতে শুরু করেছে কংগ্রেস। এরপর এইসব রাজ্যে বিরোধী জোটের ফল যদি খারাপ হয় তার অনেকটা দায় কংগ্রেসকেই নিতে হবে।

দরকষাকষি করার জায়গায় যে কংগ্রেস এখন নেই এটা রাহুল-প্রিয়াংকাকেও বুঝতে হবে। দলের নেতাদেরও বোঝাতে হবে তাঁদের। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগতে থাকা নরেন্দ্র মোদিকেও কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠেলায় পড়ে শরিকদের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। মোদি এক্ষেত্রে রাহুল-প্রিয়াংকার সামনে বড় উদাহরণ হতে পারেন। জোট বিনা আপাতত কংগ্রেসকে সাফল্য এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাহুল-প্রিয়াংকার নেই। জোট রাজনীতির এই নমনীয়তা যদি রাহুল-প্রিয়াংকা দেখাতে পারেন, জোট রাজনীতির নমনীয়তা সম্পর্কে যদি দলের নেতাদের সচেতন করে তুলতে পারেন, তবে সুদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে আবার তাঁরা সুদিন ফিরিয়ে দিতে পারবেন। সে পর্যন্ত তাঁদের ধৈর্য ধরতেই হবে। গান্ধি পরিবারের পুরোনো ঘিয়ের গন্ধ শুঁকে মাতোয়ারা হয়ে থাকলে চলবে না।

ঠিকাদারদের মর্জিতে

প্রথম পাতার পর

আবেদন আসার পরে হচ্ছে টেন্ডার। সূত্রের খবর, পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হলে কমিশন সবচেয়ে বেশি দিতে হয়। তাই দপ্তরের একাংশ বিটুমিনের রাস্তাকেও পেভার্স ব্লকের রাস্তা হিসাবে বানানোর জন্য চাপ দেয়। ফলে ইদানীং বিটুমিন অর্থাৎ পিচের রাস্তার চেয়ে পেভার্স ব্লকের রাস্তা হচ্ছে বেশি। প্রচার করা হচ্ছে, সেটা নাকি বেশি টেকসই।

বিরাটদের দিকে আঙুল তুলছেন ইরফান

ফাইনালের রাস্তা কঠিন কুম্বলে

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : সহজ অঙ্কটা গুলিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে এখনও শীর্ষে থাকলেও ফাইনালের রাস্তা কঠিন সিরিজ হেরে। চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে ভারতের বাকি ৬টি টেস্টের মধ্যে এখন গোটা চারেক জিততে হবে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে। একটি চলতি সিরিজের মুম্বই টেস্ট। পরের পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।

অঙ্ক মেলানো যে সহজ নয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরদেরও। সিরিজ হারের লজ্জার মাঝে যা চাপ বাড়িয়েছে ভারতীয় থিংটক্যাংকের। পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে দলগত ক্রিকেটে জোর দেওয়ার পরামর্শ অনিল কুম্বলের। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, বাকি ছয় ম্যাচে টিম হিসেবে ঝাঁপাতে হবে।

১৩ ম্যাচ খেলে ভারতের ৮টি জয়, ৪টিতে হার। ১টি ড্র। ৬২.৮২ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০%), শ্রীলঙ্কা (৫৫.৫৬%), নিউজিল্যান্ড (৫০.০০%)। বর্তমানে ৫ নম্বরে থাকলেও ফাইনালের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও (৪৭.৬২%)। কারণ, শেষ দুইটি সিরিজই তারা খেলবে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের যে অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে কুম্বলে বলেছেন, 'সিরিজ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া। কিন্তু বাকি ম্যাচগুলির মতো শেষ টেস্টেও গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছে। ডব্লিউটিসি-র মজা এখানেই। জোড়া হারে নিজেদের অবস্থা ইতিমধ্যেই কঠিন করে ফেলেছে ভারত। অথচ, সিরিজ শুরুর আগে বলছিলাম, বাকি ম্যাচগুলির মধ্যে ৫টি জিতে অনায়াসে ফাইনালে চলে যাবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এখন বাকি ছয়ের চারটিতে জিততেই হবে। সবকয়টি ম্যাচই কঠিন। একটা আত্মবিশ্বাসে ফুটতে থাকা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। পরের পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ায়।' ভারতের সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিকের মতে, বোলারদের কারণেই এখনও পর্যন্ত শীর্ষে রয়েছে ভারত। কিন্তু ব্যাটারদের এগিয়ে আসতে হবে। 'গত দুই অজি সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে ভারত। কিন্তু ফাইনালের অঙ্ক মেলাতে যে সিরিজ আরও উত্তেজক। দলগত ক্রিকেট জরুরি। সত্যি বলতে, ব্যাটিং হতাশ করছে। তারপরও এখনও শীর্ষে থাকার কারণ, বোলাররা ম্যাচে ২০ উইকেট নিচ্ছে। ব্যাটিংয়ে উন্নতি দরকার। রান করতে হবে ব্যাটারদের।'

দলের সিনিয়ার সদস্য হিসেবে যে দায়িত্বের কথা ইরফান পাঠান মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। সামাজিক মাধ্যমে ইরফান লিখেছেন, 'সাবাস নিউজিল্যান্ড, ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতার জন্য। ভারতীয় দলের ক্ষেত্রে বলব, সিনিয়ারদের এগিয়ে আসতে হবে। ক্রিকেটের সেরা ফরম্যাটে নিজেদের মেলে ধরতে হবে। পরবর্তী তিন মাস নিশ্চিতভাবে (অজি সফর ধরে) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওদের জন্য।'

দীনেশ কার্তিক আবার জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। ভারতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের যুক্তি, হোয়াইটওয়াশ বা অন্য যে চাপই থাকুক না কেন, বুমরাহকে খেলালে ভুল করবে ভারত। সামনে কঠিন ও লম্বা অজি সফর। তার আগে বুমরাহর পর্যাপ্ত বিশ্রাম জরুরি। মুম্বই টেস্টে বুমরাহর জায়গায় মহম্মদ সিরাজ খেলুক।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের অঙ্ক

- ১৩ ম্যাচ খেলে ভারতের ৮টি জয়, ৪টিতে হার। ১টি ড্র।
- ৬২.৮২ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে টিম ইন্ডিয়া শীর্ষে থাকলেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০%), শ্রীলঙ্কা (৫৫.৫৬%), নিউজিল্যান্ড (৫০.০০%)।
- বর্তমানে ৫ নম্বরে থাকলেও ফাইনালের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও (৪৭.৬২%)।
- কারণ, শেষ দুইটি সিরিজই প্রোটিয়ারা খেলবে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

ক্যাপ্টেন রোহিতকে সতর্ক হতে বলছেন মঞ্জরেকার

সবে দায়িত্ব নিয়েছে, গম্ভীরের পাশে শাস্ত্রী

ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশের আশঙ্কা গ্রাস করছে গৌতম গম্ভীর-রোহিত শর্মার দলকে।

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় সবে পা দিয়েছেন। হাতে সদ্য টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলের ভার। গুরুদায়িত্বের শুরুটা অম্লমধুর। শ্রীলঙ্কার মাটিতে ওডিআই সিরিজ হারের পর নিউজিল্যান্ডের হাতে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খোয়ানো। উত্তাপ ভালোমতোই টের পাচ্ছেন ভারতীয় দলের নতুন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর।

বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের পাশাপাশি সমর্থক-সমালোচকদের নিশানায় হেডস্যার গম্ভীরও। কঠিন সময়ে অবশ্য গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, সবে দায়িত্ব নিয়েছে। সব বুঝে নিতে কিছুটা সময় প্রাপ্য। এত তাড়াতাড়ি কাঠগড়ায় তোলা অযৌক্তিক।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডকোচ শাস্ত্রী বলেছেন, 'দুই টেস্টেই আধিপত্য দেখিয়ে ভারতকে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। যথেষ্ট ভাবার বিষয়। গৌতম গম্ভীর সবে দায়িত্ব নিয়েছে। ভারতের মতো সমর্থকপুষ্ট দলকে সামলানো সহজ নয়। সবে ওর কোচিং কেরিয়ার শুরু হয়েছে। আশা করি, দ্রুত শিখে নেবে।' ১৮টি হোম সিরিজের পর বিজয়রথ থমকে গিয়েছে। চুরমার ঘরের মাঠে ১২ বছর অপরাজিত থাকার তকমা।

ব্যর্থতার জন্য কোচকে দুষতে নারাজ সঞ্জয় মঞ্জরেকারও। বরং রোহিতকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রাক্তন ব্যাটার। পুনে টেস্টে হারের পর মঞ্জরেকার বলেছেন, 'প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ৪৬ রানে আউটই সিরিজের ভাগ্য কার্যত গড়ে দেয়। স্কোরটা ৪৬-এর বদলে ১৮০ হলে গল্পটা অন্যরকম হত। একাধিক ভুল পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরজন্য গৌতম গম্ভীরকে কাঠগড়ায় তুললে বড় ভুল হবে। আমি মনে করি, ক্রিকেটে দলগত পারফরমেন্সে কোচদের ভূমিকা খুব সামান্য। অধিনায়কই সব। সেক্ষেত্রে রোহিতকে সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে।'

ভুল ধরিয়েও দিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সরফরাজ খানের আগে ওয়াশিংটন সুন্দরকে নামানোর কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না মঞ্জরেকার। বলেছেন, 'বাঁহাতি বলে ব্যাটিং অর্ডার বদল করে আগে সুন্দরকে নামানো হয়েছে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত বন্ধ হওয়া উচিত। এসব টি২০ ফর্ম্যাটে ঠিক আছে, টেস্টে নয়। রোহিতের উচিত সবদিক খতিয়ে পদক্ষেপ করা।' ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর মদন লাল আবার অসন্তোষ উগরে দিলেন পিচ নিয়ে। অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'ব্যর্থতার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এই ধরনের পিচের কোনও যৌক্তিকতা নেই। জানি না, কার নির্দেশে এরকম পিচ হয়েছে। আমাদের পেস আক্রমণ, স্পিন ব্রিগেড, দুটোই শক্তিশালী। পিচেও সেই ভারসাম্য প্রয়োজন ছিল। এ তো নিজেদের তৈরি ফাঁদে নিজেরাই পরা। ঘরের মাঠে এরকম ভুল মেনে নেওয়া যায় না।'

খেলায় আজ

১৯৮৬ : ফয়সালাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৪০ রান তাড়া করতে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রানে অল আউট হয়। পাক লেগস্পিনার আব্দুল কাদির ১৬ রানে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট।

ভাইরাল

রক্ত ঝরিয়ে নায়ক সাজিদ

রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করার সময় রেহান আহমেদের বোলিংয়ে শট খেলার সময় সাজিদ খানের চোয়ালে বল লাগে। দ্রুত ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে জার্সি ভিজিয়ে দেয়। অবিচলিত সাজিদ প্রাথমিক চিকিৎসার পর জার্সি বদলে ৪৮ বলে অপরাজিত ৪৮ রান করেন। বল হাতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নেন। তাঁর এই নায়কোচিত কীর্তি সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসা পাচ্ছে।

স্পোর্টস কুইজ

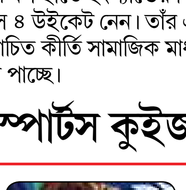

১. বলুন তো ইনি কে?

২. মাত্র দুইজন ভারতীয় দাবাড়ু ২৮০০ পয়েন্টের গণ্ডি টপকেছেন। কী নাম তাঁদের?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ভিনিসিয়াস জুনিয়ার
২. জর্জ উইয়া।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলেশ হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, সুজন মহন্ত, নির্মল সরকার, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, রুদ্র নাগ, বিনায়ক রায়, ঋক বসু।

'সামিকে না পাওয়া ক্ষতি ভারতের'

মেলবোর্ন, ২৭ অক্টোবর : হুংকার, হুমকি ছিলই।

চেনা মেজাজে মনস্তাত্ত্বিক খেলাও শুরু করে দিয়েছেন প্যাট কামিন্সরা। এবার সেই দলে অস্ট্রেলিয়ার হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও। ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, মহম্মদ সামির অনুপস্থিতি 'দুর্বল' করবে ভারতীয় বোলিংকে।

ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া সফরের ১৮ সদস্যের টেস্ট দল ঘোষণা করেছে ভারত। উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি মহম্মদ সামি। গোড়ালির চোট কাটিয়ে এখনও ম্যাচ ফিট নন। আর সামির অনুপস্থিতি নিয়ে অজি কোচের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'ওর অনুপস্থিতি ভারতীয় দলের জন্য বড় ক্ষতি।'

এক সাক্ষাৎকারে ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'নাছোড় মনোভাব, লাইন-লেংথের কথা বলে থাকে আমাদের ব্যাটাররা। স্কিলের নিরিখে জসপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সামি পরস্পরের পরিপূরক। আমি মনে করি, সামির অনুপস্থিতিতে যে সুবিধা হাতছাড়া হবে ভারতের। নিশ্চিতভাবে ওদের জন্য বড় ক্ষতি। সামিকে মিস করবে ওরা।'

বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে দলে একঝাঁক পেসার। দিল্লি রনজি দলের হরসিৎ রানার সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের পেস-অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডির সঙ্গে আকাশ দীপ ও প্রসিধ কৃষ্ণা ডাক পেয়েছেন। ম্যাকডোলান্ড ভারতীয় পেস ব্রিগেডের যে রিজার্ভ বেঞ্চকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

সমীহের সুরেই তাঁর মন্তব্য, 'তবে সামি না থাকলে ওদের বোলিংকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না। গতবার কী হয়েছে, আমরা সবাই জানি। রিজার্ভ বেঞ্চের ক্রিকেটাররা তাদের কাজটা সেরে দেয়। তাই ওদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনও যুক্তি নেই।'

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে এবার অজি কোচ

অজি থিংকট্যাংকের মূল চিন্তা আপাতত ওপেনিং কম্বিনেশন। উসমান খোয়াজার পার্টনার নিয়ে দোলাচলের মাঝে উঁকি মারছে একাধিক নাম। বাড়তি গুরুত্ব নিউ সাউথ ওয়েলসের টিনএজার স্যাম কোনস্টাসকে। ম্যাকডোনাল্ডও সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে বলেন, 'সেরা টিমই বেছে নেব আমরা। যদি তরুণ প্লেয়ার সেই কম্বিনেশনে ঠিকঠাক হয়, সেই পথেই হাঁটব আমরা। অনেকে বলছেন, তরুনদের নিয়ে ধীরে চলা উচিত। তবে কেউ যদি টেস্টের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে অবশ্যই তার কথা ভাবা হবে। স্যাম যোগ্য হলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।'

উত্তর মিলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের পর (১০ নভেম্বর শেষ হবে)। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় 'এ' ম্যাচের পরই টেস্ট দল ঘোষণা করা হবে। চলতি শেফিল্ড শিল্ডের পাশাপাশি 'এ' ম্যাচের পারফরমেন্স গুরুত্ব পাবে যেখানে।

স্যাম কোনস্টাস ছাড়াও যেখানে 'এ' সিরিজে খেলবেন ওপেনিংয়ের দৌড়ে থাকা ক্যামেরন ব্যানক্রফট, মার্কাস হ্যারিস, ম্যাথুউ রেনশ-রাও। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে সাফল্যে খুলে যেতে পারে টেস্ট দলের দরজা।

সাদা বলে পাকিস্তানের নয়া অধিনায়ক রিজওয়ান

লাহোর, ২৭ অক্টোবর : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া ও জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়ক করা হল মহম্মদ রিজওয়ানকে। সহ অধিনায়ক সলমান আলি আঘা। সেইসঙ্গে দলে ফিরলেন বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শা। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হারের পর এই তিন ক্রিকেটার বাদ পড়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামবে। কিন্তু জিম্বাবোয়ে সফরে তরুণদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই জিম্বাবোয়ে সফরের দলে নেই বাবর, শাহিন ও নাসিম। সেইসঙ্গে অধিনায়ক রিজওয়ানও জিম্বাবোয়েতে টি২০ সিরিজে খেলবেন না। রবিবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি মহসিন নাকভি বলেছেন, 'রিজওয়ানের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সেইসঙ্গে আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদেরও সুযোগ দিতে হবে।' ৪-১৮ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি একদিনের ও তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। তারপর ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জিম্বাবোয়ে সফরেও রয়েছে তিন ম্যাচের ওডিআই ও টি২০ সিরিজ।

একইদিনে পাক বোর্ড ২০২৪-'২৫ মরশুমের জন্য ২৫ জন ক্রিকেটারকে কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় এনেছে। বাবর, রিজওয়ানরা 'এ' ক্যাটিগোরিতে রয়েছেন। অন্যদিকে, টেস্ট থেকে বাবরের বাদ পড়া নিয়ে বোর্ডের সমালোচনা করা ফখর জামান চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন। বর্তমানে 'বি' ক্যাটিগোরিতে রয়েছেন শাহিন, নাসিম ও টেস্ট অধিনায়ক শান মাসুদ।

অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ রিজওয়ান। রবিবার।

স্মিথের বিশ্ব টেস্ট একাদশের ওপেনার রোহিত

কোচ গম্ভীরের নয়া 'ফতোয়া'

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : জোরদার ধাক্কা! ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টে হার। সঙ্গে ১২ বছর পর ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারের লজ্জা। সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। বিশেষ করে ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলা মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে টিম ইন্ডিয়া কীভাবে এমন ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ায়, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে ক্রিকেটমহলে।

> রোহিত অত্যন্ত বিপজ্জনক ক্রিকেটার। নতুন বলে শুরুতেই খেলার ভাগ্য গড়ে দিতে পারে ও। ব্যাট হাতে রোহিত যেমন দুর্দান্ত সব শট খেলতে পারে, তেমনই ওর ডিফেন্সও দারুণ।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

এমন অবস্থায় মিচেল স্যান্টনারদের বিরুদ্ধে তিনদিনে পুনে টেস্ট হারের পর টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে দুই ধরনের ছবি সামনে আসছে। এক, কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁর দলের জন্য নয়া ফতোয়া জারি করেছেন। যেখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সাফল্যের জন্য আরও কঠিন অনুশীলন করতে হবে। টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনের প্রথা শেষ করার কথা জানিয়েছেন কোচ গম্ভীর। এর ফলে ১ নভেম্বর থেকে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্টের আগে পুরো দলকেই দুটি অনুশীলন সেশনে হাজির থাকতে হবে। দুই, টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর যেদিন দলের অনুশীলন নিয়ে এমন ফতোয়া জারি করেছেন, সেদিনই ভারতের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়ায় থাকা স্টিভেন স্মিথ একটি বিশ্ব একাদশ গড়েছেন। সেই দলের ওপেনার হিসেবে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, রোহিতকে 'অতি বিপজ্জনক' ক্রিকেটার আখ্যা দিয়েছেন স্মিথ। সময় বড্ড নিষ্ঠুর। খুব দ্রুত বদলে যায় প্রেক্ষিত।

টিম ইন্ডিয়া আপাতত এমন আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ। ঘরের মাঠে দিনকয়েক আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের সময় আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছিল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্ট ও সিরিজ হারের পর ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। বদলে রোহিতরা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে কেমন ব্যবধানে সিরিজ হারতে পারেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। তার মধ্যেই আজ অস্ট্রেলিয়ার এক চ্যানেলে তাঁর বিশ্ব একাদশ বেছে নিয়েছেন স্মিথ। হিটম্যানকে সেই দলের ওপেনার করে স্মিথ বলেছেন, 'রোহিত অত্যন্ত বিপজ্জনক ক্রিকেটার। নতুন বলে শুরুতেই খেলার ভাগ্য গড়ে দিতে পারে ও। ব্যাট হাতে রোহিত যেমন দুর্দান্ত সব শট খেলতে পারে, তেমনই ওর ডিফেন্সও দারুণ।' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ব্যাটে রান নেই হিটম্যানের। কিন্তু তারপরও স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে তাঁর জন্য এসেছে প্রশংসা।

১ নভেম্বর থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা টেস্টে রোহিত রানে ফিরবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সরণিতে ফেরা খুব জরুরি। আরও একটি টেস্টে হার মানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যাওয়া। এমন অবস্থায় কোচ গম্ভীর তাঁর দলের ক্রিকেটারদের সমস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের ঐচ্ছিক অনুশীলনের অভ্যাসে দাঁড়ি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্যাটারদের সমস্যা বুঝে নিতে তিনি এখন মরিয়া।

প্রশ্ন একটাই, এভাবে কি টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং সমস্যা মিটবে? না মিটলে স্যর ডনের দেশে রোহিতদের জন্য আরও যন্ত্রণা অপেক্ষা করে রয়েছে নিশ্চিতভাবেই।

রিটেনশনে জাদেজাকে অগ্রাধিকার চেন্নাইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : আরও কয়েক বছর ক্রিকেট উপভোগ করতে চাই। মহেন্দ্র সিং ধোনির গতকালের মন্তব্যের পর আইপিএল কেরিয়ারে দীর্ঘায়িত করার বিষয়টি স্পষ্ট। ২০২৫ তো বটেই, পরবর্তী মেগা লিগেও মাহিকে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। মাহির যে বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজি। সিইও কাশী বিশ্বনাথনের কথায়, এমএস যে সিদ্ধান্ত নেবে, দল মেনে নেবে। এর মধ্যেই রিটেনশন নিয়ে বড় খবর সুপার কিংসের। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় নন, ১ নম্বর রিটেনশন হতে চলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। টি২০ বিশ্বকাপের পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির সঙ্গে সংক্ষিপ্ততম আন্তর্জাতিক ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছেন জাদেজা। একসময় ধোনির উত্তরসূরি ধরা হচ্ছিল। সুপার কিংসের নেতৃত্বের ব্যাটনও জাদেজার হাতে তুলে দেন মাহি। নেতৃত্ব ক্ষণস্থায়ী হলেও দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জাদেজা।

রাজস্থানের তালিকায় প্রায় চূড়ান্ত

তারকা স্পিন-অলরাউন্ডারকে ধরে রাখতে প্রথম রিটেনশনের (১৮ কোটি টাকা) ভাবনা। অধিনায়ক রুতুরাজ ও মাথিশা পাথিরানা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিটেনশন। এছাড়া শিবম দুবে, ডেভন কনওয়ে, সমীর রিজভির মধ্যে দুইজন এবং 'আনক্যাপড' হিসেবে ধোনি। এদিকে, রাজস্থান রয়্যালসের রিটেনশনের তালিকায় প্রায় চূড়ান্ত। ট্রফি না এলেও গত কয়েক বছরে রাজস্থানের পারফরমেন্স খারাপ নয়। দলে একঝাঁক তারকা। রাহুল দ্রাবিড়কে হেডকোচ করে আনা রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজিও চাইছে গতবছরের কোর টিম ধরে রাখতে।

অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে যে তালিকায় যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ট্রেন্ট বোল্ট, যুযবেন্দ্র চাহালরা রয়েছেন। ভাবনায় আছেন অভিজ্ঞ পেসার সন্দীপ শর্মাও। শোনা যাচ্ছে জস বাটলারকে ছেড়ে দিচ্ছে রাজস্থান। এক নম্বর রিটেনশনের কারণে সঞ্জু সর্বাধিক ১৮ কোটি টাকা পাবেন। যশস্বী, চাহাল যথাক্রমে ১৪ ও ১১ কোটি।

ঈশানের তিনে ভালো শুরু বাংলা দলের

কেরল-৫১/৪

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মুখে ছিল চওড়া হাসি। শরীরীভাষায় হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। সেই সন্ধ্যার আঁধারেই বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ঈশান পোড়েল (১৮/৩)। বল হাতে ৭ ওভারের স্পেলের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে এসেছে। এবার এগিয়ে চলার পালা।

ঈশানের বোলিংয়ে কেরলের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার ভাগ্য শেষপর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ঈশানের তিন উইকেটের সুবাদে কেরলের বিরুদ্ধে মরশুমের তিন নম্বর রনজি ট্রফি ম্যাচে ভালো শুরু করল টিম বাংলা। মরশুমের প্রথম ম্যাচে ঈশানের ফর্মের পাশে ঋদ্ধিমান সাহার অবদানও থাকল সমানভাবে। চলতি মরশুমে প্রথমবার উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে নেমে দুর্দান্ত তিনটি ক্যাচ নিলেন পাপালি।

বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভিজে থাকার জন্য গতকাল বাংলা বনাম কেরল ম্যাচের প্রথম দিন ভেস্তে গিয়েছিল। আজ সারাদিনে মোট তিনবার পর্যবেক্ষণের পর দুপুর আড়াইটের সময় খেলা শুরুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন আম্পায়াররা। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি, খেলা আরও আগেই শুরু করা যেত। বিকেল তিনটের সময় হল টস। আর টসে জিতে কেরলকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে দুর্দান্ত শুরু করল বাংলা। ১৫.১ ওভার খেলার পর মন্দ আলোর কারণে আম্পায়াররা যখন দ্বিতীয় দিনের খেলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিলেন, ততক্ষণে ঈশানের পেস ও সুইংয়ে স্বস্তি ফিরেছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে। কাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে দ্রুত কেরলকে অল আউট করে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসের লিড নিশ্চিত করে অন্তত তিন পয়েন্টের দিকে পাখির চোখ করে ফেলেছে বাংলা দল।

প্রত্যাবর্তনেই নায়ক ঈশান পোড়েল।

আউটফিল্ড ভিজে ছিল আজ সকালেও। বেলার দিকে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় হাজির হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। দুপুর দেড়টার কিছু পরে তিনি মাঠ ছাড়েন। তার আগে বাংলার ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিয়ে যান। লন্ডন থেকে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও নজর ছিল বাংলার ম্যাচের দিকে। সিএবি কর্তাদের বারবার ফোন করে ম্যাচের অবস্থান জানতে চাইছিলেন তিনি। লন্ডনে বসে মহারাজও ঈশানের পারফরমেন্সের কথা শুনে স্বস্তি পেতে পারেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'পজিটিভ ভাবনা নিয়ে কাজ করছি আমরা। প্রাথমিক লক্ষ্য হল আগামীকাল দ্রুত কেরলের ইনিংস শেষ করা। পরে প্রথম ইনিংসের লিডটা নিশ্চিত করতেই হবে। দেখা যাক বাকি থাকা দুইদিনে খেলা কোন পথে গড়ায়।'

ম্যাচের ভাগ্য কোন পথে যাবে সময় বলবে। কিন্তু তার আগে মুকেশ কুমার, আকাশ দীপদের অনুপস্থিতিতে বল হাতে দলকে ভরসা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ঈশান। শেষপর্যন্ত বাংলা দল ঈশানের দাপটে কতটা চাপমুক্ত হতে পারে, সেটাই দেখার।

এল ক্লাসিকোয় ৪ গোল বার্সেলোনার

ফ্লিকের ফাঁদে নাজেহাল রিয়াল

গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উল্লাস বার্সেলোনার রাফিনহার।

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : হ্যান্সি ফ্লিকের মাস্টারস্ট্রোকেই এল ক্লাসিকোয় বশ মানল রিয়াল মাদ্রিদ। একইসঙ্গে লা লিগায় ৪২ ম্যাচ পর থামল রিয়ালের অপরাজিত দৌড়।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের থেকে এই মহারণে বার্সেলোনাকে এগিয়ে রেখেছিলেন অনেকেই। তবে স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে কাতালান ক্লাবটি যে এভাবে দাপট দেখাবে, তা ধারণাও করা যায়নি। আসলে এদিন ফ্লিকের দলের হাইলাইন ডিফেন্সের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না মাদ্রিদের তারকাখচিত আক্রমণভাগ। গোটা ম্যাচে মোট ১২ বার অফসাইডের ফাঁদে পড়লেন কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার,

সুযোগ নষ্ট করে হতাশ ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। মাদ্রিদে।

জুড়ে বেলিংহামরা। তুলনামূলকভাবে তরুণ ব্রিগেড নিয়ে ম্যাচ পকেটে পুরল বার্সা।

ছয়জন অনূর্ধ্ব-২২ ফুটবলারকে রেখে এদিন প্রথম একাদশ সাজান বার্সার জার্মান কোচ। ম্যাচের প্রথমার্ধে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক না হয়ে রিয়ালের আগ্রাসী ফুটবলকে থামানোর দিকেই বেশি জোর দেয় বার্সেলোনা। সেই লক্ষ্যে সফলও হলেন পেড্রি, ফেরমিন লোপেজরা। গোল এল দ্বিতীয়ার্ধে কৌশল বদলের পরই। মাঝমাঠের দখল নিতে পেড্রিকে তুলে ফ্র্যাঙ্কি ডি জংকে মাঠে নামান ফ্লিক। এরপর গোল পেলেন ছন্দে থাকা বার্সার তিন স্ট্রাইকারই। ৫৪ ও ৫৬ মিনিটে পরপর দুইটি গোল রবার্ট লেওয়ানডস্কির। ৭৭ মিনিটে লক্ষ্যভেদ লামিনে ইয়ামালের। রাফিনহা কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ৮৪ মিনিটে। তবে লেওয়ানডস্কি যে সব সুযোগ নষ্ট করলেন তা কাজে লাগাতে পারলে অনায়াসে এল ক্লাসিকোর মঞ্চে হ্যাটট্রিক সেরে ফেলতে পারতেন। উলটোদিকে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের কাছে এটিই ছিল প্রথম এল ক্লাসিকো। তাও রিয়ালের ঘরের মাঠে। এমন একটা ম্যাচে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারলেন না এমবাপে। সবমিলিয়ে প্রথম এল ক্লাসিকো সুখকর হল না তাঁর কাছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য কাজে লাগিয়েও এদিন ঘরের মাঠে লজ্জা ঢাকতে পারলেন না রিয়াল ফুটবলাররা।

কৌশলগত কারণে ঘরের মাঠে নাস্তানাবুদ হতে হল, এমনটা মানতে নারাজ রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'প্রথম দুই গোল হজমের পর মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ি আমরা। ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই।' তাঁর সংযোজন, 'দুই গোল হজমের পর আমাদের ঝুঁকি নিতেই হত। ওইসময় একটা গোল করতে পারলেও হয়তো ম্যাচের ছবিটা অন্যরকম হত।' আরেকদিকে হাইলাইন ডিফেন্সে রিয়ালকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা বুমেরাং হয়ে গেলে গোলের বন্যায় ভাসতে পারত কাতালান জায়েন্টরাও। ম্যাচ শেষে স্বস্তির হাসি হেসেও সেই কথা মেনে নেন বার্সা কোচ। বলেছেন, 'এটা বিপজ্জনক ছিল ঠিকই। ঝুঁকিও ছিল। তবে আমাদের পরিকল্পনা কাজে লেগেছে।'

> প্রথম দুই গোল হজমের পর মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়ি আমরা। ম্যাচের পরিকল্পনা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। দুই গোল হজমের পর আমাদের ঝুঁকি নিতেই হত। ওইসময় একটা গোল করতে পারলেও হয়তো ম্যাচের ছবিটা অন্যরকম হত।
>
> **কার্লো আন্সেলোত্তি**

মরশুম শেষে দায়িত্ব ছাড়তে পারেন পেপ

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : শনিবার লিগ টেবিলের 'লাস্ট বয়' সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে বেশ কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচের ৫ মিনিটে একমাত্র গোলটি এসেছে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের কাছ থেকে। সাদাম্পটন হারলেও তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের প্রতিটি বলের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। কারণ, সাদাম্পটন এদিন সত্যি ভালো খেলেছে। আমরা যেভাবে বল পজেশন ধরে রেখে খেলি, ওরাও সেভাবেই খেলেছে।' পাশাপাশি সাদাম্পটন কোচ রাসেল মার্টিনেরও প্রশংসা করেছেন এই স্প্যানিশ কোচ। গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'এই ম্যাচ থেকে কোচ হিসেবে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আমি রাসেলের থেকে অনেককিছু শিখেছি। ওর প্রশিক্ষণে সাদাম্পটন দারুণ খেলেছে।'

আগামী মরশুমে হয়তো সিটির

ডাগআউটে গুয়ার্দিওলাকে দেখা যাবে না। ক্লাবের ফুটবল ডিরেক্টর তাক্সিকি বাগিরিস্টেইন জানিয়েছেন, মরশুম শেষে ক্লাব ছাড়বেন গুয়ার্দিওলা। তাঁর জায়গায় স্পোর্টিং লিসবনের কোচ হুগো ভিয়ানা দায়িত্ব নেবেন।

এদিকে পেপ গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব ছাড়ার পর ম্যান সিটির অবস্থা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মতো খারাপ হবে না। স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন ছাড়ার পর থেকে ইপিএলে একপ্রকার ছন্দহীন দেখাচ্ছে রেড ডেভিলসকে। গুয়ার্দিওলার মতে, কিছু ভুলের জন্য লাল ম্যাঞ্চেস্টারের খারাপ অবস্থা চলছে। তিনি বলেছেন, 'একজন দায়িত্ব ছাড়ার পর ক্লাবের সবকিছু খারাপ হতে থাকাটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। তবে আমার মনে হয়, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কিছু ভুল রয়েছে। সেইগুলি শুধরে নিতে পারলে আবার সুদিন ফিরবে।'

ড্র লিভারপুল-আর্সেনাল

ফের হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

হেরে মাথায় হাত আলেহান্দ্রো গারনাচোর।

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর : এই ভালো, এই খারাপ। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বর্তমান অবস্থা অনেকটা এরকমই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচ পর গত সপ্তাহে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। কিন্তু শনিবার ইপিএলে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে হেরে গেল এরিক টেন হ্যাগ ব্রিগেড। এর ফলে ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে নেমে গেল তারা। ভুল পজিশনে ভুল প্লেয়ার নামালে যা হয় সেটাই এদিন ইউনাইটেডের সঙ্গে হল। লেফট উইংয়ে আলেহান্দ্রো গারনাচো ও ডানদিকে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে শুরু করান হ্যাগ। অথচ দুইজনের দিক বদলে দিলেই ক্ষুরধার দেখাত ইউনাইটেডকে। হ্যাগের গোঁয়ার্তুমিতে ৭৪ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে তাঁর দল। ৮১ মিনিটে অবশ্য সমতা ফিরিয়েছিলেন ক্যাসেমিরো। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে জ্যারন বোয়েনের গোলে ইউনাইটেড হার হজম করে।

দুইবার এগিয়ে যাওয়ার পরও আর্সেনাল ২-২ গোলে ড্র করল লিভারপুলের সঙ্গে। ৯ মিনিটে বুকায়ো সাকা গানার্সদের এগিয়ে দেন। ১৮ মিনিটে ভার্জিল ভ্যান ডায়েক লিভারপুলকে সমতায় ফেরান। ফের ৪৩ মিনিটে মিকেল মেরিনো লিড এনে দেন আর্সেনালকে। ৮১ মিনিটে মহম্মদ সালাহ গোল করে ১ পয়েন্ট এনে দেন লিভারপুলের ঘরে। চেলসি ২-১ গোলে জিতেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে।

কোচি স্পাইস ম্যারাথনে অংশ নেওয়া অ্যাথলিটদের সঙ্গে সময় কাটালেন শচীন তেন্ডুলকার।

৫ গোলে জয় বায়ার্নের

মিউনিখ, ২৭ অক্টোবর : বুন্দেশলিগায় শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল বায়ার্ন মিউনিখ। ৫-০ গোলে তারা চূর্ণ করেছে বোচামকে। মাইকেল ওলিসে, জামাল মুসিয়ালা, হ্যারি কেন, লেরয় সানে ও কিংসলে কোমান গোল করেন। ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে বায়ার্ন এক নম্বরে ফিরেছে। সমসংখ্যক পয়েন্ট হলেও গোলপার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে আরবি লিপজিগ।

চলতি মরশুমে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে বেয়ার লেভারকুসেনকে। যেখানে গতবার লিগে মাত্র ১২ পয়েন্ট নষ্ট করেছিল জাভি অলন্সোর দল, সেখানে এবার ৮ ম্যাচ খেলেই ৯ পয়েন্ট খুইয়েছে তারা। শনিবার ওয়ার্ডার ব্রেমেনের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে দুইবার এগিয়ে থেকেও ২-২ গোলে ড্র করে তারা। ৮ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে লেভারকুসেন। তবে অলন্সো বলেছেন, 'এখন সবে অক্টোবর। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা উচিত হবে না। আমাদের অনেক ম্যাচ বাকি আছে। আরও পয়েন্ট আমরা সংগ্রহ করব। লিগ টেবিলে অনেক পরিবর্তন হবে।'

৩০ মিনিটে ভিক্টর বোনিফেসের গোলে এগিয়ে যায় লেভারকুসেন। ৭০ মিনিটে ব্রেমেনকে সমতায় ফেরান মার্ভিন ডুকস। ৭৭ মিনিটে ফেলিক্স আগুর আত্মঘাতী গোলে আবার এগিয়ে গিয়েছিল অলন্সোর ছেলেরা। তবে ম্যাচের শেষলগ্নে ব্রেমেনের হয়ে গোল করেন রোমানো স্কিমিদ। অপর ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-১ গোলে হেরে গিয়েছে অগসবার্গের কাছে।

এমার্জিং কাপে সেরা আফগানরা

আল আমিরাত, ২৭ অক্টোবর : এমার্জিং এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হল আফগানিস্তান। রবিবার ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে। ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা আফগানরা প্রথমে ২০ ওভারে শ্রীলঙ্কাকে ৭ উইকেটে ১৩৩ রানে আটকে দেয়। জবাবে ১৮.১ ওভারে আফগানিস্তান ৩ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে নেয়। সেদিকুল্লাহ অটল ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

দুই বক্সেই স্বচ্ছন্দ নয় দল, বিশ্লেষণ ব্রুজোঁর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : ছবির মতো মাঠ। চমৎকার ঠান্ডা আবহাওয়া। তবে জয় এখনও সেই অধরাই ইস্টবেঙ্গলের। তবু ম্যাচ ড্র করে এসবের মধ্যেই সদর্থক দিকগুলো খুঁজে নিতে চাইছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ থেকে সমর্থকরা।

ইস্টবেঙ্গল-পারো এফসি ম্যাচের পর ছিল গ্রুপের বাকি দুই দল বসুন্ধরা কিংস ও নাজমে এসসি-র মধ্যে খেলা। নিজেদের ম্যাচের পর বাকি দুই প্রতিপক্ষকে গ্যালারিতে বসে মেপে নিলেন ব্রুজোঁ ও সহকারী কোচ বিনো জর্জ। আহামরি দল একেবারেই নয় এরাও। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের এখন প্রতিপক্ষের থেকেও বেশি চিন্তা নিজেদের নিয়ে। হারতে হারতে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। এমন নয় যে পারো এফসি সাংঘাতিক শক্তিশালী দল। তারপরেও তাদের হারানো গেল না বলে সমর্থকরা যদি আফসোস করেন, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। আবার এটাও ঘটনা টানা আট হারের পর এই এক পয়েন্ট, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের গোল পাওয়া, পিছিয়ে থাকা অবস্থায় গোল শোধ করা, এগুলোই হয়তো হারানো জমি ফেরাতে সাহায্য করতে পারে। কোচ নিজে সেটাই বলছেন, 'দেখুন প্রথম ম্যাচটা আমরা হারতে চাইনি। এটা একটা ছোট ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট। সেক্ষেত্রে প্রথম হেরে গেলে আমরা ছিটকে যেতাম। ড্র করায় এখনও খোলা থাকল আমাদের কাছে।' তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন পেনাল্টি নিয়ে, 'পেনাল্টিটা অত্যন্ত বোকার মতো দেওয়া হয়েছে। একাধিক বিদেশির সঙ্গে ওরা রেফারির সাহায্য নিয়ে খেলেছে। হ্যাঁ, কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল খাওয়া ব্যক্তিগত ভুল। তিনজনের কেউই ব্লকিং করল না। যে ভুল এই মরশুমে হয়েই চলেছে। তেমনি সদর্থক দিক হল গোল খেয়ে ফিরে আসা। নিজেদের উজ্জীবিত রাখতে পারা। তাছাড়া আমরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করতে পেরেছি। আমরাই বেশি ভালো খেলেছি।'

তাঁর দলের সমস্যাটা কোথায় জানতে চাওয়া হলে ব্রুজোঁর মন্তব্য, 'এটা খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। সারা ম্যাচে ২০-২৫টি সুযোগ তৈরি করা সম্ভব নয়। তেমনি প্রতিপক্ষ দুই-তিনটি গোল করে গেল, সেগুলো আবার শোধ করে গেলাম, সেটাও সম্ভব নয়। এটুকু বলতে পারি, আমাদের এখন প্রচুর উন্নতি করতে হবে। কারণ আমরা হয়তো মাঠে সেরা দল হতে পারছি কিন্তু দুই বক্সে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। আর ফুটবল হল, দুই বক্সের খেলা। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফেরাতে হবে। আর

মেঘ-রোদ্দুরের মাঝেও দলের খেলায় চিন্তিত ব্রুজোঁ।

সেটা হবে যদি টানা দুই-তিনটি ম্যাচে জিততে পারি। এই যে টানা এতগুলো হারের পর পারোর বিরুদ্ধে ড্র করে নিজেদের টুর্নামেন্টে জিইয়ে রাখতে পেরেছি, এটা কম কথা নয়।' পরের ম্যাচ মঙ্গলবার বসুন্ধরার বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে যে শুধু ড্র করলেই চলবে না সেটা মনে করিয়ে দেন ব্রুজোঁ। কারণ ইতিমধ্যেই প্রথম ম্যাচ জিতে বসে আছে নাজমে। যদিও প্রতিপক্ষ দুই দলেরই শক্তি আহামরি বলে মনে হয়নি প্রথম ম্যাচের পর। তাছাড়া পারোর মতো বসুন্ধরারও অধিক সংখ্যায় নিয়ে আসা বিদেশিও মাথাব্যথা ব্রুজোঁর। ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা এমনিই এখন অন্ধের মতো। কিবা রাত্রি, কিবা দিন। তাই প্রতিপক্ষের শক্তি বিচার করার থেকে নিজেদের উন্নতি বেশি জরুরি। আর তার জন্য ওখানে পৌঁছে যাওয়া থেকে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করার ভিডিও বার্তাকেই পেপটক হিসাবে কাজে লাগাচ্ছেন লাল-হলুদের নয়া কোচ।

বাগানের সবাই ভয়ংকর : সিংটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ অতীত। এখন হায়দরাবাদ এফসি-র চিন্তা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শনিবার সাদা-কালো ব্রিগেডের বিরুদ্ধে এই মরশুমে আইএসএলের প্রথম জয়টি তুলে নিয়েছে নিজাম শহরের দলটি। রীতিমতো দাপট দেখিয়ে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাদের হারিয়েছে তারা। তবে এর পরের ম্যাচে কলকাতার আরেক প্রধান মোহনবাগানের মুখোমুখি হবে তারা। হোসে মোলিনা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে তা ভালো করেই জানেন হায়দরাবাদ কোচ। তাই মোহনাবাগানের 'ডেঞ্জারম্যান'-কে, প্রশ্নের উত্তরে মজা করে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার নাম নিলেন। তারপরে থংবোই সিংটো বলেছেন, 'মোহনবাগানের আলাদা করে কারও নাম বলব না। ওদের সবাই ভয়ংকর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসের মতো স্ট্রাইকার রিজার্ভ বেঞ্চে বসে রয়েছে। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদের মতো ভারতীয় তারকারা রয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'মোহনবাগান অন্যতম সেরা দল। এই ম্যাচে মহমেডান ম্যাচের থেকেও ভালো পারফরমেন্স করতে হবে।'

> মোহনবাগানের আলাদা করে কারও নাম বলব না। ওদের সবাই ভয়ংকর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসের মতো স্ট্রাইকার রিজার্ভ বেঞ্চে বসে রয়েছে। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদের মতো ভারতীয় তারকারা রয়েছে।
>
> **থংবোই সিংটো**

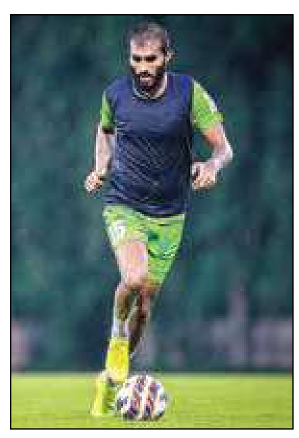

হায়দরাবাদ এফসি-কে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে তৈরি হচ্ছেন শুভাশিস বসু।

এদিকে, রবিবারও মোহনবাগান অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন আশিক কুরুনিয়ান। বাকিরা অবশ্য সবাই উপস্থিত ছিলেন। তবে মূল দলের সঙ্গে এদিনও অনুশীলন করেননি আপুইয়া। তাঁর চোট এখনও সারেনি। অন্যদিকে আশিস রাই পুরো সময় অনুশীলন করেননি। মাঝপথেই সাজঘরে ফিরে আসেন।

হারের জন্য ক্লান্তি দায়ী : চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : টানা তিন ম্যাচে হার। আইএসএলের শুরু থেকে আশা জাগালেও যত দিন যাচ্ছে পারফরমেন্সের গ্রাফ আরও তলানিতে যাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। তবে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে হারার জন্য অবশ্য ক্লান্তিকে দায়ী করেছেন তিনি। আন্দ্রেই চেরনিশভ বলেছেন, 'আজ ছেলেরা বেশ ক্লান্ত ছিল। তুলনায় হায়দরাবাদের ফুটবলাররা বেশ তরতাজা ছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'শুরুতেই গোল হজম করায় সমস্ত পরিকল্পনাটা ঘেঁটে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলের ক্ষেত্রে আমরা বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।'

এদিকে, পিতৃবিয়োগ হওয়ায় শনিবার ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরে গিয়েছেন সিজার মানঝোকি। তাঁর পারফরমেন্স এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক নয়। আইএসএলের শুরুটা ভালো করলেও দিনের পর দিন দলের খারাপ পারফরমেন্সে হতাশ মহমেডান কর্তারা। তারা এখনই কোচকে দায়ী না করলেও খুব শীঘ্রই তার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সেখানে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ফুটবলার পরিবর্তনের বিষয়টিও রয়েছে।

ব্যাটিং বিপর্যয় হরমনপ্রীতদের

আহমেদাবাদ, ২৭ অক্টোবর : ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়াল সদ্য মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপজয়ী নিউজিল্যান্ড। ৭০ রানে ভারতকে হারিয়ে তারা সিরিজ ১-১ করে দিল। ব্যাটে-বলে লড়াই চালিয়েও ভারতীয় দলের বিপর্যয় এড়াতে পারেননি রাধা যাদব। প্রথমে নিউজিল্যান্ড ৯ উইকেটে ২৫৯ রান করে। ওপেনিং জুটিতেই ৮৭ রান তুলে দিয়েছিলেন সুজি বেটস (৫৮) ও জর্জিয়া প্লিমার (৪১)। মিডল অর্ডারে সোফি ডিভাইন ৭৯ রান করেন। মাঝের ওভারে রাধার সঙ্গে দুই স্পিনার দীপ্তি শর্মা (৩০/২) ও প্রিয়া মিশ্রর (৪৯/১) দাপটে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল ভারত। রাধা ৬৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে ভারত ৪৭.১ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়। সর্বাধিক ৪৮ রান নয় নম্বরে নামা রাধার। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও বড় রান পাননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর (২৪)। ০ রানে ফেরেন স্মৃতি মান্ধানা। ব্যর্থ হয়েছেন শেফালি ভার্মাও (১১)। সোফি ২৭ ও লিয়া তাহুহু ৪২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা ডিয়া অরুণ জৈন - কে 09.07.2024

তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95J 89086 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি এই অল্প বয়সে আমাকে একজন কোটিপতি করে তুলেছে। আমি প্রতিটি মহিলাকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে চাই। যারা তাদের জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে চান তাদের জন্য পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ অনেক সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

হাবাসের হাতেই ইন্টার কাশীর স্বপ্ন

অভিজিৎ মণ্ডল, নিকোলা স্টোজানোভিচের সঙ্গে ইন্টার কাশীর কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস (ডানে)।

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের হাতেই ইন্টার কাশীর স্বপ্ন।

এবারও কলকাতায় থেকেই আই লিগে খেলবে ইন্টার কাশী। গত দুই মাস ধরে রাজারহাটে চলছে প্রস্তুতি। দলে রয়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য, সার্থক গোলুই, নারায়ণ দাসের মতো অভিজ্ঞ বাঙালি মুখ। রয়েছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলে যাওয়া নিকোলা স্টোজানোভিচ। স্কোয়াডে সবচেয়ে বড় নামটা নিঃসন্দেহে জনি কাউকো। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাউকোকে ছেড়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ফিটনেস ইস্যু। ফিনিশ মিডফিল্ডার বলেছেন, 'গতবার চোট সারিয়ে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই মাঠে নেমেছিলাম। সেখানে এবার দুই মাস প্রস্তুতির পর আমি অনেক ফিট।' কাউকোর আই লিগের ক্লাবে সই করার ব্যাপারে অবশ্য তাঁর পছন্দের কোচ হাবাসের প্রভাব কাজ করেছে।

এদিকে, আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ হয়েও এবার নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন হাবাস। তাঁর নির্দেশেই হয়েছে দল গঠন। চ্যাম্পিয়ন কোচের হাত ধরেই দেশের সেরা লিগে খেলার স্বপ্ন দেখছে ইন্টার কাশী। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর হাবাস। তবে কেন হঠাৎ দ্বিতীয় ডিভিশনের দলের দায়িত্ব নিলেন? স্প্যানিশ কোচ স্পষ্ট বলেছেন, 'কাশীর প্রোজেক্ট পছন্দ হয়েছে। দলে একঝাঁক তরুণ ফুটবলার রয়েছে। তাদের অনেকেই যথেষ্ট প্রতিভাবান।' যে তালিকায় অবশ্যই থাকবে এডমুন্ড লালরিনডিকা, হাওবাম তোম্বা সিং, বিদ্যাসাগর সিংদের নাম। তবে আরও একটা বিষয় যে এক্ষেত্রে কাজ করেছে তাও স্বীকার করে নেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে থেকেই কোচিং কেরিয়ারে ইতি টানতে। সেই সুযোগটা দিচ্ছে ইন্টার কাশী।

এদিকে, কাউকোর সব ফোকাস এখন আই লিগে। জানেন, দ্বিতীয় সারির টুর্নামেন্টে অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। পরিকাঠামোর দিক থেকেও আইএসএলের সঙ্গে আকাশপাতাল পার্থক্য। তবুও ইন্টার কাশীতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ফিনিশ মিডিও। বলেছেন, 'আমাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মবিশ্বাসেও ঘাটতি নেই।'